সেনসেক্স : ৮০,২৮৮.৩৮ (+৭০.০১)
নিফটি : ২৪,৩৩৫.৯৫ (+৭.৪৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

জিপ অপারেটরকে জেরা
বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত জিপ অপারেটর 'আল্লাহ হুআকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও দেখে তাঁকে তলব করল এনআইএ। ▸▸ ১১

কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির
ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। ▸▸ ১১

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২২°	২১°	২১°	২০°

বৈভব যেন বাস্তবেই বিস্ময়বালক ▸▸ ১২

১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 April 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 340

যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ। চারিদিকে চর্চা। শঙ্কিত পাকিস্তানও। এমন আবহে জল্পনা বাড়াল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোপন বৈঠক। মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে দেশের তিন বাহিনীকে নিজেদের মতো কাজ করার সবুজ সংকেত দিয়েছেন তিনি।

আগে চলো বাহিনী

পাক-উসকানি

- প্রতিদিন সূর্য ডোবার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
- সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি
- পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা

হাই অ্যালার্ট

- বালাকোটের স্মৃতি এখনও তাজা পাকিস্তানের কাছে
- ভারত যে কোনও সময় হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় জারি হাই অ্যালার্ট
- এয়ারস্ট্রাইক এড়াতে শিয়ালকোট সেক্টরে রাডার সিস্টেম মোতায়েন
- করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমানগুলি সরিয়েছে বায়ুসেনা

সরকারি বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা নমোর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : পহলগামের কঠোর প্রত্যাঘাত কি তাহলে সময়ের অপেক্ষা? দেশের তিন বাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাঘাতের নিশানা, সময় ও পদ্ধতি ঠিক করার স্বাধীনতা দেওয়ায় এই জল্পনা জোরালো হয়েছে। যদিও কবে, কোন পথে, কী ভাষায় প্রত্যাঘাত, তা স্পষ্ট নয়। তবে মঙ্গলবার দিনভর নয়াদিল্লিতে নর্থ ব্লকের অলিন্দে ঘটনাপ্রবাহে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাব দিতে জোর প্রস্তুতি চলছে।

নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিতদের তালিকা সেই ইঙ্গিত করছে। শুধু প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান নন, ডাকা হয়েছিল সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী এবং বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিংকে।

প্রায় দেড় ঘণ্টার ওই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদকে প্রবল ধাক্কা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদকে কঠোর জবাব দেওয়া এখন জাতীয় সংকল্প। কীভাবে, কবে, কখন ও কোথায় প্রত্যাঘাত করা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া আছে।'

পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ ঘোষণা করে তিন বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতার ওপর তাঁর ও গোটা দেশের পূর্ণ আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা না থাকলেও পরে তিনি যান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। আলাদাভাবে গিয়েছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এনএসজি, বিএসএফ, সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন অমিত শা। বুধবার আবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠক নির্ধারিত আছে। পহলগাম হামলার পর ওই কমিটির এটা দ্বিতীয় বৈঠক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এরও বৈঠক হবে বুধবার।

এরপর দশের পাতায়

তিনি পাকিস্তানি নাগরিক, সন্তান আবার ভারতীয়। একরত্তিকে ছেড়ে যেতে তাই মন মানছে না মায়ের। ওয়াঘা সীমান্তে।

ভূস্বর্গে বন্ধ ৪৮টি পর্যটনকেন্দ্র

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : কাশ্মীর পর্যটনে বড় ধাক্কা। নিরাপত্তার চাদরে যতই মুড়ে ফেলার আশ্বাস দেওয়া হোক, ভরসা পাচ্ছে না প্রশাসন। যে কারণে কোপ পড়ল কাশ্মীরের অর্থনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ পর্যটনশিল্পের ওপর। আবার জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের ৪৮টি পর্যটনস্থল। যে তালিকায় রয়েছে সিনথান টপ, ইউসমার্গ, বাঙ্গাস উপত্যকা, শ্রুঞ্জ জলপ্রপাত, গোগালদাড়া, কামানপোস্ট, রাজপোরা, চিয়ারহার, মুন্দিজ-হামাম-মারকুট জলপ্রপাত, খাম্পু, বসনিয়া, সূর্য মন্দিরের মতো পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যগুলি।

পহলগামে হামলার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও একজন জঙ্গিরও খোঁজ না মেলায় কাশ্মীরে এখন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। তার মধ্যে একাধিক গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলছে, খুব তাড়াতাড়ি আবার হামলা চালাতে তৈরি হচ্ছে জঙ্গিরা। উপত্যকা ও জম্মুর নানা অংশে এজন্য জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে। সফট টার্গেট হিসাবে পর্যটকদের নিশানা করা হতে পারে বলে আভাস মিলছে। এরপরই অনির্দিষ্টকালের জন্য ৪৮টি পর্যটনস্থল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯১৯ থেকে ২০২৫-এর মাঝে ১০৬ বছর কেটে গেলেও পঞ্জাবের ইতিহাসখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে গিয়েছে পহলগামে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বৈসরণ উপত্যকায় আগাম রেইকি করে এলাকার খুঁটিনাটি নখদর্পণে ছিল জঙ্গিদের। পর্যটকদের পালানোর পথ বন্ধ করতে *এরপর দশের পাতায়*

মোষ পাচারের টাকায় কোটি টাকার সাম্রাজ্য

উত্তর পাকরিগুড়িতে জমানো পাথরের স্তূপ। এখানেই দুই ভাইয়ের স্টোন ক্র্যাশারের অংশীদারি ব্যবসা চলে।

ভাই-ভাই সিন্ডিকেট

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৯ এপ্রিল : কয়েক বছর আগেকার কথা। এক ভাই ছিল তাঁতশিল্পী। আরেক ভাই পেশায় ছিল মোটরবাইক মেকানিক। এখন সেই দুই ভাইয়ের বালি-পাথরের ব্যবসায় খাটছে কোটি কোটি টাকা। সম্প্রতি মোষ পাচারের কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বারবিশার বাসিন্দা কৃষ্ণ সাহা ও বলরাম সাহাকে। তাদের বালি-পাথরের কারবারে যে মোটা টাকা খাটছে, তার জোগান কি এসেছে মোষ পাচারের অবৈধ কারবার থেকেই? দুই ভাইয়ের গ্রেপ্তারির পর এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বারবিশাজুড়ে।

শুধু মোষ পাচারই নয়, দুই ভাই কৃষ্ণ এবং বলরামের নাম জড়িয়েছে আরও নানা অবৈধ কারবারে। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের দুই ভাই একাধিক অবৈধ কারবারে নাম লেখানোয় গত কয়েক বছরে তাদের আঙুল ফুলে কলা গাছ। অসম-বাংলা সীমানায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানকার উত্তর পাকরিগুড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণ একটা সময় নদিয়ার ফুলিয়ায় তাঁত কারখানায় কাজ করত। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর বাড়ি ফিরে আসে। ভাগ্য পরিবর্তনে গ্রামের কয়েকজনের মতো কাঠের চোরাকারবারকেই বেছে নিয়েছিল প্রথমে। *এরপর দশের পাতায়*

পুলিশ ফাঁড়ির রাঁধুনি মাদক ব্যবসায়ী

মাদকেই যেন মধু

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা থানায় মাদক কারবারে গ্রেপ্তার মহিলা সহ এক ব্যক্তি।

ফালাকাটা, ২৯ এপ্রিল : তার হাতের সুস্বাদু রান্নায় মজেছিলেন জটেশ্বর পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা। রান্নাবান্না করার সুবাদে পুলিশের সঙ্গে তার ভালোই পরিচিতি তৈরি হয়েছিল। সেই মহিলাই যে তলে তলে নেশার সামগ্রীর কারবার চালাত, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি দুঁদে পুলিশকর্মীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তার বাড়িতে হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ পাকড়াও করা হয়েছে অণিমা মজুমদার নামের জটেশ্বর ফাঁড়ির ক্যান্টিনের রাঁধুনিকে। তার সঙ্গে রবিউল ইসলাম নামে আরেকজনকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা জটেশ্বরে হানা দিই। একটি বাড়ি থেকে মহিলা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ ও সিডেটিভ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।'

অণিমা জটেশ্বরের হেদায়েতনগরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত। তার ভাড়া বাড়িতে আনাগোনা ছিল রবিউলের। দুজনেরই মূল বাড়ি অবশ্য মাদারিহাট ব্লকের শিশুবাড়িতে। গ্রেপ্তারির সময় তাদের থেকে ২২৯১ বোতল কাফ সিরাপ এবং ৩১২০ প্যাকেট সিডেটিভ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ হেদায়েতনগরে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে।

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, অণিমা দীর্ঘদিন ধরে জটেশ্বর ফাঁড়ির ক্যান্টিনে রান্না করে। তার হাতের রান্না নাকি বেশ সুস্বাদু। ফাঁড়ির সব পুলিশকর্মীর সঙ্গেই তার ভালো সখ্য আছে। কিন্তু তলে তলে যে সে অবৈধ কারবারে জড়িত, তা কোনওভাবেই বুঝতে পারেনি পুলিশ।

এরপর দশের পাতায়

পাচার হওয়া মেয়েকে চান না বাবা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : বছর তিনেক আগে কাজের খোঁজে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে, তারপর আর কোনও খোঁজ রাখেননি বাবা। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানের সেই কিশোরী। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে রাজি নন বাবা।

জেলা সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ফেরানোর পর প্রথমে ওই নাবালিকার কাউন্সেলিং করানো হয়। তারপর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাবা ওই নাবালিকাকে নিতে না চাওয়ায় ওই নাবালিকাকে হোমে রাখা হয়েছে।

সংসারে স্বাচ্ছল্য আনতে মেয়েকে পরিচারিকার কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন বাবাই। শিলিগুড়িতে এক তরুণের হাতে তুলে দেওয়ার পর আর খোঁজ রাখেননি পরিবারের লোকজন। একসময় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়ি থেকে

এরপর দশের পাতায়

KHOSLA ELECTRONICS
এই অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে
FIRST TIME EVER ON AC
2 EMI OFF WORTH ₹ 4,000
EXCLUSIVE AT KHOSLA ONLY FOR 2 DAYS
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC
SBI
HSBC
citibank
ICICI Bank
kotak
Easy Finance by
HDB
kotak
HIGHEST CASHBACK Upto ₹45,000
HIGHEST EXCHANGE Upto ₹6,000
0 INTEREST* DOWN PAYMENT* PROCESSING FEES* DOCUMENT*
LOWEST EMI STARTS from ₹660
Upto 36 MONTHS EMI
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
SURESHOT FREE GIFT COUPON WORTH ₹ 1,800
অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ দামে সকল BRAND-এর এসি, কুলার এবং ফ্রীজ এক ছাদের নিচে,
DAIKIN
HITACHI
Carrier
BLUE STAR
VOLTAS
LG
SAMSUNG
Panasonic
LLOYD
Godrej
Haier
Whirlpool
IFB
GENERAL
BAJAJ
KGA
USHA
HAVELLS
VOLTAS
Symphony
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,999*
1 Ton 3* EMI ₹ 2,317*
1.5 Ton 3* EMI ₹ 2,608*
80 Ltr. EMI ₹ 852
65 Ltr. EMI ₹ 834
50 Ltr. EMI ₹ 660
FREE CHOPPER
LG
SAMSUNG
Godrej
Whirlpool
Haier
LLOYD
Panasonic
IFB
BOSCH
BLUE STAR
600 Ltr SBS EMI ₹2,525
237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,944
396 Ltr DD EMI ₹2,990
233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166
7 KG FRONT LOAD EMI ₹2,525
7 KG TOP LOAD EMI ₹1,124
7 KG SEMI AUTO EMI ₹833
LG
SAMSUNG
SONY
Panasonic
Haier
LLOYD
KGA
75 4K ₹ 69,990
55 4K QLED ₹ 36,990
43 4K ANROID ₹ 18,990
SAMSUNG A 36 (8/256GB) ₹28,999* CASHBACK/UPGRADE ₹4,000
iPhone 16 (128GB) ₹68,500* CASHBACK ₹4,000 on CC
vivo V50E (8/128GB) ₹27,499* CASHBACK ₹1,500
oppo F 29 (8/256GB) ₹23,499* CASHBACK 10%
motorola Edge 60 Fusion (8/256GB) ₹20,999* CASHBACK ₹2,000
FREE NECK BAND WITH EVERY MOBILE
Lenovo i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹58,900*
hp i5 13th Gen 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB GRAPHICS ₹61,900*
ASUS Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 4GB GRAPHICS ₹66,900*
STARTING EMI ₹ 4,908
FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PENDRIVE worth ₹3,499
FREE DATA TRANSFER & BACKUP SERVICES
A TATA Product
VOLTAS
Presenting VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC
INDIA'S NO.1 AC BRAND
Less Noise, More Work.
SMART IOT
ALEXA & GOOGLE ASSISTANT
SUPER SILENT OPERATION 28dbA
SLEEP MODE
HIGH AMBIENT COOLING
5 STEP ADJUSTABLE
10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS
POWERED BY pine labs Paytm
NO COST EMI
HDB
IDFC FIRST Bank
*T&C Apply
Scan to locate your nearest Khosla store
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

Reliance
Growth is Life
আমাদের দাবি, ফুল পয়সা উসুল করবে পুরো ইন্ডিয়া।
SMART BAZAAR
ফুল পয়সা উসুল সেল
30th APR - 4th MAY
গুড লাইফ আমন্ড / কাজু (W320) 500 g
স্মার্ট প্রাইস ₹409/₹439
এমআরপি ₹620 / ₹725
সঞ্চয় ₹211 / ₹286
লুজ চিনি M / লুজ মুগ ডাল 1 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹47/₹111
বাজার মূল্য ₹50 / ₹116
কল্যানী'জ নেচার পিওর রিফাইণ্ড রাইসব্রান অয়েল 1 L / চাক্কি আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹132/₹199
এমআরপি ₹163 / ₹250
সঞ্চয় ₹31 / ₹51
গুড লাইফ পপুলার মিনিকেট / লালবাবা বাঁশকাঠি রাইস 10 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹499/₹699
এমআরপি ₹650 / ₹1050
সঞ্চয় ₹151 / ₹351
স্মার্ট প্রাইস ₹127/₹139
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / গুড লাইফ কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹164 / ₹190
সঞ্চয় ₹37 / ₹51
ন্যূনতম 25% ছাড়
ডেয়ারি / ফ্রোজেন ও বেকারি (নির্বাচিত রেঞ্জ)
এমআরপি ₹25 থেকে শুরু
Scan & Unlock Secret Offers
BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু / ইউনিট
BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
বিস্কুট / চকলেট / রাস্ক 118 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹100 থেকে শুরু / ইউনিট
টাটা টী গোল্ড লীফ 500 g
সঞ্চয় ₹65
এমআরপি ₹280 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹215 থেকে শুরু
হরলিক্স ক্লাসিক মল্ট হেল্থ ড্রিঙ্ক পাউডার 1 kg
সঞ্চয় ₹200
এমআরপি ₹600 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹400 থেকে শুরু
সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹175 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
শ্যাম্পু 580 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 55% ছাড়
এমআরপি ₹890 থেকে শুরু
এমআরপি ₹208 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
টুথপেস্ট 300 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 33% ছাড়
এমআরপি ₹770 থেকে শুরু
ডিটারজেন্ট পাউডার 5 kg থেকে শুরু / লিকুইড 4 L থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
স্মার্ট প্রাইস ₹1999 থেকে শুরু
SINGER LYF Surya flame Kelvinator
এমআরপি ₹7560 থেকে শুরু
3 বার্নার গ্লাস টপ গ্যাস স্টোভ
2000+ ফ্যাশন স্টাইল ₹399এর মধ্যে
টি-শার্টস ₹199 | শার্টস ₹299
কুর্তা ₹299 | শর্টস ₹299 | জিন্স ₹399
স্মার্ট প্রাইস ₹999
এমআরপি ₹1825 থেকে শুরু
LA OPALA LARAH
16 / 18 পিস ওপালওয়্যার ডিনার সেট
পান ফ্রি এলইডি টিভি 80 cm (32 inch)
এমআরপি ₹55999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹32990* থেকে শুরু
ব্র্যান্ডেড 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার (নির্বাচিত রেঞ্জ)
raymond HAPPY LIVING Ulhaas TRIDENT ARVIND
কটন বালিশের কভার সহ ডবল বেডশীট
ফ্ল্যাট 70% ছাড়
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹360 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹3999
পান ফ্রি ডাফল ট্রলি ব্যাগ
ক্রুজার হার্ড ট্রলি সেট 2
এমআরপি ₹12800
এখন খোলা
• মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পিআরএম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • সিসা গোলাই, লালবাজার, গ্রীনডেল হোটেলের কাছে, পানি হাউস রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • কোচবিহার : সিটি মল, পূর্ব খগড়াবাড়ি, পাওয়ার স্টেশনের কাছে • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে
10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹3,000; Max. Discount: ₹500 per Credit Card; Validity: 30 Apr - 04 May 2025. T&C Apply.
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature
SMART SUPERSTORE
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 4ই মে 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।
SMART BAZAAR

প্রতিবাদে র‍্যালি

বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় র‍্যালি করল বীরপাড়া মুসলিম সোসাইটি। এলাকার মসজিদ কমিটিগুলি সংগঠনটি গড়েছে। এদিন তাঁরা পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। সংগঠনের এক সদস্য হাকিম খান বলেন, 'ভারতীয় মুসলিমরা ওই সন্ত্রাসবাদী হানার তীব্র বিরোধী। ঘটনার পর থেকে আমাদের বাঁকা কথা শুনতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা ওই ঘটনার বদলা চাই।'

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি

কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

মার্কিন চলচ্চিত্রে উৎসবে তিব্বতের গণ অভ্যুত্থান

সেরার শিরোপা কার্সিয়াংয়ের ছেলের

ব-এ বিনোদন

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : সালটা ১৯৫৯। তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন চতুর্দশ দলাই লামা। চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিব্বতি জনগণ তা হতে দেননি। শুরু হয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ চলাকালীন পিএলএ দমনপীড়ন নীতি অবলম্বন করে। দলাই লামা শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে চলে আসতে সক্ষম হলেও হাজারো তিব্বতি মানুষের প্রাণ চলে যায়। ইতিহাসে এই ঘটনা তিব্বত গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের কাহিনী এবার ক্যামেরায় তুলে ধরলেন কার্সিয়াংয়ের ছেলে শেমপেন খিমসার।

আমেরিকায় সতীর্থদের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ের শেমপেন খিমসার (মাঝে)।

সম্প্রতি তাঁর ছবি 'ফোর রিভার্স, সিক্স রেঞ্জেস' আমেরিকার লোয়ায় আয়োজিত জুলিয়ান ডুবুকই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফিচার ফিল্ম ক্যাটিগোরিতে সংগীতের জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছে। খিমসার নিজেই ছবির সংগীত পরিচালক। চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে গত রবিবার। সেদিনই খিমসারের হাতে সেরার শিরোপাটি ওঠে।

খিমসার তিব্বতের গণ অভ্যুত্থানের কাহিনী বেছে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর দাদু। তিনি জানান, তাঁর দাদু গণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পরিবার দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস শুরু করে। পরিচালক তাঁর দাদুর থেকে, পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকেও অভ্যুত্থানের নানা কাহিনী শুনেছেন। খিমসার তাঁর ছবিতে তিব্বতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

চিন সরকার তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হজম করতে পারেনি। প্রিমিয়ারের পরেই খিমসারকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' প্রচারকারী হিসেবে দাগিয়ে দেয় বেজিংয়ের মিডিয়া গ্রুপ চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন)। তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিবৃতিতে জানায়, 'খিমসার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেছেন যে, ছবিটি চতুর্দশ দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে উৎসর্গ করা হয়েছে।' পাশাপাশি সিজিটিএন দাবি করে, 'খিমসার তাঁর ছবিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করেছেন। শিরাং এলাকা চীনের অংশ ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

এই প্রথম নয়, খিমসারের সিনেমা আগেও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। তাঁর হিন্দি-নেপালি দ্বিভাষিক ছবি 'ব্রোকেন উইংস' মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। ১৯৮৬ সালের রক্তক্ষয়ী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয় এই ছবির কাহিনী। মূলত প্রেমের ছবি হলেও এতে ব্যবহৃত একটি গান নিয়ে তীব্র আপত্তি ওঠে। শেষমেশ কপিরাইট ইস্যুর জেরে সেটা আর মুক্তি পায়নি ছবিটি।

তবে এবার খিমসার তাঁর 'ফোর রিভার্স সিক্স রেঞ্জ' সিনেমাটি নিয়ে বেশ আশাবাদী। এটাকে তিনি নিজের 'কামব্যাক' হিসেবে দেখছেন। কার্সিয়াংয়ে বাড়ি হলেও বছরের বেশিরভাগ সময়টা এখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। তাঁর নতুন ছবিটি ইতিমধ্যেই হল্যান্ডের রটেরডামে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

কর্মখালি

Malda Institute of Education (H.S.) Old Malda need Teacher for Eng. Hist. Geo. Phy. Chem. Bio. & Math. Salary 10K + send CV-Chairman. Mier@gmail.com/M - 97334 33300/ 94345 11270 (M-ED)

Wanted R.M.O MBBS Dr. Mob No. -9734190447 (M-114082)

ড্রাইভার চাই

লোকাল নিবাসী ড্রাইভার চাই। কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। বেতন : 18000/- Plus, Whatsapp : 8293041651. (C/116240)

Require

Require, One Experienced, Multilingual, Male/Female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with knowledge/experience of handling all kinds of documents related to land/property, Send CV at- realofficehr2025@gmail.com

অভিমানে দুই কিশোর ঘর ছাড়া

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৯ এপ্রিল : স্কুলে যেতে না চাওয়ায় মা খানিক বকাবকি করেছিলেন। তাতেই রাগ করে ঘর ছাড়ে দুই কিশোর। আলিপুরদুয়ার জেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা মঙ্গলবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল। এদিন সকালে দুই ছেলে অসীম ব্যাপারী (১০) ও অনির্বাণ ব্যাপারীকে তাদের মা বাসন্তী স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। তবে দুই ভাই স্কুল যেতে রাজি হয়নি। তাতেই রেগে গিয়ে মা দুই ছেলেকে বকাঝকা ও মারধর করেন। তার জেরে অভিমান করে চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুজন। তারা মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে এসে পৌঁছোয়। অবশেষে স্থানীয়দের দুই কিশোরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয়। পরে তাদের আটক করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিন বাসন্তী ব্যাপারী বলেন, 'ছেলেরা না বলে এত দূরে চলে আসবে তা বুঝতেই পারিনি। ছেলেদের খুঁজে পেয়েছি, আমি তাতেই খুশি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর বড় ছেলে অনির্বাণ অষ্টম ও ছোট ছেলে অসীম চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বাসন্তী মঙ্গলবার সকালে ছেলেদের স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। দুই ভাই জানায়, তারা স্কুলে যাবে না। তাতেই মা প্রথমে কিছুটা বকেন ও তারপর মারধর করেন। এরপর দুই ভাই অভিমানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে তাঁরা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি, রুইডাঙ্গা হয়ে পারডুবি চলে যায়। পরে দুই কিশোরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা দুজনকে আটক করে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসে স্থানীয় সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশ। দুই কিশোর জানায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি এলাকায় তাদের মামার বাড়ি।

এরপর স্থানীয় পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কাঁঠালবাড়ি এলাকার এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। অন্যদিকে, স্থানীয়রাও কিশোরদের মামাবাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। সন্ধান পেয়ে বাসন্তী পারডুবিতে আসেন। ছেলেদের ফিরে পাওয়ায় তিনি খুশি।

নেশার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ছেলের

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৯ এপ্রিল : নেশার টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসার পরে রাগে মায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই অভিযুক্ত ছেলে মধুসূদন ছেত্রীকে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, মধুসূদন নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য গোপনে মা চকমায়া ছেত্রীর কিছু চেরাই কাঠ বিক্রি করে। এজন্য মা তাকে বকাবকি করেন। তার জেরে ছেলে রাতে মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে বৃদ্ধার একমাত্র টিনের ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব মহিলা সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। গোটা ঘটনায় প্রতিবেশীরা হতবাক। সকলেই অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাইছেন। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়। এর আগেও অভিযুক্ত মধুসূদন মথুরা চা বাগান এলাকায় নেশা করে ঝামেলা করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। রাতে অবশ্য দমকলকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মধুসূদন মদ ও গাঁজার নেশায় আসক্ত। সে কোনও কাজ করে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেননি ষাটোর্ধ্ব মা চকমায়া। সোমবার নিজের বাড়িতেই মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের ঝামেলা হয়। ঘরের কাজের জন্য চকমায়া কিছু চেরাই করা কাঠ রেখেছিলেন। সেই কাঠই বিক্রি করে নেশা করে ছেলে। সেই নিয়ে মা বকাবকি করতেই রাতে হঠাৎ দাউদাউ করে ওই প্রৌঢ়ার ঘর জ্বলতে থাকে। তিনি কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় ছেলেও নিজের ঘরে শুয়েছিল। চকমায়ার কথায়, 'আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই যে, ওর শাস্তি হোক।'

খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা চকমায়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ত্রিপল, বস্ত্র ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল। প্রয়োজন হলে আরও সহযোগিতা করা হবে।' কলাবাড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের শালকুমার-২ অঞ্চল সভাপতি মুকুলচন্দ্র বর্মন ওই মহিলার বাড়ির পাশেই থাকেন। তিনি বলেন, 'ওই প্রৌঢ়ার ঘরের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মধুসূদনকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা। কিন্তু এবার নেশার টাকার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার বিষয় মেনে নেওয়া যায় না। তাই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তা না হলে আগামীদিনে সে গ্রামের আরও অনেকের ক্ষতি করতে পারে।' এদিন অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আরেক গ্রামবাসী তসবির আহমেদও। তিনি বলেন, 'বৃদ্ধার ছেলে সবসময় মদ ও গাঁজার নেশা করে। ওর জন্য আমরা অতিষ্ঠ।' ছেলের অনেক অত্যাচারের পরেও চকমায়া ছেলেকে ছাড়তে পারেনি। নিজের সন্তান বলে কথা! ষাটোর্ধ মা নেশার জগত থেকে যাতে সন্তান ফিরে আসে সেই চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নেশা করে ঝামেলায় পড়ত ছেলে। তবু সব সহ্য করতেন মা।

আগুনে ভস্মীভূত বৃদ্ধার ঘর। শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায়।

> আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই, ওর শাস্তি হোক।
>
> – চকমায়া ছেত্রী
> *ক্ষতিগ্রস্ত প্রৌঢ়া*

অ্যাফিডেভিট

আমি ইয়াসমিন বেগম আজ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫ শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকের সামনে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে জানান দিচ্ছি যে আমার নামের ইংরেজি উচ্চারণ 'YASMEEN BAGUM'।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার মাঙ্গলিক অভিযানে গ্রহণ করুন
ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
৩ ৪ ৫ MAY জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিন্স
৫ই মে দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

e-Tender Notice
Office of the Block Dev. Officer, Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF N.I.T No. 03(e)/MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 & 04(e)/ MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 (Online e-Tender)

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

TENDER NOTICE

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 17/ e-Chl -I /PS / 2025-26 Dated - 29.04.2025 for civil / Electrical works / Item procurement.
The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-I Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 2 nos work as per NIT No-01 & 03/HRP/PS/DD, Dt-24.04.2025.
Last date of submission- 05.05.2025 upto 15.00 PM
Date of opening tender- 07.05.2025 after 15.00 PM & Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 1 nos work as per NIT No-02/ HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025. Last date of submission- 13.05.2025 upto 15.00 PM Date of opening tender- 15.05.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের নোনীহাট (এনএনএইচটি), রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : ০৫-২০২৫-পার্কিং। অকশন শুরুর তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র. নং-১। লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-এমএক্স-৭৩-২৫-১। স্টেশন : নোনীহাট (এনএনএইচটি)। ক্র. নং-২। লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিডি-৭৪-২৫-১। স্টেশন : রাজমহল (আরজেএল)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-33/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

নিজের মানসিক শক্তিতে ভর করে রাই কি পারবে এই যুদ্ধে জয়ী হতে? **মিঠিঝোরা** রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদার আদেশ, ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.১৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.১৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ মহানগর

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দুপুর ১.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৪.৪৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৪৫ লভ স্টোরি, রাত ১০.৩০ ভিলেন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১.০০ প্রতিঘাত

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৫ বঙ্গারাজু, দুপুর ২.১৯ কিশন কানহাইয়া, বিকেল ৫.২০ ভূতমামা, সন্ধে ৭.৩০ দবং-টু, রাত ১০.২২ মজাল

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৪ ফুকরে রিটার্নস, দুপুর ২.০৭ টয়লেট-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১০ আইপিসি ৩৭৬, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ রাবণাসুরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৯ পরমাণু, দুপুর ২.১৩ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৪.২৬ হোটেল মুম্বই, সন্ধে ৬.৩১ মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও

রমেডি নাউ : দুপুর ১.০৫ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, ২.৪৫ সেন্ট ভিনসেন্ট, সন্ধে ৬.১০ দ্য গোল্ড রাশ, ৭.২৫ দ্য বুক অফ লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য রিরাইট

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

এমএলএ ফাটাকেষ্ট সন্ধে ৭.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিএমডব্লিউ-০২২০২৫-এমএলজি, তারিখ : ২৫-০৪-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্টোন ডাস্ট সরবরাহের মাধ্যমে (পাকুড় এলাকা) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা প্রদান করা। টেন্ডার মূল্য : ৪,২৬,৫৫,৬৬১.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং খোলা ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে গ্রাহক সেবায়

১০০টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচাগারের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৩-টয়লেট-আপগ্রেড-কেআইআর-২৫; তারিখ : ২৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে ১০০টি এসি এলএইচবি কোচের টয়লেটের আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্য : ১১,৩০,৭২,৩১৭.৮৩ টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৭,১৫,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘটিকায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসিমুখে গ্রাহকের সেবায়

JALPAIGURI MUNICIPALITY

It is notified that due to certain omission in the audited statement of accounts of Jalpaiguri Municipality for the year 2022-23.we have decided vide resolution no 10 dated 5.03.2025 to rectify the error so noticed . The revised statement of accounts will be made available shortly. Anybody having any objection to the referred revision of accounts may contact the undersigned .
The earlier audited statement is hereby cancelled

SD/-
Chairman
Jalpaiguri Municipality

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কোচবিহার, আঞ্চলিক কার্যালয়
আর.এন রোড, কোচবিহার, পিন নং-৭৩৬১০১
আইনসংগতভাবে গঠিত পরিচয় নং-ইউ ১৭২৩২ ডব্লিউবি ১৯৭১ জিও আইও২৭৯৫৮

পুরাতন পাট সংভারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত ইচ্ছুক অংশগ্রাহক/নিলামদাতাগণদের পুরাতন পাট সংভার (শিথিল/দড়ি) জেসিআই কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ-উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি নির্ভরের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
ইচ্ছুক অংশগ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের নিলাম সঙ্গে ইএমডি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং নিলামের দর (ভিত্তি অর্থমূল্য টাঃ ৯১৭৪-এর উপর) জিসিআই কোচবিহারের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে অথবা এর পূর্বে বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত জমা করার জন্য।
জমাপ্রাপ্ত অধ্যাহারটি ২৬.০৫.২০২৫ বিকেল ৪:০০ টা কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়ে খোলা হবে। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সমস্ত জমাপ্রাপ্ত টেন্ডারগুলির মধ্যে যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ অথবা প্রত্যাখান করার অধিকার রয়েছে, কোনওপ্রকার কারণ আরোপ না করার মাধ্যমে।
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ পরিদর্শন করুন।

আঞ্চলিক কার্যাধীন
জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়
CBC 41122/12/0001/2526

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ :** বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মিথুন :** দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। দাম্পত্যে সমস্যা। **সিংহ :** সংসারের সমস্যা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। **তুলা :** শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। চিকিৎসায় সুফল মেলায় স্বস্তি। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু :** কোনও শুভ যোগাযোগ। বাড়ি সংস্কারে অধিক ব্যয়। **মকর :** অন্যায়কে সমর্থন করে সমস্যায়। সন্তানের ব্যবহারে মানসিক যন্ত্রণা। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে সাহায্য পাবেন সহকর্মীদের। হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। **মীন :** পেটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়বে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫, ১৬ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০। বুধবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।১২। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৯। শোভনযোগ দিবা ৩।৪৯। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১৮ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।১২ গতে বনিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।১২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।২২ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, সন্ধে ৬।১২ গতে মাত্র উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দ্বিরাগমন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৪৪ মধ্যেও ৯।২১ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ১।২১ গতে ৫।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলমগ্ন পাটখেত। ফালাকাটার রাইচেঙ্গায়।

রোজ বৃষ্টি, পাট চাষে দুশ্চিন্তা বাড়ছে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৯ এপ্রিল : এমনিতেই পাট চাষের প্রতি আগ্রহ কমছে জেলায়। তার ওপর রোজ রোজ বৃষ্টি পাটচাষিদের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির জল পাটখেতে জমে আছে। আবার কোথাও পাটের চারাগুলি জলে ডুবে রয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পাট গাছ আর বড় হতেই পারবে না। দুশ্চিন্তায় চাষিদের কপালে ভাঁজ পড়ছে।

কালীপুরে এক বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন হরিপদ সরকার। তিনি বলেন, 'রাত হলেই চিন্তায় থাকি। চারদিন থেকে রাতেই বৃষ্টি হচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাটখেতে জল জমে আছে। এভাবে জলে ডুবে থাকলে পাট গাছ বাড়বে না।' শিশাগোড়ের পরমানন্দ রায়, রাইচেঙ্গার পরিমল সরকার সহ অন্য চাষিদের কথায়, বৃষ্টি হোক। তবে রোজ না হয়ে হঠাৎ বৃষ্টি হলে এতটা চিন্তা হয় না। তাই পাটচাষিরা প্রার্থনা করছেন যাতে এখন বৃষ্টি কম হয়।

দশ-পনেরো বছর আগে ফালাকাটার পাট চাষের চিত্রটা ছিল ভিন্ন। ধীরে ধীরে ফালাকাটার কৃষি অর্থনীতি বদলাতে শুরু করে। পাটের বদলে ভুট্টার চাহিদা বাড়তে শুরু করে। ভুট্টা চাষে চাষিদের দ্বিগুণ উপার্জন। তাই তাঁদের আগ্রহ বেশি ভুট্টা চাষের দিকেই। এখন প্রতিটি গ্রামেই শুধু ভুট্টাখেত। বংশীধরপুরের শ্রীদাম সরকার দেড় বিঘা জমিতে পাটের চাষ করেন। তাঁর পাটখেত আবার কিছুটা নীচু জমিতে বুড়িতোর্ষা নদীর পাশে। তাই মাঝারি বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমছে। শ্রীদাম বলেন, 'এখন মনে হচ্ছে ভুট্টার চাষ করলেই ভালো হত। এভাবে বৈশাখ মাসেই যে ঘনঘন বৃষ্টি হবে, তা ভাবতে পারিনি।'

ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তর জানাচ্ছে, গত বছরও এই ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৯০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। এবারও কৃষি দপ্তরের লক্ষ্য ওই পরিমাণ জমিতেই যাতে পাটের চাষ হয়। তবে বৃষ্টি নিয়ে ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'এখন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। তবে কারও পাটখেতে যদি জল জমে যায় তাহলে কোনওভাবে সেই জল বের করে দিতে হবে চাষিদের। পরিস্থিতির ওপর আমরাও নজর রাখছি। এখনও ক্ষতির কোনও খবর নেই।'

> এখন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। তবে কারও পাটখেতে যদি জল জমে যায় তাহলে কোনওভাবে সেই জল বের করে দিতে হবে চাষিদের। পরিস্থিতির ওপর আমরাও নজর রাখছি। এখনও ক্ষতির কোনও খবর নেই।
>
> **সুপ্রিয় বিশ্বাস**
> *সহ কৃষি অধিকর্তা, ফালাকাটা ব্লক*

হাতির হানায় ফসল তছনছ খয়েরবাড়িতে

রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ এপ্রিল : মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামাবাদ এবং বাংলাটারিতে সোমবার রাতে দফায় দফায় হানা দেয় হাতির পাল। খেতের ভুট্টা সাবাড় করে পাটখেত তছনছ করে। ইসলামাবাদ গ্রামে নুর হক, বাবুল হোসেন, জাহিদুল ইসলামের কমবেশি ২ বিঘা জমির ভুট্টা সাবাড় করেছে হাতির পাল। মহম্মদ জাহানউদ্দিনের বেশ কয়েকটি সুপারি গাছ ভেঙেছে। তছনছ হয়ে গিয়েছে মহসীন আলমের পাটখেত।

খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামাবাদ এলাকার সদস্য সাজু হোসেনের অভিযোগের আঙুল কিন্তু বন দপ্তরের দিকে। তিনি বলেন, 'প্রতি রাতেই হাতি হানা দিচ্ছে। চাষাবাদ করেও ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না কৃষকরা। অথচ বন দপ্তরের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নামমাত্রই। ওই টাকা পেতেও গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস।'

উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে'র দাবি 'রাতভর টহল চলছে। ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।' যদিও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জাহিদুল বলেন, 'ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক এতই কম যে ক্ষয়ক্ষতি হলেও অনেকে ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য আবেদন করতে চান না।' ক্ষুব্ধ জাহিদুল আরও বলেন 'কুমড়ো চাষ করেছি। প্রচুর কুমড়ো সাবাড় করেছে হাতিগুলি। আমরা ফসল ঘরে তুলতে পারছি না' আরও এক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সুবল বলেন, 'সম্ভবত ভোররাতে হাতির পাল হানা দিয়েছিল। অথচ আমরা টের পাইনি।' সুপুরি বাগানও রেহাই পায়নি দাঁতালদের আক্রমণ থেকে বলছেন সুবল।

বাংলাটারির গা ঘেঁষে খয়েরবাড়ি জঙ্গল। তার সীমানা বরাবর প্রবাহিত ঘোলটংঝোরা পেরিয়ে প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকছে হাতি। এতে যে কোনও সময় বিপদের আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। বন দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন, খয়েরবাড়ি জঙ্গলে কয়েকদিন ধরে একপাল হাতি ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। সম্প্রতি আরও কয়েকটি হাতি অন্য বন থেকে ওই বনে এসে ঢুকেছে।

২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

বিয়ের ৭ দিন পর শ্রীঘরে তরুণ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৯ এপ্রিল : ছিল নতুন বর। কিন্তু মাত্র সাতদিনেই পরিচয় বদলে গেল ফালাকাটার এক তরুণের। সোমবার ব্রাউন সুগার সমেত ধরা পড়ল ওই তরুণ। ধৃতের নাম ভজন রায়। সে পেশায় টোটোচালক। সোমবার রাতে ব্রাউন সুগারের কারবার করার সময় বড়ডোবা থেকে ওই তরুণ সহ আরও একজনকে ফালাকাটা থানার পুলিশ হাতেনাতে করে। অভিযুক্ত অপরজনের নাম মনোজ গিরি। তারা দুজনই ফালাকাটা শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। অভিযুক্ত ভজনের মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বিয়ে হয়েছে। যা রোজগার হয় তা দিয়ে দিব্যি সংসার চলবে। সেই পরিকল্পনাতেই ফালাকাটার ভজন এক তরুণীকে সদ্য বিয়ে করে। কিন্তু গা থেকে বিয়ের গন্ধ যেতে না যেতেই তরুণের আশ্রয় হল পুলিশের হেপাজতে। ফালাকাটা থানার পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে তারা গোপন সূত্রে খবর পায় যে, একেবারে ছোট ছোট পুরিয়ার মধ্যে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্রাউন সুগার বিক্রি হচ্ছে। এরপরই সোমবার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এবিষয়ে জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'আমাদের কাছে খবর ছিল এলাকায় ব্রাউন সুগারের পুরিয়া বিক্রি হচ্ছে। তাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা বড়ডোবা থেকে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করি। দুজনের কাছ থেকেই ১২ গ্রাম করে মোট ২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে আদালতে অভিযুক্তদের পুলিশি হেপাজত চাওয়া হচ্ছে।'

ফালাকাটা থানার পুলিশ আগেই জেনেছিল যে, ব্রাউন সুগার কারবারে শহরের বেশ কয়েকজন তরুণও যুক্ত আছে। তাই পুলিশ কয়েকদিন ধরে সাধারণ পোশাকে এলাকায় নজরদারি বাড়ায়। সোমবার রাতেও তারা সেই কাজ করছিল। সেই সময় খবর আসে বড়ডোবার একটি স্কুলের মাঠে দুই তরুণ ব্রাউন সুগার বিক্রির জন্য জড়ো হয়েছে। খবর শুনেই এলাকায় পুলিশ হানা দেয়। মাঠে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া বিক্রির আগেই একেবারে হাতেনাতে দুই তরুণ ধরা পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ভজনের বাড়ি ফালাকাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নৃপেন মিত্র কলোনিতে এবং মনোজ একই ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা।

পুলিশ তরফে আরও জানা যে, এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে তারা লাগাতার অভিযান করছে। এমনকি এই ধরনের ঘটনায় অনেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আগামীদিনে এমন অভিযান আরও চলবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। তবে পুলিশি অভিযানের ভয়ে ব্রাউন সুগার বিক্রির কারবারিরা তাদের ব্যবসার ফন্দি বদলেছে।

পুলিশের মতে, আগে বড় বড় প্যাকেটে এগুলি বিক্রি করা হত। এলাকার বিভিন্ন ধাবা, হোটেলে বসেই ব্রাউন সুগারে নেশা করার উদাহরণও কম ছিল না। মাদকের কারবারিরা সেইসব জায়গাতে মাদক পৌঁছে দিত। কিন্তু এখন আর বড় প্যাকেটে নয়, ছোট ছোট পুরিয়ার মধ্যে খদ্দেরদের হাতে ব্রাউন সুগার পৌঁছে যাচ্ছে। সোমবার রাতেও এভাবে পুরিয়ার মাধ্যমে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে গিয়েই দুই তরুণ গ্রেপ্তার হয়।

ফালাকাটা থানায় ধৃত দুই তরুণ। -সংবাদচিত্র

পুলিশি অভিযান
- সোমবার বড়ডোবা থেকে ব্রাউন সুগার সহ দুই তরুণ গ্রেপ্তার হয়
- তাদের কাছে মোট ২৪ গ্রাম মাদক উদ্ধার হয়েছে
- ছোট ছোট পুরিয়ায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করা হচ্ছিল
- ধৃত টোটোচালক ভজন সাতদিন আগেই বিয়ে করেছে
- অভিযুক্ত ভজন ও মনোজ ফালাকাটার বাসিন্দা

বিপ্লব দাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ধিক্কার মিছিল। মঙ্গলবার বারবিশায়।

বিপ্লবের সমর্থনে পথে সাংসদ ও বিধায়ক

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৯ এপ্রিল : বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসের সমর্থনে পথে নামলেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। বিপ্লবের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে মঙ্গলবার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায় ধিক্কার মিছিল ও পথসভা করল বিজেপি। দলের জেলা কমিটির ডাকে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট ছাড়াও কুমারগ্রাম বিধানসভার ছয়টি মণ্ডলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। বিপ্লবের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সরব হন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা সভাপতি মিঠু দাস, সহ সভাপতি বাবুলাল সাহা, জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, রাজু ঘোষ-রা।

দীপক বর্মন বলেন, 'এক ব্যক্তি দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে কুরুচিকর এবং উসকানিমূলক ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। আর যিনি সচেতন বাসিন্দাদের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করছেন, তাঁকে পুলিশ শুধু বিজেপি করার কারণে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিচ্ছে। মালদার কালিয়াচক, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ জাফরাবাদে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের সময় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েনি? সেখানে আইনভঙ্গকারীদের গ্রেপ্তার করেনি কেন পুলিশ? তখন মমতার নির্লজ্জ পুলিশ কোথায় ছিল?' সাংসদ মনোজ টিগ্গার মন্তব্য, 'আমরা বিপ্লবের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন করছি। সামনেই বিধানসভা ভোট। জনগণই এসবের যোগ্য জবাব দেবেন।'

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুরুচিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার অভিযোগে বারবিশার এক বাসিন্দাকে জনসমক্ষে কান ধরে ওঠবস করানো, ক্ষমা চাওয়ানো সহ তাঁকে এলাকাছাড়া করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'যিনি সমাজমাধ্যমে আপত্তিকর ছবি শেয়ার করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। আমরা এই অন্যায় কিছুতেই মেনে নেব না। ভোটব্যাংক ধরে রাখতে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে তৃণমূল। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে এর উপযুক্ত জবাব দেবেন রাজ্যবাসী।' তাঁর সংযোজন, 'রাজ্য সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির থেকে রাজ্যবাসীর নজর ঘোরাতে দিঘায় ঢাকঢোল পিটিয়ে জগন্নাথধামের উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসব করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর দিন শেষ।'

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

অনিয়মের অভিযোগে সরব তৃণমূলই

পুকুরের বালিতে রাস্তা

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৯ এপ্রিল : কোনও বিরোধী দলের নেতা বা কর্মীরা নন। খোদ শাসকদল তৃণমূলের স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীরাই এবার সরকারি কাজে বড়সড়ো অনিয়মের অভিযোগ তুললেন। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় চার কোটি টাকার দুটি পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজে এই অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়েছে এলাকায়।

অভিযোগ, দুই রাস্তাতেই রিভার বেড মেটিরিয়ালস (আরবিএম) হিসেবে আশপাশের পুকুরের সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন জেলা শাসক এবং বিডিওর কাছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'কে কী অভিযোগ করছে, সেটা দেখার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা আছেন। তাঁরা অবশ্যই বিষয়টি দেখবেন।' তাঁর সংযোজন, 'এই রাস্তার ক্ষেত্রে ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে আমাদের পাঁচ বছরের চুক্তি রয়েছে। রাস্তার কোনও ক্ষতি হলে তাদেরকেই ঠিক করতে হবে।'

শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধাবাড়িতে পেভার্স ব্লকের রাস্তার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করেছে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। কলাবাড়িয়া গ্রামের জন্য বরাদ্দ ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। সেই রাস্তা দুটির কাজের মান নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। জেলা ও ব্লক প্রশাসনের কাছে করা লিখিত অভিযোগপত্রে সই করেছেন তৃণমূল পরিচালিত আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ভোলানাথ রায়। তাঁর কথায়, 'দুটি রাস্তার কাজই খারাপ হচ্ছে। উন্নতমানের আরবিএম না দিয়ে আশপাশের পুকুরের বালি, মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেছেন। শালকুমারহাটের প্রধানপাড়াতেও রাস্তার কাজ চলছে। সেখানে কিন্তু কোনও অভিযোগ মেলেনি।'

এই রাস্তার কাজ নিয়েই অনিয়মের অভিযোগ। শালকুমারহাটে।

নিম্নমানের কাজ

- সিধাবাড়ি এবং কলাবাড়িয়া গ্রামে পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজে অসন্তোষ
- অভিযোগ, কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে স্থানীয় পুকুরের আরবিএম
- বিষয়টি জানিয়ে জেলা শাসক এবং বিডিওকে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলেরই নেতা

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাই সিধাবাড়ি এবং কলাবাড়িয়ার রাস্তা দুটি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগপত্রে সই করা শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান উত্তম কার্জির বক্তব্য, 'রাস্তার মতো উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে হোক, আমরা সেটাই চাই।' সম্প্রতি রাস্তা দুটির কাজ পরিদর্শনে যান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। তিনি বলেন, 'তখন এলাকার বাসিন্দাদের অনেকে আমাকেও রাস্তার কাজ নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। আমরা এলাকাবাসীর সঙ্গে আছি।'

এত টাকা বরাদ্দ হওয়ার পরেও নিম্নমানের কাজ হচ্ছে দেখে অবাক স্থানীয়রা। এলাকাবাসী গণেশ রায় বলেন, 'কোটি টাকার রাস্তার কাজের মান এরকম! নদীর বালি-পাথরের বদলে পুকুরের আরবিএম দিয়ে কাজ হচ্ছে।'

খোল বাজালেন চেয়ারম্যান

মুখে জয় জগন্নাথ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : শহরজুড়ে চলছে শোভাযাত্রা। রব উঠছে 'জয় জগন্নাথ', 'হরে কৃষ্ণ'। মঙ্গলবারের সেই শোভাযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে খোদ আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। কীর্তন দলের কাছ থেকে একটা খোল চেয়ে নিয়ে সেটা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নাচতেও দেখা গেল চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎকে।

বুধবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের আগে আলিপুরদুয়ার শহরে এমনই ছবি দেখা গেল। 'হিন্দু ভোট চাই' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্যের বিজেপির নেতারা বরাবর প্রচার চালিয়েছেন। তবে এবারের রাজনৈতিক অঙ্ক বলছে, সেই হিন্দু ভোট নিজেদের ঘরে রাখতে তৃণমূলও মরিয়া। জগন্নাথ মন্দিরের মেগা উদ্বোধনের আগে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল নেতাদের কর্মসূচি সেই বার্তাই স্পষ্ট করল। যদিও এই কর্মসূচি রাজনৈতিক নয়, ছিল প্রশাসনিক। আলিপুরদুয়ার পুরসভার পক্ষ থেকে এদিন শহরে ধর্মীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

শোভাযাত্রায় খোল বাজাচ্ছেন প্রসেনজিৎ কর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা এদিন জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে শহর মুখরিত করে তোলেন। বিভিন্ন এলাকা আগেই পোস্টার, ব্যানার ও তোরণে ছেয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও মাইকে প্রচারও চলছে। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় দমকলকেন্দ্রের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। বিএফ রোড ধরে গিয়ে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে তা শেষ হয়েছে।

চেয়ারম্যানের সঙ্গে নাচে এলাকার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলারও যোগ দেন। আর কিছুটা দূরত্বে জয় জগন্নাথ ধ্বনি দিয়ে হাত উঁচু করে পাশে থাকার বার্তা দিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, রাজ্য তৃণমূল সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী। শোভাযাত্রার প্রথম দিকেই বড় ব্যানার হাতে ছিলেন তৃণমূলের মহিলা কাউন্সিলাররা। মোড়ে মোড়ে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিও করা হয়েছে। সুসজ্জিত ট্যাবলোর সঙ্গে ছিলেন পুরুষ কাউন্সিলাররা।

> আগামীকাল দিঘায় নতুন জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়াটা অত্যন্ত গর্বের। রাজ্যজুড়ে উৎসব চলছে। তাই আমরাও শামিল হলাম। এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়।
>
> – **প্রসেনজিৎ কর**, চেয়ারম্যান, আলিপুরদুয়ার পুরসভা

জেলা তৃণমূলের নেতারাও এদিন রাস্তায় হেঁটেছেন। তবে এর পিছনের রাজনৈতিক সমীকরণের বিষয়টি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়ায়নি। যদিও হিন্দু ভোটের বিষয়টি মানতে নারাজ তৃণমূল। প্রসেনজিৎ এদিন শোভাযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'বুধবার দিঘায় নতুন জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়াটা অত্যন্ত গর্বের। রাজ্যজুড়ে উৎসব চলছে। তাই আমরাও শামিল হলাম। এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়।'

অন্যদিকে, এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়েননি বিরোধীরা। বিজেপির জয় শ্রীরামের বিরুদ্ধে তৃণমূলও যে জয় জগন্নাথ স্বর জোরালো করছে তা বুঝতেও তাঁদের বাকি নেই। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'এতদিনে তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে সনাতনী হিন্দুদের ভোটের দাম রয়েছে। হিন্দু ভোট পেতে এইসব করা হচ্ছে। তবে খুব একটা লাভ হবে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিদায় হবেই।' এছাড়া ঘাসফুল শিবির এইসবের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে চাইছে বলেও তাঁর দাবি।

এসবই ভোটের রাজনীতি বলে তৃণমূল ও বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাম ও কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মন্দির তৈরি সরকারের কাজ নয়। পুরসভার সমস্যা না মিটিয়ে পুরকর্মীদের দিয়ে শোভাযাত্রা করানো হচ্ছে।'

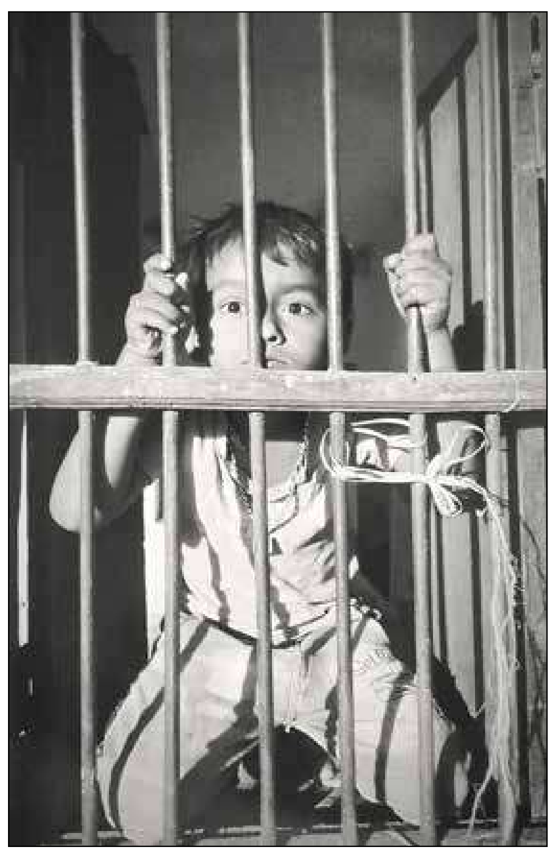

আজকের অমল।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জঙ্গলে গবাদিপশুর বিচরণ রুখতে প্রচার

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : বর্ষার আগে আদমা, বক্সা ও জয়ন্তী এলাকার বাসিন্দাদের গৃহপালিত পশুগুলি যাতে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে ফের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। গৃহপালিত পশুদের জঙ্গলে চরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে এমনিতেই বন দপ্তরের বিধিনিষেধ রয়েছে। অন্যদিকে বর্ষার মরশুমে জঙ্গলে নতুন চারাগাছ জন্মায়। গৃহপালিত পশুরা বনের গভীরে গেলে এইসময় চারাগাছগুলিও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও গোরু চরাতে গিয়ে মানুষও হাতি, বাইসনের মতো বন্যপ্রাণীদের আক্রমণের মুখে পড়তে পারেন। তাই বিভিন্ন কারণে বন দপ্তর জঙ্গলে গৃহপালিত পশুদের ঢোকা বন্ধ করার জন্য মানুষকে সতর্ক করছে। তবে এক্ষেত্রে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করা স্থানীয় বনবস্তির মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। যদিও এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিএফডি (ওয়েস্ট) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'সচেতনতামূলক প্রচার করা হলেও এখন পর্যন্ত কোনও কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। এছাড়া বন্যপ্রাণীদের মধ্যে যাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য গৃহপালিত পশুদের ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়ে থাকে।'

সচেতনতা বাড়াতে

- বর্ষায় আগে গৃহপালিত পশুরা খুরাই রোগে আক্রান্ত হয়
- ফলে বন্যপ্রাণীদেরও সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- গৃহপালিত পশুদের কারণে বুনোদের খাদ্যসংকট বাড়ে

বাইসন, হরিণ, খরগোশ জাতীয় প্রাণীদের প্রধান খাদ্য ঘাস ও লতাপাতা। গৃহপালিত পশুরা বনের ঘাস ও লতাপাতা খেলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যসংকটের আশঙ্কা দেখা যাবে। এছাড়া গৃহপালিত প্রাণীদের বিচরণের জায়গাতেও চারাগাছের ক্ষতি হয়। তাই বন লাগোয়া এলাকার গৃহপালিত পশুদের বনে প্রবেশের বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খুরাই সহ অন্যান্য ভাইরাসঘটিত রোগ থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে এই ধরনের সচেতনতার প্রচার করা হচ্ছে। তবে হিসয় ডুকপা, পাসা ডুকপার মতো কিছু মানুষের কাছে পশুপালনই অন্যতম প্রধান জীবিকা। আদমা ও বক্সার পাহাড়ের জঙ্গল এলাকার বাসিন্দারা গোরু, ছাগল পালন করে বড় অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেন। পশুপালনের জন্য তাঁদের বনের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। হিসয় বলেন, 'বনবস্তি এলাকায় পশুপালন আমাদের প্রধান জীবিকা। তবে বন দপ্তরের তরফে গৃহপালিত পশুদের জঙ্গলে অবাধ যাতায়াতে বিধিনিষেধ করা হচ্ছে।'

ব্যবসায়ীদের সভা

পলাশবাড়ি ও সোনাপুর, ২৯ এপ্রিল : মহাসড়কের কারণে পলাশবাড়ির ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দিতে চলেছে জেলা পরিষদ। এজন্য দ্রুত রাস্তার পাশের দোকান স্থানান্তরিত করবেন ব্যবসায়ীরা। বুধবার জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের পলাশবাড়িতে আসার কথা রয়েছে। এজন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের পাশেই সভা করলেন ব্যবসায়ীরা। সেখানে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আবার সোনাপুর চৌপথি এলাকা জেলা প্রশাসনের কর্তারা পরিদর্শন করেন। কয়টি দোকানের ক্ষতি হবে, সেটার তালিকা করা হয়।

ফালাকাটায় বৈঠক

ফালাকাটা, ২৯ এপ্রিল : বাংলা আবাস যোজনার কাজ, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল সহ গ্রামীণ এলাকার যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হল ফালাকাটায়। মঙ্গলবার ফালাকাটা ও মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক নিয়ে এই বৈঠক করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব এবং জেলা শাসক আর বিমলা। ফালাকাটা বিডিও অফিসের কনফারেন্স রুমে এই বৈঠক হয়। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'জেলা প্রশাসন এখন থেকে ব্লক স্তরে পর্যালোচনা বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন আমাদের ফালাকাটা ও মাদারিহাট ব্লককে নিয়ে বৈঠক হয়।'

শান্তি মহাযজ্ঞ

শামুকতলা, ২৯ এপ্রিল : শামুকতলা দুর্গাবাড়িতে মঙ্গলবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এবং শামুকতলা প্রণব সেবা সমিতির ব্যবস্থাপনায় বৈদিক বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৯ এপ্রিল : মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাজি রুনা লায়লা খানমের সঙ্গে সহ শিক্ষিকা কেশবী ওরাওঁয়ের বিবাদ চরমে উঠেছে। কেশবীর অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকা চক্রান্ত করে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীদের দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ভোট করিয়েছেন। তাঁর বদলে এখন ওই পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন আরেক পার্শ্বশিক্ষিকা।

তাঁর অভিযোগ, মানসিক অত্যাচারের পাশাপাশি তাঁর ইনক্রিমেন্ট এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। কেশবী তাঁর মেয়েকে এই স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করায় মেয়েকে বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সমস্ত ঘটনা তিনি আদিবাসীদের একটি সংগঠনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। অভিযোগ করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককেও। প্রধান শিক্ষিকা অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন।

কেশবী মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলে বাংলা পড়াচ্ছেন ১৯ বছর ধরে। সমস্যার সূত্রপাত হয় ছয় বছর আগে রুনা লায়লা খানম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগদান করার পর। অভিযোগ, যোগদানের কয়েকদিন পর থেকে বর্ণবৈষম্যের কটূক্তি শুনতে হয়। বললেন, 'নবম শ্রেণির ক্লাস নেওয়া থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে আমাকে। আর সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীদের দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ভোট করানো হয়। কে ক্লাস নেবেন, তা নিয়ে একজন পার্শ্বশিক্ষিকার সঙ্গে আমার ভোট করানো হয়েছে।'

তবে পার্শ্বশিক্ষিকার বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। কেশবী এই বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেখানে বৈঠক ডেকে তাঁকে নিয়ম মেনে ক্লাস দিতে বলা হয়েছিল। তারপরও ক্লাস করতে দেওয়া হচ্ছে না। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আশানুল করিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা অভিযোগপত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষদে পাঠাব। এবার সিদ্ধান্ত পর্ষদ নেবে।'

এদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষিকা। তিনি জানান, সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের দিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মনগড়া কথা বলছেন ওই শিক্ষিকা। তাঁর দাবি, 'স্কুলে নতুন চারজন শিক্ষিকা যোগদান করেছেন। সেজন্য রুটিনে অদলবদল করতে হচ্ছে।' সপ্তম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রী নাকি এসে বাণী লাহিড়ি নামের পার্শ্বশিক্ষিকাকে তাদের ক্লাস দিতে বলে। শিক্ষিকার মেয়েকে অন্য স্কুলে ভর্তি করানোর প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না নিয়ে আসার জন্য ওই শিক্ষিকার মেয়েকে এখানে ভর্তি করা যায়নি। এর মতোই বাকি অভিযোগও ভিত্তিহীন।'

> নবম শ্রেণির ক্লাস নেওয়া থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে আমাকে। আর সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীদের দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ভোট করানো হয়। কে ক্লাস নেবেন, তা নিয়ে একজন পার্শ্বশিক্ষিকার সঙ্গে আমার ভোট করানো হয়েছে।
>
> **কেশবী ওরাওঁ**
> সহ শিক্ষিকা

ট্রেন থেকে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : পঞ্জাব থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোরক্ষপুর স্টেশন থেকে নিখোঁজ হলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। আলিপুরদুয়ার শহরের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের পূর্বদিকে সঞ্জয় মোদক নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ এপ্রিল ট্রেনে চড়েন তিনি। ২৫ এপ্রিল বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি সেদিন বাড়ি ফেরেননি। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গাতে খোঁজখবর নেন পরিবারের লোকেরা। খোঁজ না মেলায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়।পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী সবিতা মোদক বলেন, 'চারজনের সঙ্গে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। তবে ট্রেনে ভয় পাচ্ছিলেন বলে ফোন করেন। তারপর আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। নিখোঁজের পর সহযাত্রীদের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে।' এই ব্যাপারে জিআরপি এবং আরপিএফের কাছে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

টুকরো খবর

পিওএস বিলি

ফালাকাটা, ২৯ এপ্রিল : ফালাকাটার সার ব্যবসায়ীদের পিওএস মেশিন দিল কৃষি দপ্তর। মঙ্গলবার ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের ৫৬ জন ব্যবসায়ীকে ওই মেশিন দেওয়া হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা) অম্লান ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'কৃষকরা যাতে আধার কার্ড দিয়ে দোকান থেকে সার কেনেন সেই জন্যই পিওএস মেশিন দেওয়া হল।'

গ্রেপ্তার

বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল : লঙ্কাপাড়ার বাসিন্দা বিকাশ লামাকে ধারালো অস্ত্রে খুন করার অভিযোগে ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়া চা বাগানের মণীশ রাই নামে এক তরুণকে সোমবার বিকেলে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরের কিছু দূরে মণীশ আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ জেনেছে, বিকাশ এবং মণীশ বচসায় জড়িয়েছিল। আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালত সোমবার মণীশের ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ভোগান্তি

হাসিমারা, ২৯ এপ্রিল : রবিবার গভীর রাতে ঝড়-বৃষ্টিতে কালচিনি ব্লকের মধ্য সাতালি গ্রামে একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। এতে গ্রামটিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, তার দু'দিন পার হলেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা উদয় মোচারির কথায়, 'আমরা বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থায় অনলাইনে অভিযোগ জানিয়েছি।' রাত আটটা নাগাদ ওই এলাকায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

গ্র্যাচুইটি নিয়ে ক্ষোভ চরমে

শামুকতলা, ২৯ এপ্রিল : অবসর নেওয়ার পরেও গ্র্যাচুইটির টাকা সময়মতো দিচ্ছে না বাগান কর্তৃপক্ষ। মাঝেরডাবরি চা বাগানের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের একাংশ। মঙ্গলবার ওই চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা জেলা শ্রম দপ্তরের কাছে এব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে চা শ্রমিক সংগঠনগুলির মতে, এই সমস্যা কেবল মাঝেরডাবরির নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক বাগানেই এটা একটা বড় সমস্যা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ওই চা বাগানে ১২০ জনের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। মালিকপক্ষ গত তিন মাসে ২০ জনকে টাকা দিয়েছে। আরও ১০০ জন শ্রমিক তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। যদিও অভিযোগ পুরোপুরি মানতে নারাজ বাগান কর্তৃপক্ষ। মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'আমাদের চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পাননি। তবে সংখ্যাটা একশোর অনেক নীচে।'

এদিন শ্রম দপ্তরে অভিযোগ জানাতে যান ওই চা বাগানের শ্রমিক চামু খড়িয়া, বাবলু মুন্ডা, মনজিৎ কাল্লুর মতো অন্তত ৫০ জন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক। এই শ্রমিকদের মধ্যে কেউ তিন বছর, কেউ চার বছর আগে অবসর নিলেও গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছেন না। চামুর দাবি, 'তিন বছর আগে অবসর নিয়েছি। কিন্তু গ্র্যাচুইটির টাকা না পাওয়ার ফলে চূড়ান্ত আর্থিক অনটনে দিন কাটাতে হচ্ছে।'

তাঁরা বলছেন, এই নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে একাধিকবার দাবিপত্র জমা করেছেন। তাও সমস্যা মিটছে না। এদিকে, শ্রমিক সংগঠনগুলি দাবি করেছে, অবসর নেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। তা না হলে বাম, বিজেপি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনগুলি একযোগে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন অভিযোগ করেন, 'বাগানে গ্র্যাচুইটি না দেওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। এটা শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগের।'

মিলছে না

- আলিপুরদুয়ার চা বাগানে বাড়ছে ক্ষোভ
- একযোগে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি
- শ্রম দপ্তরে অভিযোগ দায়ের

সুধীরচন্দ্র রায়, কেওয়াল ঝা, বাবলু মুন্ডার মতো শ্রমিকরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, অর্থাভাবে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। কারও আবার চিকিৎসা আটকে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি মেরামতের মতো জরুরি কাজগুলিও করতে পারছেন না অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা। তবে মাঝেরডাবরির ম্যানেজারের আশ্বাস, 'আমাদের গ্র্যাচুইটি প্রদানের প্রক্রিয়া লাগাতার চলছে।'

শোভাযাত্রা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৯ এপ্রিল : বুধবার দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন হবে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার জেলাজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি দেখা যায়। এদিন কালচিনি ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে কালচিনিতে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি কালচিনি থানা ময়দান থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে রাঙ্গামাটি রোডের পুরোনো পেট্রোল পাম্পে গিয়ে শেষ হয়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূলের বিবেকানন্দ ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের তরফে আলিপুরদুয়ার জংশনে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এছাড়া হয় বাইক র‍্যালিও। মাঝেরডাবরিতেও ৯০০টি বাইক নিয়ে র‍্যালি হয়।

প্রতিবাদ সভা

পলাশবাড়ি, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগর হাটখোলায় প্রতিবাদ সভা করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহলগামে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলার প্রতিবাদেই সরব হন জাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধিরা।

সার্চলাইট বিলি

জটেশ্বর, ২৯ এপ্রিল : দলগাঁও জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম ও চা বাগান এলাকায় বুনো হাতি ও চিতাবাঘের আতঙ্ক বেড়েছে। আলো না থাকায় অনেক সময় হাতি ও চিতাবাঘের গতিবিধি বোঝা যায় না, ফলে তাদের হামলার শিকার হন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। তাই বন দপ্তর ও জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি বাসিন্দাদের সার্চলাইট দিল। দলগাঁও বিট অফিসে সার্চলাইট বিতরণ কর্মসূচি করা হয়।

উদ্ধার

শামুকতলা, ২৯ এপ্রিল : অসম থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণ শামুকতলা থানা এলাকায় চলে এসেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল শামুকতলা থানার পুলিশ। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'এলাকাবাসী খবর দিলে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁও এলাকায়।'

গরমের ছুটি নিয়ে ফেসবুকে কটাক্ষ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি। কিন্তু উত্তরে তো গরম তেমন পড়েইনি! এই ছুটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না আলিপুরদুয়ারের অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক সকলেই। মঙ্গলবার গরমের ছুটির আগে শেষ ক্লাস ছিল। আর এদিনই শিক্ষকরা সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করলেন গরমের ছুটির এই ঘোষণাকে।

আলিপুরদুয়ারে সোমবার রাতের বৃষ্টির পর মঙ্গলবারের আবহাওয়াটা মনোরমই ছিল। তাই স্কুলে স্কুলে গরমের ছুটির ঘোষণাটা 'অবাস্তব' হয়ে পরে সকলের কাছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও একাংশ শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও মিম পোস্ট করেছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা হওয়ায় পঠনপাঠনের উপর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সকলে। গরমের ছুটিতে 'স্কুল প্রোজেক্ট' দিলেও অনলাইনে ক্লাস কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে স্মার্ট ফোন সহ ইন্টারনেটের সমস্যা রয়েছে। ফলে অনলাইনে ক্লাস সব স্কুল পড়ুয়াদের জন্য সম্ভব নয়। মাঝপথে স্কুল ছুটিতে খুশি নন অভিভাবকদেরও বড় অংশ।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা গরমের ছুটি সম্পর্কে বলেন, 'এটা অপরিকল্পিত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় খারাপ প্রভাব পড়বে।'

এদিন স্কুল ছুটির পর এক শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমে মজা করে লেখেন, 'আজ নিজেকে বিন তুঘলক মনে হল, ঠান্ডা আবহাওয়ায় গ্রীষ্মের ছুটি দিতে হল।' আরেক শিক্ষক অবশ্য লেখেন, 'জাম্পার গায়ে দিয়ে স্কুলে এলাম গরমের ছুটি দিতে। জুনে যখন উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড গরম থাকবে, তখন স্কুল খুলবে।'

জাম্পার গায়ে দিয়ে স্কুলে আসলাম গরমের ছুটি দিতে, জুনে যখন উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড গরম থাকবে কলিকাতার নির্দেশে তখন স্কুল খুলবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক শিক্ষকের পোস্ট।

আরেক শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'যে কারণে লকডাউনে ২ বছর স্কুল স্কুল বন্ধ ছিল, সে কারণেই প্রাক গরমকাল থেকে অনির্দিষ্টকাল অবধি স্কুল বন্ধ থাকে। স্কুলের চাকরি কন্ট্রাকচুয়াল হবে না তো কাদের হবে?'

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহর এই বিষয়ে বক্তব্য, 'আলিপুরদুয়ার সহ উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা তেমন নেই। দক্ষিণবঙ্গে ছুটি হলে সমস্যা নেই। তবে এখানে জোনভিত্তিক ছুটি হলে ভালো হয়। এই ধরনের ছুটিতে পঠনপাঠনে খারাপ প্রভাব পড়বে।' ডিপিএসসি অবশ্য এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বললেও অনলাইন ক্লাস চালুর বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন।

মদ উদ্ধার

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় মঙ্গলবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা জড়িত তার তদন্ত করা হচ্ছে।

সিরাপ আটক

হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার মুক্তরাম কানোরিয়া রোডে একটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫৮০ বোতল ফেনসিডিল সিরাপ ও নিষিদ্ধ লোমোটিল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ২।

আদালতে দাবি

বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে বলে আদালতে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজিরা দেন অরুণ।

মুছল স্লোগান

যাদবপুরের দেওয়াল থেকে মুছে গেল বিতর্কিত সব স্লোগান। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, তাদের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ করেছে।

কিসিক... এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সিদ্ধার্থর সঙ্গে বৈঠকে খুশি অযোগ্যরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : সোমবার রাত থেকেই এসএসসি ভবনের আধিকারিকরা আচার্য সদনের মধ্যে আটক হয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত আচার্য সদনের সামনে অবস্থানরত 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম' একটাই দাবি তুলছিল, 'যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান দেখা করছেন, ততক্ষণ আধিকারিকদের ছাড়া হবে না।' অবশেষে সেই দাবিতে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার 'অযোগ্য'দের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘণ্টা।

বৈঠক শেষে মঞ্চের তরফে চাকরিহারা শিক্ষক কমলেশ কপাট বলেন, 'চেয়ারম্যান চাকরিহারাদের সমস্যার সমাধান করতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে যোগ্যদের তালিকায় আমাদের মতো যাঁদের নাম নেই তাঁদের বিষয়টাকেও তিনি গুরুত্ব দেবেন। আইনতভাবে সমস্ত দাবি আমরা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলাম। তিনি সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।' তবে আন্দোলনের স্বার্থে বৈঠকের সমস্ত তথ্য এখনই তুলে ধরা যাবে না বলেই জানান 'অযোগ্য'রা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস পাওয়ার পরেই আন্দোলনকারীরা এসএসসি ভবনে আটকে থাকা আধিকারিকদের ছেড়ে দেন। তবে যতক্ষণ না 'যোগ্য' তালিকায় 'নন টেন্টেড'দের নাম আসছে ততক্ষণ আচার্য সদনের সামনে থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তোলা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইউনাইটেড মঞ্চ।

আচার্য সদনের সামনে অবস্থানে চাকরিহারারা। - ফাইল চিত্র

প্রশাসনের অনুরোধে 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' নবান্ন অভিযানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিল। প্রশাসন তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল, শীঘ্রই মুখ্যসচিব ও দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আয়োজনও করা হবে। তবে সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন হয়নি এখনও। তাই মঞ্চের তরফে সেই আশ্বাস পূরণের দাবিতে মঙ্গলবার আবারও লালবাজার সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চ আধিকারিকদের ই-মেল করা হয়। ই-মেলের মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের তরফে আশিস খামরই বলেন, 'এই সপ্তাহের মধ্যে নবান্ন থেকে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যদি ডাকা না হয়, তাহলে আমরা শীঘ্রই সর্বশক্তি দিয়ে নবান্ন অভিযান করব।'

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ, কড়া বার্তা আদালতের

চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এজলাস থেকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উচ্চপ্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। আর এখন এসএসসি এসে বলবে শূন্যপদ ছিল না, এটা মানা যায় না। চাকরি না দেওয়ার এমন অজুহাত এসএসসি দেখাতে পারে না। আপনারা আদালতের সঙ্গে খেলছেন। নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন।' ১৬ মে পর্যন্ত এসএসসিকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হলে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন এই মামলায় হাজির ছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও ভার্চুয়ালি ছিলেন কমিশনের সচিব।

উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৪৩৩৯টি শূন্যপদ ছিল। ২০১৯ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। শেষপর্যন্ত একাধিক বেঞ্চ ঘুরে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর

ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর ১৪০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর মধ্যে ১২৪৮২ জনের নিয়োগ হয়েছে। ১৪৮২টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়। আদালতের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষুব্ধ হয়। ডেপুটি শেরিফকে ডেকে পাঠানো হয়। তবে এসএসসির আইনজীবী তাঁদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'আদালতের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি। তাহলে কীভাবে কাউন্সেলিং করলেন। আপনার কী ক্ষমতা রয়েছে সেটা দেখার দরকার নেই। আদালতের নির্দেশ পালন না হলে এখান থেকেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব। এসএসসির চেয়ারম্যান সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আদালত তা মেনে নেবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ তালিকার প্রত্যেককে চাকরি দিতে হবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত।' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'এসএসসি রাজ্য সরকার নাকি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে চাকরি না হলে হাইকোর্ট কড়া পদক্ষেপ করবে। আপনাদের শেষ সুযোগ দিচ্ছি।'

সনাতনী সম্মেলনে কোর্টের সম্মতি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘা বনাম কাঁথির লড়াই দেখতে মুখিয়ে ছিল বাঙালি। বুধবার দিঘার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মন্দিরের উদ্বোধন। ওই দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যুযুধান তৃণমূল-বিজেপি দুই শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার এই লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে ছিল বাঙালি। লড়াই থেকে আগেই সরেছেন সুকান্ত মজুমদার। এবার শুভেন্দুর কথায় লড়াই থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টাই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভা ভোটের আগে দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্বকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী যাতে ফায়দা তুলতে না পারেন, তারই পালটা কৌশল হিসেবে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের ঘটনাকে ইস্যু করেছিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিনে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের শুদ্ধকরণ ও সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার ঘোষণা করেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যে সময় জগন্নাথধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন, সেইসময় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সাম্প্রতিক হিংসায় আক্রান্ত মন্দিরের বিগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু আচমকাই সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে সুকান্তকে দিল্লিতে যেতে হওয়ায় বুধবারের ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর ধাক্কা খেয়েছেন মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। যদিও এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সুকান্ত না গেলেও মুর্শিদাবাদে ঘোষিত কর্মসূচির কোনও পরিবর্তন হবে না। স্থানীয় হিন্দুরাই সেই কর্মসূচি পালন করবেন।

বুধবার কাঁথিতে গেরুয়া শিবিরের সনাতনী সম্মেলন। শুরুতে ধাক্কা খেয়েও শেষবেলায় শর্তসাপেক্ষে সম্মেলনের অনুমতি মিলেছে। তবে সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রাজ্য সরকার। এই আবহে কাঁথি-দিঘার হাই ভোল্টেজ লড়াই নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে জনমানসে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা আমি নই। সমস্ত হিন্দুই এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।' সম্মেলন করার অনুমতি দিলেও একসঙ্গে ৩ হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায় নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার অধিকার প্রত্যেক হিন্দুর আছে। সংবিধান সেই অধিকার দিয়েছে, কেউ এটা কেড়ে নিতে পারে না।'

দলিল, নথি তৈরি করছে নবান্ন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ বাসিন্দার বাড়ির দলিল ও অন্যান্য নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই নথি অবিলম্বে তৈরি না করা হলে বাসিন্দারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সমীক্ষা করে জেলা শাসক এই নিয়ে নবান্নে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যে বাড়িগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল সেগুলির কোনও নথির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ওই বাসিন্দাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে এই নথির অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি না থাকায় এই বাসিন্দাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কী করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ওই বাসিন্দাদের এই সমস্ত নথি তৈরি করে দেওয়া হবে প্রশাসনের উদ্যোগে।

তৎপর সিবিআই

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : নিয়োগে দুর্নীতিতে ফের তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। মঙ্গলবার নিউটাউনে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ বিভাস অধিকারী। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাসের নাম উঠে এসেছিল। তিনি বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা। তবে বিভাস দাবি করেন, তাঁকে এদিন তলব করা হয়নি। কিছু নথি ও কাগজপত্র নিতে তিনি সিবিআই দপ্তরে এসেছেন। সূত্রের খবর, শেষবার সিবিআইয়ের চার্জশিটে একটি নথি পেশ করা হয়েছিল, তাতে এক এজেন্টের বয়ানে বিভাসের নাম উঠে আসে। সেই সূত্রে তাঁকে ডাকা হতে পারে। তবে বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিভাস বলেন, 'আমাকে সিবিআই তলব করেনি। কিছু কাগজপত্র নেওয়ার আছে। তাই এসেছি।'

ধৃত আজাদ পাকিস্তানি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রে ইডির হাতে ধৃত বিরাটির বাসিন্দা আজাদ মল্লিক আদতে বাংলাদেশি নয়, সে পাকিস্তানের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ব্যাংকশাল আদালতে এই দাবি করল ইডি। বিরাটি থেকে ১৪ দিন আগে আজাদকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পাকিস্তানি পরিচয় লুকিয়ে সে নিজেকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেছিল।

ঝন্টু অস্বস্তি কাটাতে তেহট্টে শুভেন্দুর সভা

কটাক্ষ তৃণমূল-সিপিএমের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের প্রায় সঙ্গেই সোপিয়ানে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছিল নদিয়ার তেহট্টের সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের। পহলগামে নিহত ২৮ জন পর্যটকের মধ্যে রাজ্যের ৩ হিন্দু বাঙালি পরিবারকে নিয়ে বিজেপি হইচই জুড়ে দিলেও একবারও মুখে আনেনি নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টু আলির নাম।

যেদিন ঝন্টুর মরদেহ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়, সেই দিনেই রানাঘাটে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিক্ষিপ্তভাবে দলের কেউ কেউ নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টুর আত্মবলিদান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেও রাজ্য বিজেপি বা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে সেভাবে কোনও মন্তব্য চোখে পড়েনি।

স্বাভাবিকভাবেই শহিদদের মৃত্যু নিয়েও বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই বিতর্ক চাপা দিতেই মঙ্গলবার তেহট্টে সভা করলেন শুভেন্দু। বিজেপির সেই শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ঝন্টুর ছবির পাশে ছিল জেলার আরও তিন শহিদের প্রতিকৃতি। ঝন্টু বাদে বাকি তিনজন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাকি এই তিন শহিদকে একই মঞ্চে শামিল করতে বিজেপিকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে আরও ৬টা বছর।

যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম ও তৃণমূল। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন,

ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।

শুভেন্দু অধিকারী

'শুধু ঝন্টুকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ওদের পক্ষে একটু মুশকিল। সেই কারণেই ঝাড়াইবাছাই করে অতীতের শহিদদের এই তালিকায় শামিল করতে হয়েছে। এটা বিজেপির পক্ষেই সম্ভব।'

তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'একজন সেনা জওয়ানেরও ধর্মীয় পরিচয় শ্রদ্ধা জানানোর মাপকাঠি হতে পারে সেটা বিজেপিকে দেখলে বোঝা যায়।'

যদিও এদিন শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর নিহত সেনা জওয়ানকে গার্ড অফ অনার ও যোগ্য সম্মান দিয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিজেপির কর্মীরাও শামিল হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তবে নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে থাকায় ঝন্টুর শেষকৃত্যে অংশ নিতে না পারার জন্য এদিন প্রয়াত সেনা জওয়ানের বাবার ও তাঁর পরিবারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

সভায় ঝন্টু সহ ৪ শহিদ পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।'

বর্ধিত ডিএ মিলল সরকারি কর্মচারীদের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে সিংহভাগের ডিএ সহ বেতন ঢুকেছে মঙ্গলবার সকালে। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা। তবে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনে ডিএ বেড়েছে কি না, সেই নিয়েই এদিন প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন মাসের শেষ অথবা নতুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই হয়ে থাকে। ফলে এই জীবিকায় যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে মঙ্গলবার ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা যায়নি।

তবে কী পরিস্থিতি পুনরায় বহাল হওয়া ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষকদের? অধিকার মঞ্চের এক আন্দোলনকারী শিক্ষক বলেন, 'আমাদের বেতন আদৌ আসবে কি না আমরা এখনও সেই নিয়েই অনিশ্চিত। আর ডিএ বাড়ার চিন্তাভাবনা করার মতো এখন আমাদের অবস্থা নয়। যে যোগ্যদের নাম এখনও তালিকায় আসেনি তাঁদের জন্য আমরা লড়াই করছি।' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আগেই সরকার জানিয়েছিল ডিএ বাড়ানোর কথা। আমরা সেই আশাতেই ছিলাম। তবে এমনভাবে চাকরি চলে যাবে ভাবিনি।' রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আশা করছেন, ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে আরও একদফা ডিএ বাড়তে পারে। কেন্দ্রের ডিএ'র বর্তমান হার ৫৫ শতাংশ। তবে রাজ্যের ডিএ'র হার মাত্র ১৮ শতাংশ হওয়ায় ক্ষুব্ধ অনেক রাজ্য সরকারি কর্মচারীই।

ভূমি আধিকারিক বদলি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্যজুড়ে ১৯০ জন ভূমি আধিকারিককে এক ঝটকায় বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিল নবান্ন। জলপাইগুড়ির মালবাজার সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিএলএলআরও সহ শীর্ষ আধিকারিকরা বদলির তালিকায় রয়েছেন। এই নিয়ে গত প্রায় এক বছরে শুধু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রায় এক হাজার আধিকারিককে বদলি করল নবান্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ জমছিল। সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রতি এবারও বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই তিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লোকজনের ঢালাওভাবে এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলির কড়া নির্দেশ দেন দপ্তরকে। তারপরই সম্ভবত তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করতে বেশি সময় নেয়নি দপ্তর।

আজ দরজা খুলছে দিঘার জগন্নাথধামের। মঙ্গলবার দিনভর যজ্ঞ সহ চারিদিকে সাজোসাজো রব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন বিতর্ক। ২০২৪ লোকসভা ভোটের বছরে রাম মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। যাতে শামিল হয়েছিলেন মমতাও। সেই তিনিই এবার বিধানসভা ভোটের আগের বছর কীভাবে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

ধ্বজা উড়ল মন্দিরের চূড়ায়

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৯ এপ্রিল : এক কোটি মন্ত্রোচ্চারণে মঙ্গলবার দিঘার জগন্নাথধামের মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাহুতি ও আরতির মাধ্যমে। বুধবারই জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর বিকেলে মন্দিরের দরজা খুলবে। উদ্বোধন করবেন মমতা। তার প্রাক্কালে এদিনও তাঁর সাধের জগন্নাথধামকে সাজাতে মমতা পুরীর প্রধান সেবাইত রাজেশ দ্বৈতাপতি, ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস ও হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বারবার আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আদ্যাপীঠের মুরাল ভাই, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদ সদস্য কুশল চৌধুরী থেকে শুরু করে জয়রামবাটি-কামারপুকুরের মহারাজরাও আসেন। এর পাশাপাশি

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে মহাযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী।

এসেছেন সংগীত ও অভিনয় জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

এদিন সকাল থেকে শুরু হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন দ্বৈতাপতি। তবে এরপর দিঘার জগন্নাথধাম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পাচ্ছেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতে কি দ্বৈতাপতি কিছুটা হতাশ? তাঁর দলবলের কারও কারও মতে, জগন্নাথ প্রভুর পুজো যেভাবে হয় তা পালন করে আসছেন পুরীর সেবাইতরা। বৈষ্ণবদের পুজোর ধারা আলাদা। এই সম্পর্কে মন্তব্য করবেন না জানিয়েও এই প্রতিবেদককে বিষয়টি 'বিতর্কিত' আখ্যা দিয়ে বিতর্ককেই উসকে দিয়েছেন তিনি। তবে সাধারণ ভক্তদের বক্তব্য, পুরীর পান্ডাদের অত্যাচার বাঙালিরা কোনওদিনই পছন্দ করেন না। বরং ইসকনের ধারাই বাঙালিদের পছন্দের।

পুজোর পদ্ধতি যাই হোক না কেন, বাকি সব বিষয়ই পুরীর মন্দিরের কপি-পেস্ট দিঘার ধাম। ফারাক প্রসাদে। পুরীর খাজার বদলে দিঘার গজা। তা বাদ দিলে পুরীর মতোই এখানে চারটি দ্বারের নাম হচ্ছে সিংহদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, অশ্বদ্বার ও হস্তিদ্বার। রয়েছে অরুণ স্তম্ভের মাথায় অরুণা মূর্তি। রয়েছে ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে দশাবতার মূর্তি। এমনকি মন্দিরের চূড়ায় বসানো ধ্বজা রোজ বদল করা হবে পুরীর নিয়ম মেনেই। এদিন যজ্ঞশেষে মন্দিরের চূড়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ধ্বজা।

বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিঘায় জগন্নাথ ধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ফিরল রামমন্দির বিতর্ক। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের বছরে জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সেই সময় তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সেই বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দিয়ে বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে এসব বিজেপির গিমিক।

রামমন্দির আবেগকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা ভোটের বৈতরণি পার করার কৌশল বলে সমালোচনা করেছিল তৃণমূল সহ বিরোধীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন কলকাতায় পালটা সম্প্রীতি মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রীর

আজ উদ্বোধন। তার আগে তুঙ্গে ব্যস্ততা দিঘায়।

হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, টোটালটাই একটা গিমিক। ঘটনাচক্রে এবার সেই তিনিই জগন্নাথধামের নামে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

এক বছর বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রামমন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ককে ফের সামনে এনে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে রামমন্দিরের সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের একটা সূক্ষ্ম ফারাক রয়ে গিয়েছে। সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল মন্দির নির্মাণের আগেই উপযুক্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন না করেই তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা কি না হিন্দুধর্ম মতে অনুচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে তেমনটা হয়নি। এখানে মন্দির নির্মাণ আগেই শেষ হয়েছিল। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। মঙ্গলবার সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনা খাটছে না মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪০ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ ১৪৩২

ধর্মীয় সম্পত্তি প্রসঙ্গে

আগুপিছু না ভেবে ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়া, বাতিল করে দেওয়ার প্রবৃত্তি এখন সর্বত্র। অনিয়মের প্রতিকার করা গেল না। কিন্তু অনিয়মের যুক্তিতে ২০১৬-র প্যানেলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি খেয়ে নিতে অসুবিধা হল না। ওয়াকফ সম্পত্তির সংশোধনী আইন তেমনই। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের একাংশের দুর্নীতির হাত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সত্যে কোনও দ্বিমত নেই। নামে ওয়াকফ হলেও, সেই সম্পত্তি অনেক জনপ্রতিনিধি বা প্রভাবশালীর দখলে।

এ রাজ্যে তৃণমূলের কারও কারও নাম সেই তালিকায় আছে বলে হইচই হচ্ছে। বাম জমানায় যেমন শাসকদলগুলির অনেকে সেই একই পাপে বিদ্ধ ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ভিন্ন রাজ্যে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও অন্য দল, এমনকি মুসলিম দলগুলির কোনও নেতার নাম জড়িয়ে যেতে পারে ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে। সারা ভারতে সম্পত্তিটা বড় কম নয়। ফলে ক্ষমতাবানদের নজর সেদিকে পড়বে-সেটাই স্বাভাবিক!

তবে সেই অজুহাতে নজরদারির নামে ওয়াকফ আইনে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ খর্ব করলে প্রশ্ন তো উঠবেই। সব ধর্মের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন থাকে। খ্রিস্টান নিয়মে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সরকারি সাহায্য থাকলেও খ্রিস্টান পরিচালিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বশাসিত। নিজস্ব নিয়মে চলে। সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি কোনও অনিয়ম নেই? চারপাশে চোখ বোলালে অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে। তাই বলে ধর্মীয় গোষ্ঠীটির নিজস্ব নিয়মে হস্তক্ষেপ করা কি যুক্তিসংগত?

রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্বশাসিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব নিয়মে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তাতে নাক গলানো কি সরকারের উচিত? এতে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। যতক্ষণ সংবিধান অনুযায়ী দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর পথ চলা আইনসিদ্ধ শুধু নয়, ন্যায়সংগতও বটে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের কাউকে সম্পৃক্ত করা তাই অনুচিত। একইসঙ্গে অন্যায়।

অতীতে দেবোত্তর সম্পত্তির নামে এ দেশের রাজা, জমিদাররা অনেক কিছু কুক্ষিগত রাখতেন। এরকম নজির অনেক। বিভিন্ন সরকারি নথিতে বহুবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। দেবোত্তর সম্পত্তি এখনও আছে। সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিজস্ব রীতি, নিয়ম আছে। সেখানে সরকার সহযোগীর ভূমিকায় থাকে। কিন্তু ভিন্নধর্মের কারও সম্পৃক্ত থাকা নৈব নৈব চ। কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্ট তার প্রমাণ।

তাহলে শুধু ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালে বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিতে মুসলিম ভিন্ন অন্য ধর্মের কাউকে সদস্য করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল? প্রশ্নটা উঠতেই পারে। অনিয়ম ঠেকানোর নাম করে গোটা পরিচালন ব্যবস্থায় কি এটা হস্তক্ষেপের শামিল নয়। খ্রিস্টান মণ্ডলী বা ডায়োসিসগুলিতে কি এরপর একই বিধান চালু করা হবে। কিংবা দেবোত্তর সম্পত্তি বা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম কিংবা তিরুপতি মন্দির ট্রাস্টেও কি তাই হবে?

আইন যদি করতেই হয়, তাহলে পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। শুধু ওয়াকফের বেলা এক নিয়ম, অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটার উদ্দেশ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাঞ্ছনীয় নয়। সংশোধনী আইনে যা যা বিধান আছে, তাতে ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। কে না জানে, বহু সরকারি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

সরকারি সম্পত্তি ভোগদখলে জড়িয়ে যায় অনেক জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কারও কারও নাম। শুধু জড়ায় না, এরকম অনিয়মের উদাহরণ অনেক। ফলে শুধু ওয়াকফের ক্ষেত্রে আঁটিসাঁটি, অন্য ক্ষেত্রে দাঁতকপাটি মনোভাবের পেছনে কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারের উচিত, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর পরিষ্কার করে পরবর্তী পদক্ষেপের পথে এগোনো।

অমৃতধারা

ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও যার জীবনে 'পরিতৃপ্তি' আছে সে-ই যথার্থ সম্পদের অধিকারী। মনের বন্ধন মুক্তিতেই আসল স্বাধীনতা, আনুষ্ঠানিক ফিতে কেটে তা আসে না। অন্যকে সুখ দেওয়া এক মহান দানশীল কাজ। প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী সদাই উদ্দীপ্ত থাকে, তার সংস্পর্শে লোকের মুখেও তেমনি হাসি ফুটে ওঠে। হাসিমুখে অনেক আপাত কঠিন কাজকে সহজ করে নেওয়া যায়।

নিজের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করলে অন্যের সমালোচনার জন্য আর সময় কোথায়! জীবনের মধুরতাকে আস্বাদন করতে হলে অতীতকে ভুলে যাওয়ার শক্তির অধিকারী হতে হবে। ব্যর্থ বা অহেতুক কাজ মনকে ভারী ও ক্লান্ত করে, ভালো বা কল্যাণকারী কাজ নিজেকে সুখী, হালকা ও তরতাজা করে।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

ছোট থেকেই ও ৯০ মিটারের ওভার বাউন্ডারি মারতে পারত। তখন ওর বয়স ১০। দিনে ৩৫০ থেকে ৪০০ বল খেলত সূর্যবংশী। তুলে মারতে বলতাম ফিল্ডারদের এড়ানোর জন্য। লক্ষ করলে দেখবেন, ওর হাতের অবস্থান অনেকটা যুবরাজ সিং বা অভিষেক শর্মার মতো থাকে।

- **মণীশ ওঝা** *(বৈভব সূর্যবংশীর কোচ)*

ভাইরাল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের পারফর্ম করা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অধ্যাপকদের পারফরমেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। এবার ছাত্রদের সিনিয়ার ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানে দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের পারফরমেন্স অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিল।

আজ

২০২০

কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা ঋষি কাপুর।

সোজা-সাপটা

সত্যজিৎ বলেছিলেন, ''সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় আসে। সংক্ষিপ্তসারই ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাস প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।''

ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুরে পথের পাঁচালী দর্শন

শংকর

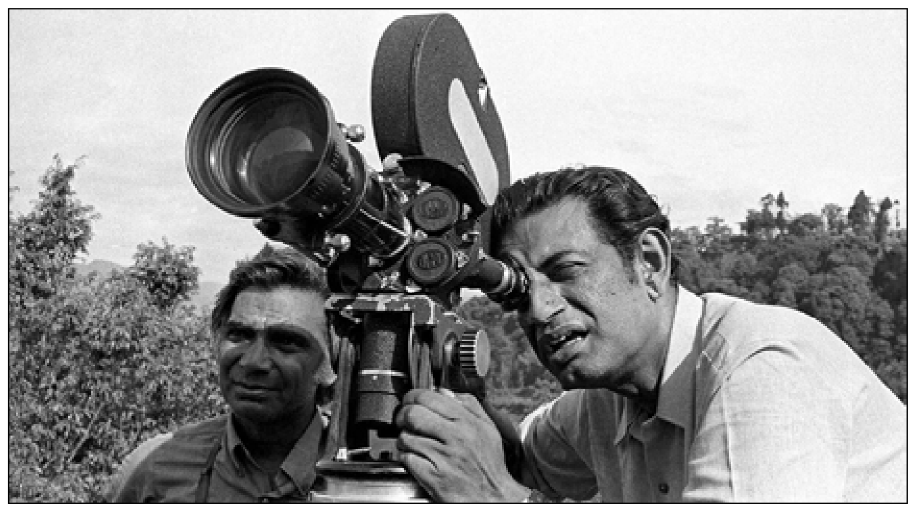

আমি কোনও চলচ্চিত্র বিশারদ নই। অজস্র ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও নেই আমার। তবু মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। বহুবছর আগে দেখা সেই ছবির দৃশ্যগুলো আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, তার রেশ মৃত্যু পর্যন্ত কাটবে না। সত্যি বলতে, জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

যে ঘটনার কথা বলছি, তা সেই ১৯৫৫ সালের কথা। তখন বেঙ্গল চেম্বারের অফিসে কাজ করি। ভাদ্র মাসের ভরদুপুর। সেই ভ্যাপসা দুপুরেই আমরা অফিস পালিয়ে একটা ছবি দেখার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলাম। কী ছবি, কোন ছবি দেখতে যাব? সে সবের তোয়াক্কা ছিল না। সেই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল বাংলায় কঙ্কাবতীর ঘাট, হিন্দিতে নগদ নারায়ণ, ইংরেজিতে দেয়ার্স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস। এবং ওই একই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল এক অখ্যাত পরিচালকের নতুন ছবি। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেই অখ্যাত ছবিটাই দেখতে গিয়েছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বীণা সিনেমায়। তাই এই নবতিপর বয়সেও গর্ব করে বলতে পারি, কলকাতায় প্রথম দিনের প্রথম শো-তে পথের পাঁচালী দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমি। এখন যাকে বলে এফডিএফএস।

অবশ্য এটাও ঠিক, পরিচালক হিসাবে নতুন হলেও সত্যজিৎ কিন্তু সংস্কৃতি জগতে নতুন নন। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার কলকাতা শাখার আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবেও সত্যজিতের যথেষ্ট সুনাম অর্জন হয়েছে ততদিনে। ফলে, সিনেমা তৈরির খড়কুটো তিনি যে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগা বাঙালির ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি আমাদের বাঙালির, ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন জগৎসভায়। পথের পাঁচালী যে রসসৃষ্টির ইতিহাসে এক কীর্তিস্তম্ভ, তা সর্বজনবিদিত। পথের পাঁচালীর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এমন এক ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেছেন, যেখানে কোনও প্রশস্তিই তাঁর পক্ষে সুবিচারের নয়। আর্টের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ ঘটনা ক্বচিৎ কদাচ ঘটে থাকে। বীণা সিনেমায় সিনেমা দেখতে বসে এই মহৎ সৃষ্টির প্রতি নতমস্তকে প্রণাম জানানো ছাড়া আমার মতো মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয় বার দেখি তিরিশ বছরের ব্যবধানে। কেন এত দীর্ঘ বিরতি? দেখিনি এই আশঙ্কায় যে, প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে যে বিস্ময়ের রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হতে পারে, এমন কোনও ঝুঁকি আমি নিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। এবং এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও স্বীকার করি, তিরিশ বছরের ব্যবধানে পথের পাঁচালী পুনর্দর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে আমি জীবনে ভুল করিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, নতুন ছবি দেখছি। ছবিটা তো বদলায়নি, তাহলে কি আমি নিজেই বদলে গিয়েছি আপাদমস্তক! ঠিক বুঝতে পারিনি সেদিন। পথের পাঁচালীর দেশেই আমার জন্ম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গাঁয়ের লোক, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমিও বিলক্ষণ জানি। প্রথমবার পথের পাঁচালী দেখার সময় অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহরের দুঃখ এতটা দুর্বিষহ মনে হয়েছিল যে, ছবিটা আর মাত্র মিনিট পনেরো চললে আমি ভেঙে খানখান হয়ে যাব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো দশক পরে মনে হয়, দুঃখের সঙ্গে চিরন্তন আনন্দের, মলিনতার সঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ মিলন যিনি এমন অনায়াসে করতে পারেন, রসসৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরদিন তাজমহলের মতো বিরাজ করবেন এবং সর্বশ্রেণির শিল্পস্রষ্টার প্রণম্য হয়ে উঠবেন।

পথের পাঁচালী দেখার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে পুনরায় ছবিটি দেখা এবং পুনরায় বিস্ময়ে বিস্মিত হওয়া। তবে সেই বিস্ময়-রেশ কাটবার আগেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল অগ্রহায়ণের এক নির্জন দুপুরে। ভেবেছিলাম, খোঁজ করব—সৃষ্টি বড় না স্রষ্টা বড়! স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন কিনা! কিন্তু আশ্চর্য এই, কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলার সেই বিখ্যাত ঘরে সত্যজিতের মুখোমুখি হয়ে কোনও প্রশ্ন করার বাসনাই রইল না। যে মানুষ পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে পারেন সেই মানুষকে প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করার মতো উকিল তো নই আমি। সত্যজিৎ বোধহয় আমার সমস্যাটা বুঝেছিলেন। নিজের থেকেই বলেছিলেন, 'তিরিশ বছর ধরে পথের পাঁচালী সম্পর্কে এত জায়গায় এত কথা বলেছি যে নতুন কথা কিছুই অবশিষ্ট নেই।' বুঝতে পেরেছিলাম, উনি জানতে চাইছেন, আমি তিরিশ বছর ধরে কী করেছি! দেখা করতে এত দেরি হল কেন? নূতনত্ব সম্পর্কে আমার অহেতুক চিন্তা নেই। কারণ পথের পাঁচালী সংক্রান্ত কোনও কথাই কোনও দিন পুরোনো হবে না। চির নূতনের পরশপাথর যে অপু-দুর্গার ছবির মধ্যেই চিরদিনের মতো লুকিয়ে রয়েছে। সত্যজিৎ শুরু করলেন তাঁর কথা, ''বিজ্ঞাপনের অফিসে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করতাম, কোনও দিন যে চিত্র পরিচালক হব এমন ধারণা ছিল না। তবে ছবি দেখতে ভালো লাগত এবং পরে এই ভালোলাগাটাই সিরিয়াস টার্ন নিল। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মূল উপন্যাসটা পড়বার আগেই আমি পথের পাঁচালী ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। ডি কে গুপ্তর প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট প্রেসের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় এসে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।''

সত্যজিৎ বলে চলেন, 'এই সময় বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে খুশি করার কাজ ভালো লাগছিল না। তার ওপর অনেক খেটেখুটে হয়তো একটা ভালো কাজ করলাম, অবুঝ ক্লায়েন্ট এককথায় তা নাকচ করে দিলেন। মনের মধ্যে তখন স্বাধীন হবার ইচ্ছে, আমার এমন কোনও কাজ চাই যেখানে আমিই সর্বেসর্বা হব। সেই সময় আমি আপিসের কাজে সামান্য সময়ের জন্যে বিলেত যাই। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে ওখানে অন্তত একশোটা ছবি দেখে ফেলেছি। ইউরোপীয় গুরুদের ছবি দেখে মনে হয়েছিল নতুন ভাবে, নতুন পথে, অল্প খরচে, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি আমরাও বা তৈরি করতে পারব না কেন?'

'তখনই নেশাটা চেপে গেল। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরবার পথে জাহাজেই চিত্রনাট্যের একটা খসড়া তৈরি করে ফেললাম। তারপর কলকাতায় অফিস-কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের কাজ করেছি। এবার ভাবলাম কোনও প্রোডিউসারকে আগ্রহী করা যায় কি না। ধর্মতলায় প্রোডিউসারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কত লোককে বারবার শুনিয়েছি, জুতোর গোড়ালি খয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাউকে রাজি করাতে পারিনি। তখন রাগ হত, এখন দোষ দিই না ওঁদের। আমাদের কারও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রোডিউসারদের নিশ্চয় সন্দেহ হত, এঁরা কি পারবেন? কিন্তু ছবি করার ইচ্ছেটা তখন এতই প্রবল যে আমার অফিসের ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি, একটা ছবি করে দেখতে চাই। ম্যানেজার বললেন, উইকএন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ করো। আমি এক মাসের সবেতন ছুটি পেলাম। প্রোডিউসারের দ্বারস্থ না হয়ে, আমাদের নিজেদের যে সংগতি আছে, তাই দিয়েই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হল। ইতিমধ্যেই অপু এবং দুর্গাকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রীপুজোর দিনে এক কাশবনে শুটিং আরম্ভ করলাম। লোকেশন শক্তিগড়ের আগে পালসিট স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখান থেকে অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।'

সত্যজিৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন। 'প্রথম দিনেই আমাদের অনেক ভুল ভাঙল। আমরা অনেক থিওরি আয়ত্ত করেছি, অথচ হাতেনাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। কিন্তু আমরা দমে যাইনি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এগিয়ে গিয়েছি। আমার মনে আছে, আবার যখন শক্তিগড়ে গিয়েছি, তখন কাশফুল শুকিয়ে গিয়ে মাঠের রূপ অন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার এক বছর পরে সেখানে ফিরে এসেছি কাশবনের খোঁজে।'

চরিত্রদের কথাও সত্যজিৎ বলে চললেন নাগাড়ে। বিশেষ করে ইন্দির ঠাকরুণের কথা। সত্যজিৎ তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করলেন। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রসন্ন, সেজোঠাকরুণ, নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির হয়ে গিয়েছে। চুনিবালা দেবীর হদিস দেন রেবাদেবী। চুনিবালা দেবী নাকি নিভাননী দেবীর মা, একসময় তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তো যাই হোক, চুনিবালা দেবী আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়েছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' বর্ণনার সঙ্গে অমিল হল না।

চুনীবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় বারবার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালী সার্থক হত না।'

সত্যজিৎ এও বলেছিলেন, 'যে আড়াই বছর ধরে পথের পাঁচালী তৈরি করেছি সেই সময়ে আমার অফিসে তিনজন ম্যানেজার এসেছেন—এঁরা তিনজনই আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কখনও পুরো ছুটি, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে ছুটি দিয়েছেন। শেষ ম্যানেজার নিকলসন ছবিটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, তখনই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটাও বোধহয় বুঝেছিলেন, একে বোধহয় আর অফিসে ধরে রাখা যাবে না।'

সত্যিই ধরে রাখা যায়নি আমাদের সত্যজিৎকে। কোনও নিক্তিতেই তাঁকে ধরা যায় না, মাপা যায় না। তিনি যে বিশ্ববন্দিত, বিশ্বনন্দিত। এমন উচ্চশিরের বাঙালি বিরলতম।

জনমত

হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়

আজ আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই অধর্ম অনেককে করে তুলছে হিংসাপরায়ণ তথা মানবতাবিরোধী। আর তখনই তৈরি হচ্ছে অরাজকতা ও নিধনের মতো জঘন্য কাজ। ইতিহাস তাই-ই বলে। পহলগাম কাণ্ড এসবেরই মর্মন্তুদ সাক্ষী। আমাদের এখন উচিত একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া। এজন্য সব স্তরের মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা নেওয়া উচিত। শুধু হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়। আর সর্বস্তরে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা খুবই দরকার।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

কাশ্মীরে নতুন সকালের অপেক্ষায়

ভারত ভালো নেই। তার হৃৎপিণ্ড কাশ্মীরে আজ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। ভারতের হৃৎপিণ্ডে আজ বারুদের গন্ধ। কত হিন্দু মরেছে অকারণে। আমরা তো 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম' তাহলে কেন এত দণ্ডভেদ? কীসের লড়াই, কীসের রক্তপাত?

বন্ধ হোক এই রক্তপাত, বন্ধ হোক হিন্দুদের অকারণে মারা। চলো গর্জে উঠি আমরা আবার। আমাদের যত হিন্দু মরেছে তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক। আর যেন কোনও স্ত্রী স্বামীহারা না হন, যেন না ঝরে কোনও মা ও সন্তানের চোখের জল। ভূস্বর্গ হোক সন্ত্রাসমুক্ত ও রক্তহীন।

অভীক দত্ত
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

আজকের কাশ্মীর এবং বিষবৃক্ষ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূস্বর্গের ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করবে, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে উত্তাপ-ভাব বিনিময় চলবে। রণংদেহি অবস্থান চলবে। ঠান্ডাও একদিন হবে, আবার হঠাৎ আগমন ঘটবে অন্য কোনও নির্জনে।

আসলে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, তা তো এখন ৭৮ বছরের বিশাল বৃক্ষ। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং যার ফল দেশ ভাগ। এক থেকে খণ্ডিত ভারত ও অপর অংশ পাকিস্তান। এক ভূখণ্ড কিন্তু দুই দেশ। তারপর আমাদের পরিবারের জমি ভাগাভাগির মতো শুরু হল দখল নেওয়ার লড়াই, দেশভাগের যন্ত্রণা, দাঙ্গা, লুটতরাজ- সে সব তো আজ ইতিহাস।

দু-অংশের মানুষের মনে শুরু হল বিষ বপন। এরা অল্প সংখ্যায় হলেও, বিষ তো বিষই হয়। ধীরে ধীরে এরা বিস্তারে লেগে গেল।

কাশ্মীরে যখনই স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে, মানুষজন বিগত দিনের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে রুটিরুজি ও সামাজিক কাজে মনোনিবেশ করে অন্য প্রদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, ঠিক সেই সময় কখনও পুলিশ-মিলিটারিদের ওপর আক্রমণ, কখনও সাধারণ কাশ্মীরি জনগণের ওপর, কখনও আপেলখেতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আর এবার তো পর্যটক হত্যা করে পর্যটনশিল্পের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করা হল। অর্থাৎ কাশ্মীরি জনগণকে জোর করে ভারতবিদ্বেষী করে তোলা। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই বিষ এখন ক্যানসারে পরিণত। শুধুমাত্র সামান্য রে-তে কাজ হবে না, শরীরের ক্যানসারের অংশ যেমন বাদ পড়ে, তেমনি আঘাত এখন দেওয়ার সময়।

শেষে বলি, মানুষে মানুষে ধর্মের বলি না হয়ে এসো কাঁধ মিলায়ে ভাতের গন্ধ খুঁজি।

নীতীশ মণ্ডল
সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি বাজার।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর হওয়া প্রয়োজন

'চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত/ আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন/ এতে কার জয়?/ রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনও স্বর্গেও যাব না'- কাশ্মীরের পহলগামের হত্যালীলা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

কাশ্মীর বরাবরই পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে থেকেছে। কাশ্মীরের কথা উঠলেই সেই বিখ্যাত ফারসি পংক্তি মনে আসে— 'অগর ফিরদৌস বার রু-ই জমিন আস্ত/ হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।' বাংলায় অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়ায়, 'পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থেকে থাকে, তবে এখানেই।'

অথচ সেই ভূস্বর্গ বলে পরিচিত কাশ্মীরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে অতীতে বারবার। সাম্প্রতিক হামলাও তার প্রমাণ।

যাঁরা একটু আনন্দের আশায়, ভ্রমণের নেশায় পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন তাঁদের কী দোষ ছিল? এই মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনাবাক্য হয় না।

নিরীহ মানুষকে মেরে কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় সত্যিই জানি না। আসলে সন্ত্রাসবাদের মূল উদ্দেশ্য, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়ে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ তাই বারবার মানুষের রক্ত ঝরিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। কিন্তু সময় এসেছে, সন্ত্রাসবাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার, তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। সন্ত্রাসবাদকে রুখে দিতে গেলে কঠিন, কঠোর হতে হবে। আর কোনও রাস্তা নেই, পথ নেই। একজন নিরীহ মানুষও যাতে সন্ত্রাসবাদের বলি না হন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা পালন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধ্বংস বা বরবাদ হয়ে যাওয়া ৫। যিনি পানের ব্যবসা করেন ৬। পরস্পর সম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। কোমরে পরার গয়না, পোকাও হতে পারে ৯। বউ, ধর্মপত্নী বা স্ত্রী ১১। যে বনে অনেক কদম গাছ আছে ১৩। যা নষ্ট হয় না, চিরন্তন ১৪। এই মালিক পুরুষ নন।

উপর-নীচ : ১। সাবধান বা সতর্ক করা ২। বন্যায় আসা মাটি ৩। পদ্মরাগের মতো রত্ন ৪। গাছের ডালে পাখির বাসা ৬। ধুতির পেছনে গোঁজার অংশ ৭। দেওয়া-নেওয়া বা আদানপ্রদান ৮। কালক্ষেপ বা দেরি করা ৯। নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেওয়া ১০। একটি অসুখ ১১। ধূসর রং ১২। সেন বংশের দ্বিতীয় রাজা ১৩। অস্ত্র ধার দেওয়ার পাথর।

সমাধান ■ ৪১২৭

পাশাপাশি : ১। হাতপাখা ৩। সজনে ৫। স্বখাতসলিল ৬। জিঞ্জির ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

উপর-নীচ : ১। হাড়পাজি ২। খামোখা ৩। সরস ৪। নেউল ৫। স্বর ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। নুরানি ১১। মিশুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সোনার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধি

অক্ষয় তৃতীয়ার আগে গয়না কেনার হিড়িক

বিশেষ অনুষ্ঠানে বা উৎসবের সময় সোনা কেনাকে সমৃদ্ধি ও ভাগ্যের প্রতীক মনে করা হয়

অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কিনলে তা সুখ, অর্থ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে বলে বিশ্বাস করা হয়

ধনতেরাসেই আগে মূলত সোনা-রুপো কিনতে দেখা যেত সকলকে

কিন্তু এখন অক্ষয় তৃতীয়াতেও সোনার দোকানে ভিড় হয়, থাকে নানা অফারও

সোনার দোকানে ছাড়ের বাহার, সুযোগ বুঝে কেনাকাটা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবারের দুপুর। আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউন এলাকার একটি নামী সোনার দোকানে ঢুকলেন রাজীব রায় ও তৃষ্ণা রায়। সামনেই ছেলের বিয়ে। হবু বৌমার জন্য একটা 'ভালো কিছু' খুঁজতেই এসেছেন তাঁরা। বাইরে তখন হালকা রোদ। দোকানের ভেতরের আলোয় ঝলমল করছে গয়নাগুলো। পরখ করে দেখছেন দম্পতি। 'সোনার দাম তো আকাশ ছুঁয়েছে,' চোখ না তুলেই বললেন রাজীববাবু, 'তাই ভাবলাম অক্ষয় তৃতীয়ার এই ছাড়ে যদি কিছুটা লাভ হয়!' তৃষ্ণাদেবী একটু হেসে যোগ করলেন, 'এখনকার মেয়েরা কিন্তু স্টাইল আর ট্রেন্ড বুঝে গয়না পছন্দ করে। তাই একটু সময় নিয়ে খুঁজে খুঁজে নিতে হচ্ছে।' এই দৃশ্য শুধু রাজীব-তৃষ্ণাদের নয়। বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া। তাই এই দিনটিকে সামনে রেখে নিউটাউনের প্রায় প্রতিটি গয়নার দোকানে এখন এমনই ভিড়। কেউ বিয়ের জন্য, কেউ নিজের সাজের জন্য, কেউ আবার নিছক শুভলগ্নে বিনিয়োগ করতেই এসেছেন দোকানে।

এই শুভ তিথিতে 'অক্ষয়' অর্থাৎ চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বহু মানুষ সোনা কেনেন। আগে এই প্রথা মূলত ধনতেরাসকে ঘিরেই জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অক্ষয় তৃতীয়াও হয়ে উঠেছে গয়না ব্যবসায়ীদের কাছে লাভের 'সোনালি সুযোগ।' সোনার দর এখন লাখ টাকা ছুঁই ছুঁই। তবুও অক্ষয় তৃতীয়ার এই বিশেষ ছাড়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে ভিড় বাড়ছে শহরের বিভিন্ন দোকানে। কেউ খুঁজছেন সীতাহার, কেউবা মোটা বালা, কেউ আবার চোখ রাখছেন হালকা ওজনের ট্রেন্ডি সেটের দিকে। বহু দোকানে গয়নার মজুরিতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় মিলছে। শুধু সোনা নয়, হীরের গয়নার ওপরেও চলছে আকর্ষণীয় ছাড়। তার সঙ্গে উপহার তো রয়েছেই।

শহরের পুরোনো বাজার এলাকার একটি গয়নার দোকানদার উত্তম সরকার বলেন, 'এই অফারগুলো আমরা সাধারণত পয়লা বৈশাখের সময় থেকে শুরু করি এবং অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত চলে। গত কয়েক বছর ধরেই এই সময়টা আমাদের জন্য লাভবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বৈশাখ মাস থেকে আগামী কয়েক মাস বিয়ের কেনাকাটা চলে।'

আরেক ব্যবসায়ী নিখিল সরকার বলেন, 'এখন ধনতেরাস আর অক্ষয় তৃতীয়া, দুটোকেই মানুষ শুভ লগ্ন বলে ধরে নিচ্ছেন। ফলে এই সময় গয়না কেনার দিকে ঝোঁক অনেকটা বেড়েছে। এখন আবার বিভিন্ন চেন স্টোরগুলো ছাড়ের অফার দেয়, ফলে আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও একই পথে হাঁটতে বাধ্য হই। কম্পিটিশনের যুগ বলে কথা।'

গয়নার ডিজাইনের দিকেও এসেছে বদল। একসময় যেখানে ভারী ও মোটা গয়নার চল ছিল, এখন সেই জায়গা নিয়েছে হালকা ও ইউনিক ডিজাইনের সেট। তাতে দাম কিছুটা কম পড়ে, আবার ব্যবহারও সহজ হয়। নিউটাউনের বাসিন্দা তরুণী প্রিয়াংকা সেনের কথায়, 'আমি ও আমার মা মিলে একটা হালকা সেট নিচ্ছি। পুজোর সময় পড়ার জন্যই কিনছি। এত ছাড়ের সময় হাতছাড়া করতে চাইনি।' কেউ আবার এই অফারের সুযোগ নিয়ে কিনে ফেলছেন বিয়ের গয়নাও।

অনেকে আবার এটিকে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবেই দেখছেন। 'সোনার দাম বাড়ছে, তাই যতটা সম্ভব এখন কিনে রাখছি,' বললেন প্রবীণ অরুণাভ দত্ত।

তবে ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, যত ছাড়ই দেওয়া হোক, সোনার মূল্যবৃদ্ধির কারণে এখন বড় অঙ্কের গয়না বিক্রি তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে। বেশি বিক্রি হচ্ছে কম ওজনের ফ্যাশনেবল সেট, আংটি ও হালকা বালাজাতীয় গয়না।

সব মিলিয়ে শহরের পুরোনো বাজার থেকে শুরু করে নিউটাউন সহ আশপাশের এলাকায় অক্ষয় তৃতীয়াকে ঘিরে দেখা দিয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশ। তাই তো দোকানে দোকানে এখন ভিড়, অফারের ছড়াছড়ি ও ক্রেতা-বিক্রেতার মুখে হাসি।

> এখন ধনতেরাস আর অক্ষয় তৃতীয়া, দুটোকেই মানুষ শুভ লগ্ন বলে ধরে নিচ্ছেন। ফলে এই সময় গয়না কেনার দিকে ঝোঁক অনেকটা বেড়েছে। এখন আবার বিভিন্ন চেন স্টোরগুলো ছাড়ের অফার দেয়, ফলে আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও একই পথে হাঁটতে বাধ্য হই।
>
> **নিখিল সরকার** *ব্যবসায়ী*

> আমি ও আমার মা মিলে একটা হালকা সেট নিচ্ছি। পুজোর সময় পড়ার জন্যই কিনছি। এত ছাড়ের সময় হাতছাড়া করতে চাইনি।
>
> **প্রিয়াংকা সেন** *তরুণী*

ছবি : এআই

আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় থাকা এই ডাকবাক্সটি এখন ব্যবহার হয় না আর। - সংবাদচিত্র

অবহেলায় পড়ে ডাকবাক্স

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : চিঠির আদানপ্রদান আর হয় না। এখন সামাজিক মাধ্যমেই মনের কথা লিখে দিই আমরা সকলে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে বদল এসেছে সবকিছুতেই। চিঠি পাঠানোর জন্য তৈরি হয়েছিল ডাকঘর এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই ডাকঘরে চিঠি পৌঁছানোর জন্য তৈরি করা হয় ডাকবাক্স। সেই ডাকবাক্স আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন পোস্ট অফিসের সামনে দেখা যায়। চৌপথি এলাকায় থাকা ডাকবাক্সটি এখন বেহাল। ব্যবহার না হলেও ডাকবাক্সটি পরিষ্কার করে ব্যবহারের যোগ্য করার জোরালো দাবি তুলছেন শহরবাসীর একাংশ।

চৌপথি এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে ডাকবাক্সটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছে একাধিক অংশ। শুধুই পুরোনো স্মৃতি বহন করার জন্যই যেন সেটি রাখা হয়েছে। ডাকবাক্সটি যে দোকানটির সামনে রয়েছে সেখানকার এক কর্মী পূজা দাস বলেন, 'এই ডাকবাক্সটি অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে। দেখার মতন কেউ নেই। কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি কখনও। প্রবীণদের কাছে শুনেছি আগে নাকি প্রচুর মানুষ এই ডাকবাক্সটি ব্যবহার করতেন। সেভাবে যদি আবার ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা যায়, তাহলে জিনিসটি নষ্ট হবে না। চিঠি আদানপ্রদানের প্রথাটাও ফিরে আসবে।'

অপরদিকে, শহরের প্রবীণ নাগরিক ল্যারি বসুর কথায়, 'আমাদের সময় বহুবার চিঠি পাঠিয়েছিলাম এই ডাকবাক্সের মাধ্যমেই। তখন সবাই ব্যবহার করতেন। প্রতিদিন দিনে দুই থেকে তিনবার সেখান থেকে চিঠি বের করে নিয়ে যেতেন পোস্ট অফিসের কর্মীরা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাকবাক্সটির ব্যবহারও ভুলে গিয়েছেন সাধারণ মানুষ। অবহেলার কারণে ডাকবাক্সটি বর্তমানে এই অবস্থায় রয়েছে। দেখলে সত্যি খারাপ লাগে।'

আলিপুরদুয়ার পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার মিঠু দাস বলেন, 'এখনও ডাকবাক্সগুলিতে চিঠি ফেলা হয় এবং সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি বেরও করা হয়।'

> প্রবীণদের কাছে শুনেছি আগে নাকি প্রচুর মানুষ এই ডাকবাক্সটি ব্যবহার করতেন। সেভাবে যদি আবার ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা যায়, তাহলে জিনিসটি নষ্ট হবে না। চিঠি আদানপ্রদানের প্রথাটাও ফিরে আসবে।
>
> **- পূজা দাস**

আজ শহরে

- আলিপুরদুয়ার 'সহজ যোগ জ্ঞানকেন্দ্র'-এর উদ্যোগে সংগীতাঞ্জলি অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৬
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	৬
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	৩
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

এখনও আতঙ্কে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি শহরের সোনার দোকানগুলিতে বেশ ঘটা করেই অক্ষয় তৃতীয়ার আয়োজন করা হয়। বুধবারই অক্ষয় তৃতীয়া। কিন্তু সোমবার শহরের শান্তিনগরে একেবারে রাজ্য সড়কের পাশেই একটি সোনার দোকানে লুটপাটের ঘটনার পর থেকেই স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। উৎসবের সুর কোথাও যেন কেটে গিয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মঙ্গলবার বিকেল অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে ঘটনার তদন্তে আসেন এসডিপিও এমপি শ্রীনিবাসন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, এসডিপিও'র নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত চলছে।

সোমবারের লুটপাটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর নাম দীপক দেবনাথ। ঘটনার পর ওই ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। জানালেন, তাঁর পরনেই প্রায় ৩৭ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না ছিল। সেসব দুষ্কৃতীরা নিয়ে গিয়েছে। সেই গয়নার আনুমানিক বাজারদর সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। এছাড়া দোকান থেকে আর কী কী খোয়া গিয়েছে, সেসব এখনও খতিয়ে দেখার সুযোগ পাননি তিনি।

কী ঘটেছিল সোমবার? দীপকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ক্রেতা সেজে এক মহিলা দোকানে আসে। তাঁকে রুপোর গয়না দেখাতে বলে। দীপক তাকে গয়না দেখাতে থাকেন। একটা সময় মহিলার পছন্দ করা গয়না ওজন করতে যান দীপক। তখনই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন।

দীপক বলেন, 'সবকিছু ঝাপসা দেখছিলাম। হঠাৎ সেই মহিলা আমার ওপর চড়াও হয়। আমার গলা থেকে সোনার মালা টান মেরে ছিঁড়ে নেয়।'

দোকানের অদূরেই এক পুরুষ অপেক্ষায় ছিল। সে তখন দোকানে ঢুকে পড়ে। ওই ব্যক্তি ব্যবসায়ীর হাত থেকে আংটি ও ব্রেসলেট খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন দীপক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর বুকপকেটে ৭০০০ টাকা ছিল। সেই টাকাও খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার কিছুক্ষণ পর পাশের দোকানের এক কর্মী দীপককে পড়ে থাকতে দেখেন। আশপাশের লোকজন মিলে ব্যবসায়ীকে দ্রুত কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোনার দোকানে লুটের ঘটনা কিন্তু কামাখ্যাগুড়িতে এটাই প্রথম নয়। বছর দেড়েক আগে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরে একটি সোনার দোকানে লুটের চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু ওই দোকানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো থাকায় দুষ্কৃতীরা বড় ধরনের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

কামাখ্যাগুড়ির স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন দেবনাথ বলেন, 'এধরনের ঘটনা দেখে এখন ব্যবসা করতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। আমরা ক্রেতাদের বিশ্বাস করে তাঁদের গয়না দেখাই। দুষ্কৃতীরা ক্রেতা সেজে ঢুকলে আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।' একই কথা বলেছেন আরেক স্বর্ণ ব্যবসায়ী মনতোষ কর্মকারও।

এই দোকানেই চলে লুটপাট।

আন্দোলনে কংগ্রেস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে কংগ্রেস। হাসপাতালের আয়াদের কাজে ফেরানো থেকে শুরু করে ডায়লিসিস ইউনিট চালু, আবর্জনা সরানোর মতো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আন্দোলনে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসকে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ফের আন্দোলনে নামতে দেখা গেল কংগ্রেসকে। যদিও হাসপাতালের ভেতরে নয়, হাসপাতাল থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে এদিন পথসভা করেন কংগ্রেস নেতারা। হাসপাতাল রোডের পাশে এই পথসভায় জেলা কংগ্রেসের একাধিক নেতাকে দেখা যায়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন, যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা, রাজ্য সম্পাদক সুব্রত সাহা পথসভায় উপস্থিত ছিলেন।

যদিও সমর্থকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কংগ্রেস নেতারা এদিন হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন করেন। শান্তনু দেবনাথের কথায়, 'হাসপাতালের বিভিন্ন কাজের টেন্ডার হচ্ছে। তবে সেই কাজগুলো ঠিক করে হচ্ছে না। এই কাজে বড় দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হাসপাতালের পরিষেবা একদিকে যেমন ভেঙে পড়ছে, সেইসঙ্গে চলছে দুর্নীতি।'

মঙ্গলবার হাসপাতালের বাইরে মাইক লাগিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা পথসভা চলে কংগ্রেসের। অন্যদিকে, সেবা দলের রাজ্য সম্পাদক নিখিল ভট্টাচার্য আবার জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'হাসপাতাল নিয়ে তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর মধ্যে একরকম প্রতিযোগিতা চলছে। তাঁরা দুজন দু'রকমভাবে হাসপাতাল চালাতে চাইছেন। তাই যত সমস্যা।'

যদিও কংগ্রেসের এই পথসভাকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'কংগ্রেসের বর্তমানে কোনও সমর্থক নেই। এগুলো করে সমর্থক জোগাড় করার বেকার চেষ্টা করা হচ্ছে। হাসপাতালে সব ঠিকই রয়েছে।'

দুর্নীতির অভিযোগ

হেলমেট ছাড়া বাইক র‍্যালি

বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল : দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের প্রচারে মঙ্গলবার বিকেলে বীরপাড়া থেকে মাদারিহাট পর্যন্ত বাইক র‍্যালি করে তৃণমূল। ছিলেন দলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো সহ ব্লক, অঞ্চল কমিটি এবং শাখা সংগঠনগুলির একঝাঁক নেতা-কর্মী। প্রায় শ'তিনেক মানুষের র‍্যালিটি বীরপাড়া হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু হয়। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ধরে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি দিতে দিতে মাদারিহাটে পৌঁছায় র‍্যালিটি। তবে জয়প্রকাশ এবং হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগ তৃণমূল নেতা-কর্মীর মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট না পরলে ট্রাফিক আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জরিমানা করার কথা। অবশ্য পুলিশ সেই পথে হাঁটেনি। এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস।

হেলমেটবিহীন অবস্থায় দেখা গিয়েছে দলের ব্লক সাধারণ সম্পাদক রাজীব মুখোপাধ্যায়, বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি ফজলুল ইসলাম, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা সহ বেশিরভাগকেই। কয়েকটি বাইকে নিয়ম ভেঙে তিনজনও সওয়ার হতে দেখা যায়। অথচ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ। প্রায়ই ওই রাস্তায় দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। সাড়ে সাত বছরে মাদারিহাটের হলং থেকে বীরপাড়ার এথেলবাড়ি পর্যন্ত ২০ কিমিতে মৃতের সংখ্যা কমবেশি ১৫০। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বাইকচালক এবং আরোহী। স্বাভাবিকভাবেই র‍্যালিতে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে। রাজীব উত্তরে বলছেন, 'অতি উৎসাহে আমরা হেলমেট পরতে ভুলে গিয়েছিলাম। তবে এটা করা ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে এনিয়ে সচেতন থাকব।'

তৎপর পুরসভা

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : রবিবারের প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ারের একাধিক এলাকা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎবাহী তার রাস্তায় ছিঁড়ে পড়েছিল। বিদ্যুতের খুঁটি হেলে পড়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুরসভা দ্রুত উদ্যোগী হয়। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, '১২, ১৩, ১৫ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বেশি ক্ষতি হয়েছিল। কিছু জায়গায় শর্টসার্কিট হয়ে প্রাণহানির আশঙ্কাও হয়। দু'দিন টানা কাজ করে পোল ও তার ঠিক করা হয়।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে ডান্স ম্যারাথন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার ছিল আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মাধবমোড়ে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে কত্থক নৃত্যে 'দেবী বন্দনা'র মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিবারের মতো এবারও রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এবার ছিল একটু ভিন্ন আয়োজন। 'ডান্স ম্যারাথন'-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কত্থক এবং অন্য নাচের ফর্মকে একই ছন্দে উদযাপন করার লক্ষ্যেই এই ভাবনা বলে জানান আয়োজকরা। সুপ্রিয়া বিশ্বাস, অদৃজা সরকার, নীলাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, পূর্বাশা দাস, সহেলি ঘোষরা দেবীবন্দনায় অংশ নেয়। প্রায় ২৫০ জন শিল্পী অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন ধরনের নাচে। সম্পূর্ণা পণ্ডিত, সরন্যা গুহ, সমৃদ্ধি দেব জানায়, গত কয়েকদিন ধরে মহড়া চলছিল। অবশেষে অনুষ্ঠান করে ভালো লাগছে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ, রাজ্য নাট্য অ্যাকাডেমির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পরিতোষ সাহা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ সহ বিশিষ্টরা। ওই সেন্টারের 'গুরু' দেবজয়া সরকার বলেন, 'নাচের সংস্কৃতি বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।' ১ মে পুরসভা হলে কলাশ্রী ডান্স অ্যাকাডেমির তরফেও নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান হবে।

মঙ্গলবার নিউটাউন এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুলেও নৃত্য দিবস পালন করা হয়। সন্ধের দিকে শহরের লেবুবাগান এলাকায় 'সুরছন্দম ডান্স অ্যাকাডেমি'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে একাধিক অনুষ্ঠান ছিল। কত্থক, রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলনৃত্য, লোকনৃত্য, সেমি-ক্ল্যাসিকালে অংশ নেয় ১৫০ শিল্পী। প্রাক্তন নৃত্য শিক্ষার্থীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রেশমা কর চৌধুরী, শুভাঞ্জি দাস, শর্মী দাস জানায়, দিনটি সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিনের মহড়ার পর অনুষ্ঠান হল।

একই দিনে 'আলিপুরদুয়ার ডান্স ফেডারেশন গ্রুপ'এর উদ্যোগে প্রথম বর্ষ আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস পালন করা হল। সেখানে প্রায় ২৫টি সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছে। যেখানে রবীন্দ্র নৃত্য থেকে শুরু করে ভরতনাট্যম, লোকনৃত্য, নজরুলনৃত্য, ওডিসি, কত্থক সহ একাধিক নাচের ফর্ম মঞ্চস্থ করেন শিল্পীরা। প্রায় ২৫০ জন শিল্পী অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে পহলগামে জঙ্গি হানায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

লেবুবাগান এলাকায় খুদেদের নাচ। (ডানদিকে) আলিপুরদুয়ারে পুরসভার হলঘরে অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে। - সংবাদচিত্র

সহযোদ্ধা।। কোচবিহার বড় বাজার এলাকায় মঙ্গলবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

‘জলস্বপ্ন’-য় পিছিয়ে উত্তরের ৩ জেলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারবার নির্দেশের পরও ‘জল স্বপ্ন’ প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা রয়েছে। মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এপ্রিল শেষ হতে চললেও এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে আরও একলক্ষ পরিবারের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোনো প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে চলতি আর্থিক বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেখানে বর্ষা এসে গেলে প্রকল্পের কাজ করা যাবে না। তাই বর্ষার আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, প্রায় সব জায়গাতেই আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় পিছিয়ে থাকলেও তাঁরা তা দ্রুত শেষ করবেন। সেইসব জায়গায় কাজ শেষের পথে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, তা আমরা সম্পন্ন করব।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার কাজ শেষ হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় এখনও প্রায় সাড়ে ৬ হাজার, কোচবিহারে সাড়ে ৩ হাজার, উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেড়হাজার বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। ৩১ মার্চের মধ্যে এই বাড়িগুলিতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু তারপরও রাজ্যের আট জেলায় প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে থাকায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় দু-জনই দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে রয়েছেন। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় দ্রুত কাজ শেষ করতে পুলক রায়কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন মন্ত্রী। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের কোন কোন জেলায় প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবারের মধ্যেই স্টেটাস রিপোর্টও চেয়েছেন মন্ত্রী। পুলক বলেন, ‘দ্রুত আমাদের কাজ শেষ হবে। প্রযুক্তিগত কিছু কারণে কাজ পিছিয়েছিল। সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে।’

প্রকল্প কথা

- ‘জল স্বপ্ন’ প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা
- সেই তালিকায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর রয়েছে
- মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল
- এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি
- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

বেআইনি নির্মাণ হলে ভাঙতে হবে : বিচারপতি

হোমস্টের তথ্য চায় হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় হোমস্টেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মন্তব্য করেন, ‘রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হোমস্টেগুলি কোন এলাকায় রয়েছে, এগুলির মালিকানা, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না, রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানাবে রাজ্য। বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করতে হবে।’ মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ জুন। ওই সময় আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ২৭টি হোমস্টে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য হলফনামা হিসেবে আদালতে জানাবে। বিচারপতি জানান, রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব জেলাশাসকের এবং তিনি পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্য। তাই তাঁকে জানাতে হবে ২০২২ সালের ওয়েস্টবেঙ্গল হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসি মেনে হোমস্টেগুলি তৈরি হয়েছে কিনা।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭টি অনুমোদিত হোমস্টে রয়েছে। রাজ্য বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি দেখছে। তারা বেআইনি নির্মাণ সমর্থন করে না। হোমস্টে সংক্রান্ত রাজ্যের নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে আবেদন করতে হয়। নিয়মের বাইরে নির্মাণ হলে আদালত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিক। বিচারপতি জানতে চান, অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব কার? কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এক্ষেত্রে জেলা শাসকের অনুমোদন প্রয়োজনীয়। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘ট্রাইবিউনাল জানিয়েছে, নিয়ম ছাড়াই নির্মাণ হয়েছে। তাই বেআইনি নির্মাণ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখুক রাজ্য। রাজ্যের পর্যবেক্ষণ কমিটি ওই এলাকায় যাক। ২৭টি হোমস্টে নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে আদালতে জানাক। এর বাইরেও বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করুক রাজ্য।’ তবে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক আদালত। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলাকারী তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে বলেন, ‘রাজ্যের নিয়ম খাতায় কলমেই রয়েছে। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ২৭টি হোমস্টে কোন এলাকায় রয়েছে তা স্পষ্ট করুক রাজ্য। কোর এলাকায়, ইকো সেনসেটিভ জোন, বাফার জোন কোথায় অবস্থিত তা জানানো হোক।’ হোমস্টের তরফে আইনজীবী বলেন, ‘হোমস্টেগুলি থেকে ওই এলাকার অধিকাংশ মানুষদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এই বিষয়টি আদালত ভেবে দেখুক। হোমস্টের নামে পাঁচতারা, সাততারা হোটেল তৈরি হয়নি।’

> রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হোমস্টেগুলি কোন এলাকায় রয়েছে, এগুলির মালিকানা, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না, রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানাবে রাজ্য। বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করতে হবে।
>
> **- বিশ্বজিৎ বসু**
> বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

পাচার হওয়া মেয়েকে চান না বাবা

প্রথম পাতার পর

ওই আদিবাসী নাবালিকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যথারীতি, সেখানে কোনও বিয়ের ব্যাপার ছিল না। কলকাতায় তার সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা পুলিশ স্পষ্ট করে বলছে না। তবে কলকাতার একটি রিসর্টে অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে তাকে দেহব্যবসার মতো কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে সেখান থেকে উদ্ধার করার পর ওই নাবালিকাকে প্রথমে কলকাতার একটি হোমে রাখা হয়েছিল। তাও কয়েক বছর আগের ঘটনা। মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দু’বার হাতবদলের পরেও নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পেরে খুশি প্রশাসনের কর্তারা। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, ‘মেয়েকে কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে বাইরে যাওয়ার আগে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।’

ওই নাবালিকাকে কত টাকার বিনিময়ে হাতবদল করা হয় তা জানা যায়নি। পরিচারিকার কাজের নাম করে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে প্রথম কয়েকমাস সে পরিচারিকার কাজ করে। কলকাতায় ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে সে রাজি হয়। তবে কলকাতা যেতেই ভুল ভাঙে তার।

তাহলে এখন কি আর তার বাড়ি ফেরা হবে না? কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সূত্রধর অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে, ‘ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’ তবে এসবে মেয়েটি কতখানি আশ্বস্ত হয়েছে, বলা মুশকিল। তার বাবা ভার্নোবাড়ি চা বাগানের কর্মী ছিলেন। নাবালিকারা পাঁচ ভাই-বোন। মা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আর্থিক সংকটের কারণেই বাবা মেয়েকে বাড়ি নিতে চাননি বলে মনে করা হচ্ছে। বাবার এই আচরণ তাকে কতখানি দুঃখ দিয়েছে, সেকথা বলছে না মেয়েটি। তবে বাড়ি ফেরার আশাভঙ্গের পর তার একটাই অনুরোধ, ‘আমাকে আবার কলকাতার হোমেই ফিরিয়ে দাও তোমরা। ওটাই আমার বাড়ি।’

যদিও নিয়মের জন্য তা করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ওই নাবালিকাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে।

মা-মেয়ের সেতু পারাপার। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। -এএফপি

কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন কোচবিহার শহরে

কোচবিহার, ২৯ এপ্রিল : কোচবিহার শহরে এই প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। আগামী ১৪ ও ১৫ জুন কোচবিহারে রাজ্য সম্মেলনে গোটা রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। মঙ্গলবার ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা ঘোষণা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দ রায়। তিনি বলেছেন, ‘১১তম রাজ্য সম্মেলন এবার কোচবিহার শহরে হবে। আমরা সেজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে গিয়ে আমরা প্রচার করব। কৃষকদের স্বার্থে আমাদের আন্দোলন চলবেই।’

কোচবিহার শহরে রাজ্য সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে প্রতিনিধি সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ করা হবে। সম্মেলনের জন্য আপাতত গুঞ্জবাড়ির পঞ্চানন ভবন ও সমাবেশের জন্য রাসমেলা মাঠের কথা ভাবা হয়েছে। তবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সম্মেলনের জন্য মে মাসে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হবে। কমল গুহদের বাম আমলে দিনহাটাতে একাধিকবার সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন হলেও কোচবিহার শহরে এবারই প্রথমবার করা হবে বলে নেতৃত্বরা জানিয়েছেন।

চিতাবাঘের হামলায় জখম ৩

নাগরাকাটা, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার বিকেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে চলন্ত বাইক ও সাইকেলের ওপর হামলা চালিয়ে ৩ জনকে জখম করল একটি চিতাবাঘ। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার বিকেলে নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগানে। বাইকচালক ও সওয়ারির মাঝখানে ঝাঁপ দেয় বুনোটি। অন্যদিকে, সাইকেলচালকের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় পিছন দিক থেকে। জখম রহমান আলি ও রহিনা খাতুনের বাড়ি খেরকেটা গ্রামে। জখম আরেক আনজিৎ ওরাওঁয়ের বাড়ি কলাবাড়ি বস্তির বাঁধ লাইনে। সব মিলিয়ে কলাবাড়ি চা বাগানে বর্তমানে চিতাবাঘের আতঙ্ক চরমে উঠেছে।

বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। ডায়না রেঞ্জের অফিসার অশেষ পাল বলেন, ‘আহতদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বন দপ্তরই বহন করছে।’ বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথের কথায়, ‘ওই এলাকার বাসিন্দাদের ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে। কলাবাড়ি বাগানে আগে থেকেই খাঁচা পাতা রয়েছে। বাগান পরিচালকরা চাইলে সেটি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ যাতে ঠিকঠাক মতো করা হয় সেই দায়িত্বও বাগান কর্তৃপক্ষের পালন করা অত্যন্ত জরুরি।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে লাগোয়া ডায়না নদী পেরিয়ে কলাবাড়ি বাজারে শাশুড়ি রহিনাকে নিয়ে ব্যাংকের কাজে গিয়েছিলেন জামাই রহমান। ফেরার সময় বিকেল ৫টা নাগাদ কলাবাড়ি চা বাগানের ৮ নম্বর সেকশন লাগোয়া রাস্তায় হঠাৎই একটি চিতাবাঘ তাঁদের বাইকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলার অভিঘাতে পেছনে বসা রহিনা রাস্তায় পড়ে যান। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বাইকচালক রহমান কোনওরকমে দাঁড়িয়ে পড়েন।

মাদক ব্যবসায়ী

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি পুলিশকর্মীদের সঙ্গে পরিচিতির সুযোগেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ওই মহিলা?

কিন্তু এগুলো আসত কোথা থেকে? আসত কীভাবে? পুলিশ জানিয়েছে, একই জায়গায় বাড়ি হওয়ার সুবাদে রবিউলের সঙ্গে অনিমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবিউলই নাকি ওই মহিলার কাছে এনে নেশা করার নিষিদ্ধ জিনিসপত্র রাখত। পরে সেগুলি বিভিন্ন এলাকায় এজেন্টদের কাছে বিক্রি করত। সেই কারবারের লাভের ভাগ পেত ওই মহিলাও। দুজনে মিলেই জটেশ্বর, ফালাকাটা এমনকি বীরপাড়াজুড়ে ভালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুজনকেই গ্রেপ্তার করতে সফল হয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ‘ওই মহিলা অবশ্য এর আগে কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না, সেব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে রবিউল বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত। আমরা দুজনকেই হেপাজতে নিয়ে এসে তদন্ত করে দেখছি।’

ফাঁসে সাঁকো, বুকজল ঠেলছে পড়ুয়ারা

বক্সিরহাট, ২৯ এপ্রিল : কথায় বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগারখাতা ও মেচকোকা এলাকার বাসিন্দারা আজকাল সেটাই যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

দুই এলাকার মধ্যে দিয়ে রায়ডাক নদী বয়ে গিয়েছে। এখানে এই নদীতে সেতু নেই। রাজনীতির টানাপোড়েনে গত ছয় মাস ধরে এখানে নৌকা চলাচল বন্ধ। সাঁকো একসময় ছিল। সেটা সেই কবে ভেসে গিয়েছে। দু’দিনের বৃষ্টিতে নদীতে জল বেশ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলে যেতে পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে নদীতে নেমে বুকজল ঠেলে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাতায়াত করছে। বাসিন্দাদের কেউ কাঁধে সাইকেল তুলে কোনওমতে হেঁটে নদী পারাবার করছেন। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু কারও যেন কিছুই করার নেই। পরিস্থিতি যে কতটা সঙিন তা শিলাদ্রি দাস নামে এক পড়ুয়ার কথাতেই পরিষ্কার, ‘পিঠে ব্যাগ নিয়ে এভাবে নদী পারাপারে খুবই সমস্যা হয়।’

ইউনিফর্ম ভিজে যায়, পিঠের ব্যাগ ছিঁড়ে জলে পড়লে বইটই ভিজে একসা হয়। এভাবে নদী পারাপারে পড়ে গিয়ে বহুবার ব্যথা পেয়েছি।’

একটা সময় অবশ্য নৌকার পাশাপাশি বাঁশের সাঁকোয় এখানে নদী পারাপার চলত। বিজেপি গত পঞ্চায়েত ভোটে বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দা গৌড়চন্দ্র দাসকে ঘাট ইজারা দিয়েছিল। তাঁকে টাকা দিয়ে বাসিন্দারা ইজারাদারের তৈরি সাঁকো ও নৌকায় নদী পারাপার করতেন। আট মাস নৌকায় ও বছরের বাকি সময়টায় বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার চলত। সবকিছু বেশ চলছিল। প্রধান বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই সমস্যার শুরু। অভিযোগ, ওই ইজারাদার পদ্মভক্ত বলে অভিযোগ তুলে তৃণমূল তাঁকে এলাকায় সাঁকো তৈরি করতে দেয়নি। আর তারপর থেকেই বাসিন্দারা সমস্যায়। বর্ষা আসছে। তখন পরিস্থিতি প্রচণ্ড সমস্যাজনক হবে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। অবশ্য সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে বলে তুফানগঞ্জ-২’এর বিডিও দালাকি লামা আশ্বাস দিয়েছেন।

বাসিন্দারা অবশ্য প্রশাসনিক আশ্বাসে ভরসা রাখছেন না। বেগারখাতা ও মেচকোকা গ্রামে অন্তত চার হাজার পরিবারের বসবাস। বাসিন্দাদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী। রায়ডাকের ওপর সেতু তৈরিতে বাসিন্দারা বহুদিন ধরে দাবি জানিয়ে এলেও প্রশাসন আজও তাতে সাড়া দেয়নি। সমস্যার জেরে পরিস্থিতি কতটা প্রতিকূল হয়েছে তা এতক্ষণে নিশ্চই পাঠকের চোখে পরিষ্কার। পড়ুয়া আর সাধারণ বাসিন্দারা তো তাও কোনওমতে নদী পারাপার করছেন। কিন্তু কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে? সেই পরিস্থিতিতে নদী পারাপারের প্রশ্নই নেই। দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার বেড়ে গেলেও বাসিন্দারা তখন পাশের গ্রাম পঞ্চায়েতের লাঙলগ্রাম হয়ে যাতায়াতে বাধ্য হন।

প্রবন্ধ লিখনে প্রথম

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : গ্রন্থাগার দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির কিশোরী প্রজ্ঞালিকা সরকার। প্রতিযোগিতায় ‘খ’ বিভাগে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকারী তিনজনের মধ্যে প্রজ্ঞালিকা একজন। এবছর কলকাতা বইমেলায় তাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে পৌঁছানোর সমস্যা থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

পূর্ণ স্বাধীনতা

প্রথম পাতার পর

পহলগাম হামলার পর থেকেই নাম না করে পাকিস্তান এবং পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কড়া জবাব দেওয়ার কথা বলে আসছিলেন মোদি। পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে দেশবাসী, বিরোধীরাও কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপে সমর্থন দেওয়ায় কেন্দ্রের ওপর প্রত্যাশার চাপ যথেষ্ট। ইতিমধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত, পাকিস্তানের বিমানকে ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ভারতীয় বন্দরগুলিতে পাকিস্তানি জাহাজ নোঙরে নিষেধাজ্ঞা জারির কথাও ভাবছে কেন্দ্র।

যদিও পালটা আস্ফালন করছে ইসলামাবাদ। পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাছাড়া প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনা। মঙ্গলবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সেনা আধিকারিকের কথায়, সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। এই নিয়ে টানা পাঁচদিন রাতে পাক হামলা চলল।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বালাকোটের ধাঁচে ভারতীয় বায়ুসেনার ফের এয়ারস্ট্রাইক আটকাতে শিয়ালকোট সেক্টরে র‍্যাডার মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান সরিয়েছে সেদেশের বায়ুসেনা। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ সোমবার সামরিক অভিযানের হুমকি দেওয়ার পর সেদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে।

পহলগামের হামলায় অভিযুক্ত দুই পাকিস্তানির মধ্যে হাশিম মুসা নামে একজন সেদেশের সেনাবাহিনীর প্যারাফোর্সের প্রাক্তন প্যারা কমান্ডো বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত। সেনার চাকরি ছেড়ে সে লস্কর-ই-তৈবায় যোগ দিয়েছিল। শ্রীনগরের কাছে বদগাম জেলায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাক্তন এই প্যারা কমান্ডো অচিরাচরিত যুদ্ধ এবং গোপন অভিযানে দক্ষ।

ভূস্বর্গে বন্ধ

প্রথম পাতার পর

হামলার ঠিক আগে বৈসরণে ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তা দুটি বন্ধ করে দিয়েছিল জঙ্গিরা। ঠিক যেভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করেছিলেন জেনারেল ডায়ার।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ৪ জন জঙ্গির দল বৈসরণ উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে ২ জন ঢোকার গেট দিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছিল বের হওয়ার গেটের সামনে। যে পর্যটকরা সামনে এসে পড়া ২ জঙ্গিকে দেখে পিছনের গেট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের আটকানোর দায়িত্বে ছিল তৃতীয়জন। চতুর্থজন সম্ভবত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, জঙ্গিদের মধ্যে ২ জনের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। একজনকে দেখা গিয়েছে কাশ্মীরি পোশাকে। তারা প্রথম গুলি চালায় বের হওয়ার গেটে। গুলির শব্দে পর্যটকরা ঢোকার গেটের দিকে দৌড়াতে থাকলে সেখানে উপস্থিত অন্য ২ জঙ্গি গুলি চালাতে শুরু করে। তাতে প্রথমেই মারা যান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল।

এরপর বাকি কয়েকজন পর্যটকের মধ্যে পুরুষ, মহিলা আলাদা করে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পুরুষদের খুন করে জঙ্গিরা। হতাহত সবচেয়ে বেশি হয় চায়ের দোকান এবং ভেলপুরি স্টলের আশপাশে। ওখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি ছিল। ২৮ জনকে খুন করে উপত্যকার বাঁ-দিকের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলার সময় স্থানীয় এক ‘জিপলাইন অপারেটর’কে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল। ঋষি ভাট নামে এক পর্যটকের ভিডিও-তে সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই অপারেটরকে জেরা করছে এনআইএ। অপারেটরের দাদার দাবি, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ভাই ভয় পেয়ে বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল, ভয়ানক কিছু ঘটেছে। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছু জানে না।’

কোটি টাকার সাম্রাজ্য

প্রথম পাতার পর

কাঁচা পয়সা হাতে আসতে শুরু করে। এসব দেখে অসমের শিমুলটাপুতে মোটরবাইক সারাইয়ের দোকান গুটিয়ে দাদার কারবারে যোগ দেয় ভাই বলরাম। এলাকাবাসীরা দুই ভাইকেই যথেষ্ট ভয় পায়। চট করে মুখ খুলতে চাইছে না। তবুও যেটুকু কানাঘুষো শোনা গেল, এসব কারবারে বড় ভাইয়ের বুদ্ধিই নাকি বেশি। ভাগ্যের চাকা দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে কৃষ্ণর এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পর। বিজেপি ছেড়ে সে তৃণমূলে নাম লেখানোর পরপরই খুলে যায় একের পর এক অবৈধ কারবারের দরজা। মোষ, গোরু, পোলট্রি মুরগি- যখন যেভাবে যে কারবারে হাত লাগানোর সুযোগ পেয়েছে, তাকেই কাজে লাগিয়েছে কৃষ্ণ। গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়েছে। দাদার এমন রমরমা দেখে একই পথে হেঁটেছে ভাই বলরাম। দেখতে দেখতে দুই ভাইয়ের চলনবলন বদলে গিয়েছে। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসা, পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক এবং কর্মীদের সঙ্গে সখ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে পাড়া-প্রতিবেশীরাও।

গ্রামবাসীদের একাংশের কথায়, দেড় দশক আগেও কৃষ্ণ-বলরামদের কাঁচা বাড়ি ছিল। এখন ইটের পাকা ঘরে বসেছে এসি। সাইকেল ছেড়ে দুই ভাইয়ের এখন আলাদা আলাদা বিলাসবহুল ছোট গাড়ি রয়েছে। নামীদামি কোম্পানির বাইক দাবড়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করে। সেইসঙ্গে গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে আংটি।

বাড়ির কাছেই রয়েছে স্টোন ক্র্যাশার মেশিনের অংশীদারি ব্যবসা। দুই ভাই ৪-৫টি পকলিনের মালিকও বটে। একেকটা পেকলিনের দাম লাখ ত্রিশেক। এছাড়াও নদী থেকে বালি-পাথর খনন এবং তোলার কাজে লিজে নেওয়া আছে একাধিক আর্থমুভার। তার সংখ্যা অবশ্য নির্ভর করে বালি-পাথর সরবরাহের বরাত পাওয়ার ওপর। অর্ডার বেশি পেলে সেই মতো ভাড়ায় মেশিনপত্র জোগাড় করে নিত দুই ভাই। লিজ এবং ভাড়া নেওয়া ডাম্পারে বালি-পাথর পরিবহণও রমরমিয়ে চলছে সোজা এবং বাঁকা পথে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে শাসকদলের খাতায় নাম লেখানোর পর, বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দখলে বেহাত ১৫৫০ বিঘা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : স্বাধীনতার আগে জমি দান করেছিলেন মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। যত দিন গিয়েছে, তত দখলদারি বেড়েছে। ধূপগুড়ি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে দান করা এই বিশাল পরিমাণ জমি নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। মূলত সেই কারণেই এই মুহূর্তে মসজিদের স্থায়ী কমিটি গঠনও স্থগিত হয়ে রয়েছে।

কীভাবে এত জমি বেহাত হল, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব ধূপগুড়ি আঞ্জুমান কমিটির সম্পাদক আমজাদ খান। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা চাই মেছুয়া মহম্মদের দান করা সমস্ত জমি চিহ্নিত করে উদ্ধার করা হোক।’

১৯৪৩ সালের ২৬ নভেম্বর ধূপগুড়ি জামে মসজিদের নামে পাঁচশো একরের বেশি জমি দান করেন সেই সময়কার এক ধনী জোতদার তথা ব্যবসায়ী মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব আলতাগ্রাম, মধ্য বোরাগাড়ি, উত্তর বোরাগাড়ি এবং ফালাকাটা ব্লকের ঘাটপাড় সরুগাঁও- এই চার মৌজায় ছড়িয়ে ছিল এই বিপুল পরিমাণ জমি। দানপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয়, এই জমি থেকে যা আয় হবে তা ধূপগুড়ি জামে মসজিদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, অনাথালয় তৈরি ও পরিচালনা তথা পথচলতি মানুষের আশ্রয়ের মতো জনসেবায় কাজে লাগাতে হবে। অভিযোগ, সেসব করা দূরের কথা, উলটে কয়েক বছর আগে ধূপগুড়ি জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণের কথা বলে বেশ কিছুটা জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মসজিদের নামে থাকা ওয়াকফ জমি বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সর্বশেষ পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা মোতোয়ালি ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। তিনি সম্পর্কে জমিদাতা মেছুয়া মহম্মদের নাতি।

২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে কয়েক দফায় ১১ জনকে সাড়ে ছয় বিঘা জমি বিক্রি করেন মোতোয়ালি করিম এবং মসজিদ কমিটির সম্পাদক আতাউর রহমান। তাঁদের দাবি, জমি বেচে পাওয়া টাকা মসজিদ ভবন সংস্কারের কাজে লেগেছে।

ধূপগুড়িতে মসজিদের জমি উধাও

মসজিদের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানালেন, আইন অনুসারে ওয়াকফ সম্পত্তি দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি লিজ দেওয়া যায়। কিন্তু বিক্রি করা যায় না। যদিও জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করিমের।

এদিকে, সেই জমি কিনে বেকায়দায় পড়েছেন ভেমটিয়া এলাকার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের মতো ১১ জন। মতিয়ার বলেন, ‘দুই বছর ধরে বিএলএলআরও অফিস চষে চলেছি। আধিকারিকরা বলছেন, এই জমি ওয়াকফের। তাই আমাদের নামে রেকর্ড হবে না। তাহলে তো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।’

১৬০০ বিঘার কাছাকাছি দান করা জমির মধ্যে শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ির পূর্ব আলতাগ্রামে ৩০ বিঘা এবং ফালাকাটা ব্লকে ৩০ বিঘা মিলে মোট প্রায় ৬০ বিঘা জমি অবশিষ্ট ছিল মসজিদের কাছে। তাতেও ছিল আধিয়ার বা বর্গাদারদের দখল। প্রাক্তন কমিটির দুই কর্মকর্তা মিলে পূর্ব আলতাগ্রামের ১৩ বিঘা জমি চিহ্নিত করে তার অর্ধেক আধিয়ারদের ছেড়ে দেন। বাকি অর্ধেক জমি বিক্রি করেন।

দীর্ঘদিন ধূপগুড়ি জামে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সদস্য আবু তাহের বলেন, ‘জমি উদ্ধার ও রক্ষায় প্রশাসনিক উদ্যোগও ঢিলেঢালা।’

ধরাশায়ী খালিস্তানপন্থীরা

কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির ■ ট্রাম্প ফ্যাক্টরে 'স্থিতাবস্থা' কানাডায়

টরন্টো, ২৯ এপ্রিল : ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা বজায় থাকল কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। তবে গতবারের চেয়ে আসন কমেছে তাদের। ৩৪৩ আসনের পার্লামেন্টে কার্নির দলের ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৮টি আসন। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে মাত্র ৪টি কম। প্রধান বিরোধী দল পিয়েরে পোইলিভরের কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীরা ১৪৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী দু'দলেরই ভোট বেড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি)। ২০২১-এর চেয়ে তাদের প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কমেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১ শতাংশ দলটির বাক্সে পড়েছে। হেরে গিয়েছেন এনডিপি নেতা জগমিত সিং। নিজের আসনে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন তিনি। সেখানে জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কনজারভেটিভ প্রার্থী। এদিনই এনডিপি নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগমিত।

এনডিপির শোচনীয় ফল থেকে স্পষ্ট খালিস্তানপন্থীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা কানাডার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি শিখ ভোটের বড় অংশ যে এবার এনডিপির বদলে লিবারেল পার্টির বাক্সে পড়েছে আসনওয়াড়ি ফলে সেটা বোঝা গিয়েছে। শিখ প্রভাবিত কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। ওইসব আসনে জয়ী প্রার্থীদের অনেকেই অশিখ সম্প্রদায়ের বলে খবর।

কার্নির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তায় সেই সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'মার্ক কার্নিকে অভিনন্দন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া এবং লিবারেল পার্টির জয়ের জন্য আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।'

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে।

মার্ক কার্নি
প্রধানমন্ত্রী, কানাডা

ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী, ভারত

কানাডার ভোটে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে 'ট্রাম্প ফ্যাক্টর'। আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী কানাডার বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছেন ট্রাম্প। কানাডার পণ্যের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক চাপানো ছাড়াও দেশটিকে আমেরিকার প্রদেশ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বয়ান কানাডার জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কানাডীয় জাতীয়তাবাদে ভর করেই এবার ভোট বৈতরণি পার করেছেন মার্ক কার্নি। জাস্টিন ট্রুডোর পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর থেকে শক্ত হাতে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। তাঁর কট্টর অবস্থান লিবারেলদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় সামাল দিতে সাহায্য করেছে।

ফল ঘোষণার পর কার্নি বলেছেন, 'আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে। আমি কয়েক মাস ধরে সতর্ক করছি, আমেরিকা আমাদের কাছ থেকে জমি, সম্পদ, জল ও দেশ কেড়ে নিতে চাইছে। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিল লিবারেল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মসনদে বসছে কনজারভেটিভ পার্টি। জাস্টিন ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে মূল্যবৃদ্ধি, শরণার্থী সমস্যা, খালিস্তানপন্থীদের তাণ্ডব, কানাডা-ভারত সম্পর্কে অবনতির কারণে সরকার বিরোধিতার হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ট্রুডো ক্ষমতায় থাকলে লিবারেলদের হার নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই হিসাব বদলে দিয়েছেন প্রাক্তন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কার্নি। তাঁর চড়া সুরে ট্রাম্প বিরোধিতা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের অতিকথন যে কানাডায় কনজারভেটিভদের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার প্রধান কারণ তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

জাতীয় স্বার্থে স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল নেই : আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল কিছু নেই, যদি তা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হয়। পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই কথা জানিয়েছে।

ইজরায়েলি সংস্থার নির্মিত 'স্পাইওয়্যার' পেগাসাস সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'স্পাইওয়্যার ব্যবহার ভুল কিছু নয়। কিন্তু দেখতে হবে, সেটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যদি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে ভুল বলা যাবে না। কিন্তু অন্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে তেমন অভিযোগ উঠলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।' একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, 'দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না।'

মামলার শুনানিতে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি কোনও দেশ স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে, তাতে অসুবিধা কীসের? স্পাইওয়্যার থাকায় কোনও সমস্যা নেই। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না। তবে সংবিধানে একটি সভ্য সমাজে কোনও ব্যক্তিবিশেষের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত। সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা যেতে পারে।'

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না। তবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করছেন, তাঁরা চাইলে ওই রিপোর্টের বিষয়ে তাঁদের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।'

স্নেহের হাত... আহত হরিণ শাবককে কোলে নিয়ে চলেছেন তরুণী। মঙ্গলবার বিকানেরে।

ওয়াকফে নতুন মামলা নিতে নারাজ কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনও নতুন মামলা নিতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে বর্তমানে মোট ৭২টি মামলার শুনানি চলছে। ১৭ এপ্রিল সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৭২টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টি মামলার শুনানি করা হবে। ৫ মে সেগুলির পরবর্তী শুনানি হবে। এই অবস্থায় একই আর্জি জানিয়ে আরও যে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে, মঙ্গলবার সেগুলি শুনতে চাননি প্রধান বিচারপতি। বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা এখন আর মামলার সংখ্যা বাড়াতে চাই না। এটা চলতেই থাকবে। আর তাহলে সেগুলি সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।'প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা সমস্ত কথা শুনব। পাঁচটি মামলা ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে। আপনারা যদি অতিরিক্ত কোনও বিষয়ে সওয়াল করতে চান তাহলে একটি ইমপ্লিডমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন।'

শুভাংশু ২৯ মে মহাকাশে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আগামী ২৯ মে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করবেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু অ্যাক্সিওম মিশন ৪-এর অধীনে স্পেসএক্সের ড্রাগন স্পেসক্রাফটে চড়ে পৃথিবী থেকে মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন বিভিন্ন দেশের আরও ৩ জন মহাকাশচারী। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মহাকাশ মিশনে একটি নতুন অধ্যায় লিখতে তৈরি ভারত। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা হবেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাওয়া প্রথম ভারতীয় এবং দ্বিতীয় ভারতীয় মহাকাশচারী।' এর আগে রাকেশ শর্মা ১৯৮৪ সালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেনে।

দেশ ছাড়তে হল শহিদের মা-কেও

আমাদের কী দোষ, প্রশ্ন বিতাড়িতদের

অটারি (পঞ্জাব), ২৯ এপ্রিল : অটোরিকশায় বসে শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছেন মহিলা। অন্য এক মহিলাকে দেখা গেল তাঁর কাছ থেকে শিশুকে কোলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে। তাঁর চোখেও জল। মঙ্গলবার এরকম একাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী রইল আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট। ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কেউ রেখে গেলেন সন্তানকে, কেউ স্বামীকে। অনেকে ফিরলেন একা, বুকভরা কষ্ট আর প্রশ্ন নিয়ে।

পাকিস্তানে ফেরার সময় সীমান্তে কান্না কিশোরের। মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ৬০ জন পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভারত থেকে বিতাড়িত পাক নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন শামিমা আখতার নামে এক মহিলাও, যাঁর ছেলে মুদাসির আহমেদ বছর তিনেক আগে মারা যান জঙ্গি হামলায়। মরণোত্তর শৌর্যচক্র পেয়েছিলেন শহিদ স্পেশাল পুলিশ অফিসার মুদাসির।

পহলগাম কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক ফরমানের জেরে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। কিন্তু তাঁর শিশু সন্তান জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হওয়ায় তাকে সঙ্গে নেওয়ার হুকুম নেই মায়ের। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে যাওয়ার বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। সেই অনুমতি না থাকায় শিশুটিকে সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। সীমান্ত পেরোনোর আগে ওই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের বারেবারে প্রশ্ন করছিলেন, 'বলুন তো, মা কি সন্তানকে ফেলে একা চলে যেতে পারে?' সীমান্তে উপস্থিত লোকজনও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই দৃশ্য দেখে।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের চিকিৎসা ভিসার মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হওয়ায় আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যাওয়ার সংখ্যা এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফিরে যাওয়া বহু পাকিস্তানি নাগরিক তাঁদের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে যাঁদের পরিবার ভারতে আছে বা দীর্ঘদিন বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য অন্তত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা দিল্লির কাছে।

পাকিস্তানি নাগরিক সমরিন বললেন, 'আমি গত সেপ্টেম্বরে ৪৫ দিনের ভিসায় ভারতে এসেছিলাম। তারপর আমি এখানে বিয়ে করেছি। এখনও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা পাইনি, অথচ হঠাৎ করেই আমাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। জঙ্গিদের প্রশ্ন করুন, আমাদের দোষ কী? যাঁদের আত্মীয় ভারতে আছেন, তাঁদের তো থাকতে দেওয়া উচিত।' সমরিনের স্বামী রিজওয়ান বলেন, 'জঙ্গিরা ধর্মহীন। ওদের ফাঁসি নয়, গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের কেন বিচ্ছেদ সইতে হবে?'

আরেক পাকিস্তানি নাগরিক ইরা বলেন, '১০ বছর আগে দিল্লিতে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার আট বছরের একটি ছেলেও আছে। কোভিডের সময় আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমার নরি ভিসা (যে ভিসায় দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা থাকে না) রয়েছে। কিন্তু পহলগাম হামলার পর হঠাৎই পুলিশ এসে জানায়, আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। পহলগামে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ভুল, কিন্তু তার জন্য আমরা কেন শাস্তি পাব?'

পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য হওয়া কৃষণ কুমারের কথায়, 'আমি পর্যটক ভিসায় ৪৫ দিনের জন্য ভারতে এসেছিলাম। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। সরকার পহলগাম হামলার চক্রীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক। কিন্তু দুই পড়শি দেশকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। কারণ, অনেকেরই অর্ধেক পরিবার ওদিকে, আর অর্ধেক এদিকে।'

আটারি সীমান্তে প্রোটোকল অফিসার অরুণ পাল জানান, গত তিন দিনে মোট ৫৩৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে ৮৫০ জন ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

ন্যূনতম পেনশন হতে পারে ৩ গুণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীবর্গের সম্মানজনক অবসর জীবনের কথা মনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব শীঘ্রই এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (ইপিএস)-এর আওতায় ন্যূনতম মাসিক পেনশন তিন গুণ বাড়ানো হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে এই ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এটি বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হতে পারে।

রহস্যমৃত্যু ভারতীয়ের

অটোয়া, ২৯ এপ্রিল : আবারও শিক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু কানাডায়। অটোয়ায় চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ভারতীয় পড়ুয়া বংশীকার দেহ সোমবার সমুদ্রতীর থেকে উদ্ধার হয়। ২৫ এপ্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি বংশীকা। অটোয়ার ভারতীয় হাইকমিশন বংশীকার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। আপ নেতা দেবীন্দর সিংয়ের কন্যা বংশীকার বাড়ি পঞ্জাবের ডেরা বাসিতে। আড়াই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে কানাডায় আসেন। থাকতেন অটোয়ায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্তে নেমে দেহ উদ্ধার করে।

চিনে মৃত ২২

বেজিং, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার উত্তর চিনের লিয়াওয়ংয়ের রেস্তোরাঁয় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন ঝলসে মারা গিয়েছেন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেই অপারেটরের পাশে বাবা-দাদা

জঙ্গি যোগ পায়নি এনআইএ

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। একদিকে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে যাদের সাহায্যে জঙ্গিরা পর্যটক খুনের চক্রান্তে সফল হয়েছে সেই স্থানীয় লিংকম্যানদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন জিপলাইন অপারেটর। নাম মুজাম্মিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত মুজাম্মিল 'আল্লাহ আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁকে তলব করেছিল এনআইএ। মঙ্গলবারও মুজাম্মিলকে কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তাঁর জঙ্গি যোগের প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি এনআইএ-র কর্তাদের। বিপদ বুঝে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তিনি আল্লাহ আকবর বলেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুজাম্মিলের বাবা ও দাদা তাঁকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

তাঁর বাবা বলেন, 'আমি ভিডিওটি দেখিনি। তবে আমরা মুসলিম। আমরা ঝড় এলেও অনেক সময় আল্লাহ আকবর বলি।'

মুজাম্মিলের দাদার মতে, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, গুলির শব্দ শুনেছিল মুজাম্মিল। কিন্তু সেটা জঙ্গি হামলা কি না বুঝতে পারেননি। ভয়ংকর কিছু ঘটছে আঁচ করে বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন।

মুজাম্মিলের দাদা বলেন, 'ভাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল ভয়ানক কিছু ঘটেছে। বাড়িতে এসে আমাকে সেই কথা বলেছিল। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছুই জানে না।'

যে ভিডিও ফুটেজে মুজাম্মিলকে দেখা গিয়েছে সেটি তুলেছেন ঋষি ভাট নামে একজন পর্যটক। তাঁর দাবি, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তিনি জিপলাইনে চড়ে ছিলেন। প্রথমে জিপলাইনে উঠেছিলেন ঋষির স্ত্রী, ছেলে। তখন মুজাম্মিলের মুখে ওই বাক্য শোনা যায়নি। তিনি জিপলাইনে ওঠার পরেই আল্লাহ আকবর বলে ওঠেন ওই অপারেটর। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জঙ্গিদের গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলায় প্রহারে মৃত্যু: পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তান শব্দের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা তুঙ্গে। মানুষ ক্রুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ম্যাঙ্গালুরুতে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন এক ব্যক্তি বার বার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকায় তাঁকে বেধড়ক পেটাল আশপাশের মানুষ বলে অভিযোগ। মারের চোটে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৭ এপ্রিলের ঘটনা। খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইকে শান্ত, সংযত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার ঐতিহ্য আছে।' ম্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রচুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কথা রয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুতে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। সময় মতো চিকিৎসা না মেলায় ওই ব্যক্তি মারা যান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

'গায়েব' মোদিকে ঘিরে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : রাজনীতির চাপে শাসক-বিরোধী বেনজির সন্ধিতে আপাতত ইতি। পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের নিহত হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। যাবতীয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য পাশে সরিয়ে ফিল গুড হাওয়া বইতেও শুরু করেছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই যাবতীয় ঐক্যকে পিছনে ফেলে ফের সামনের সারিতে রাজনীতি। জঙ্গি হামলার ৭ দিন পরও হামলাকারী ও তাদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করায় এবং সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজির থাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। আর সেই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি দেশের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুরে কথা বলার পালটা অভিযোগ তুলেছে। হাত শিবিরকে 'লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস' বলে পালটা তোপও দেগেছে গেরুয়া শিবির।

সোমবার দেশের প্রধান শাসক ও বিরোধী দলের তর্জার সূচনা হয় এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো দেখতে ওই ছবিতে কোনও মুণ্ডু ছিল না। ছিল না হাত ও পায়ের খানিকটা অংশও। ছবিটিতে থাকা ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ কুর্তা, সাদা পায়জামা এবং কালো জুতো। ওই ছবির সঙ্গে লেখা ছিল, 'দায়িত্ব পালনের সময়ে নিখোঁজ।' পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ আহমেদ হুসেন চৌধুরী কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'গাধার মাথায় শিং গজায় না বলে শুনেছিলাম। আর এখন মোদিরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' গোটা ঘটনায় কংগ্রেসকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে এদিন বলেন, 'পাকিস্তানের সমর্থক হল কংগ্রেস। আমাদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় দল আছে। কিন্তু আমরা ওদের লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস বললে কোনও ভুল হবে না। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেসের তরফে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, 'এখানে মীরজাফরের সমর্থকরা রয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করাটা এখন লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধির নির্দেশেই এই কাজটি করা হয়েছে। এই সংবেদনশীল সময়ে কংগ্রেস ভারতকে দুর্বল করতে চাইছে।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের তোপ, 'কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা কীসের বাধ্যবাধকতায় পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে এবং তাদের সমর্থন করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ওদের কি রক্ত ফুটছে না? প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে না?' সম্প্রতি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের এক আধিকারিক ভারতীয় প্রতিবাদীদের বিক্ষোভের সময় গলা কাটার ইশারা করেছিলেন। সেই ছবি দিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে বিজেপি।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, 'সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও পদক্ষেপ করছেন না। সর্বদলীয় বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই দাবি তুলেও ছিলাম। সংসদে আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর।' এই তর্জার মধ্যেই বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম ইস্যুতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

পাকিস্তান 'দুর্বৃত্ত দেশ': ভারত

নিউ ইয়র্ক, ২৯ এপ্রিল : পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথা দিয়েই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে বিঁধল ভারত। শাহবাজ শরিফ সরকারের মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ সাম্প্রতিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসই বলে তাঁর দেশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ, প্রশিক্ষণ, সমর্থন দিয়ে সাহায্য করেছে। মন্ত্রীর সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিলেন। পাকিস্তান সন্ত্রাসের মদতদাতা, বহুদিন থেকে তা শোনা গিয়েছে। কিন্তু কোনও পাক মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এভাবে সরাসরি বলতে কখনও দেখা যায় না। যোজনা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ যেভাবেই হোক না কেন তা নিন্দনীয়।'

নিউ ইয়র্কে রাষ্টসংঘের সন্ত্রাস-বিরোধী কার্যালয়ে সোমবার সন্ত্রাসবাদের শিকার অ্যাসোসিয়েশন নেটওয়ার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন যোজনা প্যাটেল। অনুষ্ঠানে পাকপ্রতিনিধি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসী হানার কথা উল্লেখ করে ভারতের দিকে অভিযোগের তির ছোড়েন। তারই পালটা জবাবে যোজনা বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এক প্রতিনিধি এই ফোরামের অপব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। আসলে সন্ত্রাসের ইন্ধনদাতা পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। গোটা বিশ্ব পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস ও পাক ইতিহাস নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য জেনেছে।'

যোজনা জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে কেউ বিস্মিত হননি। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো পাকিস্তান এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। বিশ্ব আর চোখ বুজে থাকতে পারছে না। আমার আর কিছু বলার নেই।' খাওয়াজ আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জানেন, আমরা তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পশ্চিমী বিশ্বের জন্য এই নোংরা কাজ করে এসেছি। জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত, প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানের।'

বিস্ময়বালকে মুগ্ধ শচীনরাও

দ্রাবিড়কে বৈভবের কথা বলেন লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : বেবিস ডে আউট।

সোমবার সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কার্যত তারই প্রতিফলন। অপার বিস্ময়ে দর্শকরাও যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন। সবচেয়ে কম বয়সে টি২০ ফরম্যাটে শতরানের বিশ্বরেকর্ড। আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি থেকে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা-বৈভব তেজে লন্ডভণ্ড একঝাঁক নজির।

বিস্ময়বালকের যে আইপিএল উত্থানে নাকি জড়িয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণও। রাহুল দ্রাবিড়কে বৈভবের প্রতিভার কথা জানান ভিভিএস। যে মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই নিলামে দ্রাবিড়ের দল রাজস্থান রয়্যালস ১.১ কোটিতে কেনে বৈভবকে। মেগা লিগের আগে দ্রাবিড়ও জানিয়েছিলেন, দুর্দান্ত প্রতিভা। তবে আরও কিছুটা সময় ঘষেমেজে তবেই আইপিএলের 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নামাবেন তাঁর খুদে অস্ত্রকে।

অপেক্ষার শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ১৯ এপ্রিল। অভিষেক ম্যাচে ভালো শুরু করেও ৩৪-এ আটকে যান। ভেজা চোখে ফিরেছিলেন। সোমবার কাঁদিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের নামীদামি বোলারদের। ৩৫ বলে শতরানের মাইলস্টোনে পৌঁছোনোর পর পায়ের সমস্যা ভুলে হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন 'হেডস্যর' দ্রাবিড়ও।

লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ভারতীয় যুব দলের হয়ে একটা ম্যাচে ৩৬-এ আউট হয়ে ফেরার পর সাজঘরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সূর্যবংশী। তখন পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন, রান নয়, টেকনিক, দক্ষতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবের মধ্যে যা ভীষণভাবে রয়েছে। বিহারে ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত নয়। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, পরিবার চাইছিলেন, এমন কোথাও যাক, যেখানে শিখতে পারবে। লক্ষ্মণের সুপারিশ, দ্রাবিড়ের প্রচেষ্টায় রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে সুযোগ।

বাকিটা আপাতত সবার সামনে। শচীন তেন্ডুলকার থেকে ব্রায়ান লারার মতো মহাতারকার প্রশংসা প্রাপ্তি।

সংখ্যায় সূর্যবংশী

১৪ বছর ৩২ দিন বৈভব সূর্যবংশী কনিষ্ঠতম হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে শতরান করলেন।

৩৫ শতরান করতে বৈভব ৩৫ বল নিলেন। যা আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। রানতাড়ায় নেমেও যা দ্রুততম সেঞ্চুরি।

১৭ বৈভব ১৭ বলে পঞ্চাশের গণ্ডি টপকান। আইপিএলে আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে যা দ্রুততম অর্ধশতরান।

১১ বৈভবের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। আইপিএলে এক ইনিংসে যা যুগ্মভাবে সর্বাধিক।

১৪ বছর ৩২ দিন কনিষ্ঠতম হিসেবে আইপিএলে ম্যাচের সেরা হলেন বৈভব।

১০.২ ওভার আইপিএলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১১ ওভারের মধ্যে বৈভব শতরান করলেন।

৩ আইপিএলে প্রথম শতরান করতে বৈভবের তিনটি ইনিংস লাগল। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বনিম্ন।

৯৩.০৬ বৈভবের ইনিংসে চার-ছক্কার শতাংশ। পুরুষদের টি২০-তে শতরানের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

৫২ পাওয়ার প্লে-তে বৈভবের রানসংখ্যা। আইপিএলে টিনএজার হিসেবে যা সর্বাধিক।

১৬৬ ওপেনিং জুটিতে বৈভব-যশস্বী জয়সওয়াল ১৬৬ রান তোলেন। রাজস্থান রয়্যালসের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

শচীন তেন্ডুলকার দুরন্ত ইনিংসের নেপথ্যে বৈভবের ভয়ডরহীন মানসিকতা, ব্যাট স্পিড, দ্রুত বলের লেংথ বুঝে নেওয়া। যার ফল ৩৮ বলে ১০১। সাবাস।

ব্রায়ান লারা যদি প্রশ্ন করো, আমি কি আনন্দ পেয়েছি? বলব, নিশ্চিতভাবে তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ।

ইউসুফ পাঠান অভিনন্দন ইয়ং বৈভব ভারতীয় হিসেবে আইপিএলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ভাঙার জন্য। ভালো লাগছে, তুমিও আমার মতো রাজস্থান রয়্যালসের। তরুণদের জন্য দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি। আরও অনেক পথ বাকি চ্যাম্প।

মহম্মদ সামি দুর্দান্ত প্রতিভা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শতরান। আরও এগিয়ে যাও ব্রাদার।

বৈভব সূর্যবংশী শতরান করতেই হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন রাহুল দ্রাবিড়।

যুবরাজ সিং বৈভব সূর্যবংশী। নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন ক্রিকেট। আগামী প্রজন্মকে দেখে গর্ববোধ করছি। চোদ্দোতেই কামাল। বিশ্বের সেরা বোলারদের অনায়াসে উড়িয়ে দিল!

রোহিত শর্মা ক্লাস।

আরপি সিং ১৪ এবং ভয়ডরহীন। এটাই নতুন ভারত। দুরন্ত ইনিংস বৈভব।

দশ বছরেই ৯০ মিটার ছক্কা মারত সূর্যবংশী

ছেলের জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন বাবা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, স্বপ্নপূরণের তাগিদ।

ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরির জন্য বাবা চাকরি ছেড়েছিলেন। মা রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। ভোরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে প্র্যাকটিসের জন্য প্রস্তুত করা। বাবার কাজ ছিল ছেলের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণে সর্বক্ষণের সঙ্গী। সোমবার যার ফল দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। ৩৫ বলে শতরান। কাদের বিরুদ্ধে? মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খান, ইশান্ত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণা!

২০১৭ সালে বাবার সঙ্গে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ৬ বছরের বৈভব সূর্যবংশী।

সবে চোদ্দোয় পা রাখা সূর্যবংশীর যে আগুনে ব্যাটিং আপাতত আপাদমস্তক বিস্ময়। বল দেখে খেলি, বোলারের নাম দেখে নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভারতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ১১ ছক্কায় সাজানো গতকালের ইনিংসে 'নয়া তারকার' উত্থানের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। স্বপ্নপূরণ বৈভবের। স্বপ্নপূরণ তাঁর পরিবারের।

ইশান্ত, রশিদদের বলকে যেভাবে গ্যালারিতে ফেলেছে, অবাক ক্রিকেটমহল। এই বয়সে এতটা পাওয়ার? ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা আরও অবাক করা কথা শোনালেন। জানান, দশ বছর বয়সেই ৯০ মিটার ছক্কা মারতে পারত বৈভব! ২০২২ সালে অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের এক প্রস্তুতি ম্যাচে ১১৮ করে। বৈভবের ছক্কা মারা দেখে সবাই অবাক। এক একটা ছক্কা তো ৬০-৬৫ মিটার লম্বা বাউন্ডারি পার করে আরও ৩০-৩৫ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে!

সহজে অবশ্য এই জায়গায় পৌঁছোয়নি সূর্যবংশী। বাবা ছেড়েছিলেন চাকরি। লক্ষ্যপূরণে প্রিয় মাটন ও পিৎজা খাওয়া ছাড়ে ছোট্ট বৈভব। কোচ মণীশ ওঝা সেই গল্প শোনালেন। বলেছেন, 'বাচ্চা ছেলে। চিকেন-মাটন খেতে খুব ভালোবাসে। যতই দাও ঠিক শেষ করে দেবে। আর পিৎজা। কিন্তু ওর খাবারের তালিকা থেকে কবে মাটন, পিৎজা সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আজও অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলে। অনুমতি ছাড়া ছুঁয়ে দেখে না।'

মণীশের মতে, বৈভবের মূল সম্পদ ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা। ব্রায়ান লারার ভক্ত। তবে যুবরাজ সিং, লারার মিশেল রয়েছে ব্যাটিংয়ে। বিশেষত, আগ্রাসন একেবারে যুবরাজের মতো। রশিদকে মারা ছক্কায় শতরান হোক বা ইশান্ত শর্মার ওভারে ২৮ নেওয়া- তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডের ইনিংসে।

বৈভবের বাবার কথায়, এই দিনটা দেখার জন্য আশায় ছিলেন। সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'আইপিএলে ৩৫ বলে শতরান! নিজের দল রাজস্থান রয়্যালসকে জয় উপহার দেওয়া। সবকিছু স্বপ্নের মতো। আমাদের মতো গোটা বিহার, দেশ ওর এই সাফল্যে গর্বিত, খুশি। বৈভবের পাশে থাকা, ওকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজস্থান ম্যানেজমেন্টের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।' রাজ্যের নয়া ক্রিকেট নক্ষত্রের যে কীর্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিহার সরকার ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ছেলের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিভার সন্ধান নিজেই পেয়েছিলেন। ঠিক করেন চাকরি ছেড়ে বৈভবের সঙ্গে পড়ে থাকবেন। পাশে পেয়েছেন বিহার ক্রিকেট সংস্থাকে। তবে সঞ্জীব সূর্যবংশী মানছেন, গত ৩-৪ মাসে রাজস্থান রয়্যালস ওকে ঘষেমেজে নিয়েছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রতি। কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাকি কোচদের। বৈভবের বাবার কথায়, দ্রাবিড় স্যরদের হাতে পড়ে তাঁর ছেলের টেকনিক আরও ধারালো, উন্নত হয়েছে।

আর পরিশ্রম করতে সবসময় প্রস্তুত বৈভব। প্রতিদিন ৩৫০-৪০০ বল খেলে প্রস্তুতিতে। যতক্ষণ না খেলবে, পড়ে থাকবে। তেরো বছরে রনজি ট্রফি খেলে নজির গড়েন। বিহারের হয়ে সাফল্যও মেলে। তারপর একেবারে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে ঢুকে পড়া এবং সাফল্য। পুরস্কারস্বরূপ ১.১ কোটিতে নিলামে রাজস্থানের হাত ধরে আইপিএল পরিবারে ঢুকে পড়া। পা মাটিতে থাকলে ভারতীয় দলও খুব বেশি দূর নয়।

আজ হারলেই প্লে-অফের আশা শেষ চেন্নাইয়ের

দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল : চিপক দ্বৈরথে অন্যতম ফ্যাক্টর ধরা হচ্ছে যুযবেন্দ্র চাহালকে।

বল হাতে বেশ ভালো ফর্মে রয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বুধবার চাহালের লেগস্পিন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পাঞ্জাব কিংসের। সেই চাহালকে কি না ব্যাট উপহার প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির! মাহির থেকে উপহার পেয়ে সোজা দৌড় নিজের ডাগআউটে।

কিংস সতীর্থদের উপহার দেখান চাহাল। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাট নিয়ে চাহাল কী করবেন? চাহালকে নিয়ে মজা করার যে সুযোগ হাতছাড়া করেননি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য। ব্যাট নিয়ে চাহাল কতটুকু দাগ কাটতে পারবেন, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আগামীকাল চিপকের পাঞ্জাব-চেন্নাই ম্যাচে প্রীতি জিন্টা দলের অন্যতম ভরসা প্রিয়াংশ।

মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রিয়াংশের ৪৩ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস ব্যবধান গড়ে দেয়। আগামীকাল চিপকে কি তেমন কোনও ঝড় উঠতে চলেছে? ২৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন প্রিয়াংশ। সঙ্গী

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের জন্য অনুশীলনে চলেছেন প্রিয়াংশ আর্য।

ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের সঙ্গে লম্বা পার্টনারশিপে নাইট বোলারদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুঁড়িয়ে দেন।

আগামীকাল রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, নুর আহমদদের বিরুদ্ধে ভালো শুরুর চ্যালেঞ্জ প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান সিংয়ের ওপর। বৃষ্টির কারণে কেকেআর ম্যাচে পুরো পয়েন্ট আসেনি। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকলেও প্লে-অফের দৌড় যেভাবে জমে উঠেছে, উনিশ-বিশে সমস্ত প্রচেষ্টায় জল পড়ে যেতে পারে।

নড়বড়ে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাই পুরো ২ পয়েন্টেই চোখ শ্রেয়স আইয়ারদের। বর্তমান ফর্মের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে প্রীতি জিন্টার দল। ব্যাটিংয়ে শ্রেয়সরা যেমন রয়েছেন, তেমনই প্রিয়াংশের মতো তরুণরাও ভরসা জোগাচ্ছেন। বোলিংয়ে অর্শদীপ সিং, চাহালরা কড়া চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চাপে থাকা চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের জন্য।

৯ ম্যাচে মাত্র দুইটিতে জিতে লিগ টেবিলের লাস্টবয় চেন্নাই। বিদায় কার্যত নিশ্চিত। অঙ্কের হিসেবে ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। সবমিলিয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ধোনিদের। আর একটা হার মানে, প্রথম দল হিসেবে ছিটকে যাওয়া। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য যা মোটেই মানানসই নয়। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং মানছেন, নিলামের ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

এই মুহূর্তে যা মেরামত করার সুযোগ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর ছক। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা থেকে রাচিন রবীন্দ্র- হতাশার তালিকা বেশ লম্বা। মেজাজ হারাচ্ছেন 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনিও। মাঠের মধ্যেই সতীর্থদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। যদিও বাস্তব হল, দলের চলতি ব্যর্থতার জন্য দায়ী মাহি নিজেও। পাঞ্জাব শিবির তখন অধিনায়ক শ্রেয়সে মজে। মালকিন প্রীতি জিন্টার কথায়, দলের সৌভাগ্য শ্রেয়সের মতো নেতা পেয়েছে। মাহিকে নিয়ে নিন্দুকদের অভিযোগ, অযথা আইপিএল কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে গিয়ে দলকে বিপদে ফেলছেন। কাঠগড়ায় 'টেস্ট সুলভ' ব্যাটিং মানসিকতা। যা পালটানো সহজ নয় মাইক হাসিদের পক্ষে। তবে ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের আগ্রাসী মনোভাব কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। এদিন আবার ব্রেভিসের জন্মদিন ঘিরে কিছুটা টাটকা বাতাস চেন্নাইয়ের গুমোট সাজঘরে।

আগামীকাল পাঞ্জাব-দ্বৈরথে যে অক্সিজেন কতটা কাজে আসবে সেটাই দেখার।

INDIAN PREMIER LEAGUE **আইপিএলে আজ**

চেন্নাই সুপার কিংস
বনাম
পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

স্নেহ জালে বন্দি প্রোটিয়ারা

কলম্বো, ২৯ এপ্রিল : চলতি বছর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে ভালো ছন্দে ভারতীয় মহিলা দল। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় স্পিনার স্নেহ রানার (৪৩/৫) জালে বন্দি হল দক্ষিণ আফ্রিকা।

হরমনপ্রীত টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর গত ম্যাচের ফর্ম এদিনও বজায় রাখেন প্রতীকা রাওয়াল (৭৮)। শেফালি ভার্মার জায়গায় সুযোগ পাওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চলেছেন ২৪ বছরের এই ওপেনার। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে অর্ধশতরান করলেন প্রতীকা। সেইসঙ্গে ৮ ইনিংসে ৫০০ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন তিনি। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম। পিছনে ফেলে দেন ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ডকে।

স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)-প্রতীকার ৮৩ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। স্মৃতি আউট হওয়ায় জুটি ভাঙলেও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন প্রতীকা। কিন্তু ৭১ রানে জীবন পাওয়ার পর ইনিংস লম্বা করতে পারেননি তিনি। তবে মিডল অর্ডারে উপযোগী ব্যাটিং করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৪১), জেমিমা রডরিগেজ (৪১)। চলতি বছরে ওডিআইয়ে প্রথমবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেন হরমনপ্রীত। শেষদিকে শিলিগুড়ি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (১৪ বলে ২৪) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দলের স্কোর বাড়িয়ে দেন। ভারত থামে ২৭৬/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারাও শুরুটা ভালো করেছিল। তাদের ১৪০ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন দীপ্তি শর্মা (৪০/১)। এরপরই আসরে নামেন স্নেহ। গত ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ভেঙেছিলেন। এদিন ফিরলেন ওডিআই কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার নিয়ে। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া তানজিম ব্রিৎজ (১০৯) শেষদিকে নামলেও তিনিও স্নেহর শিকার হন। স্নেহর স্পিন বুঝতে না পেরে ৮০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬১ রানে তারা অল আউট হয়।

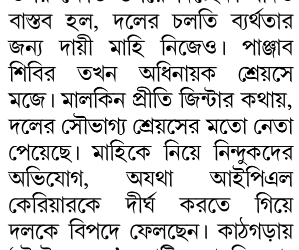

৫ উইকেট নিয়ে স্নেহ রানা।

বাগানে ফুল ফোটাতে চান সুহেল-আশিকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের পরেও ভাবনার বদল হচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবিরে। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাকে শুধুই 'আরও একটা ম্যাচ' হিসেবেই দেখছেন কোচ বাস্তব রায়।

কেরালা ব্লাস্টার্সকে যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই রিজার্ভ দল হারিয়ে দেবে, এমনটা সম্ভবত দলের অতি বড় সমর্থকও ভাবেননি। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে তাদের আগুনে পারফরমেন্সের জেরে যেভাবে শুরুতেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনের কাজটা করে ফেলায় এবার সেমিফাইনালে এফসি গোয়াকে হারানোও সম্ভব, এমন চিন্তাভাবনা করার লোক বাড়ছে। আর এসব থেকেই এখন ছেলেদের আড়াল করার বাড়তি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বাস্তব। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাঁর প্রায় কাতর আবেদন, 'একটা জয়ের পর বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তাতে ফুটবলারদের ফোকাস নড়তে পারে, চাপ বাড়তে পারে। আমার একটাই আবেদন, ওদের বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলে। ওদের খেলতে

চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা বাস্তবের

সুপার কাপে আজ (সেমিফাইনাল)

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **এফসি গোয়া**
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট, **স্থান :** ভুবনেশ্বর

মুম্বই সিটি এফসি বনাম **জামশেদপুর এফসি**
সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** ভুবনেশ্বর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

দিন।' ফুটবলাররা অবশ্য এক জয়ের পর বাড়তি উদ্বুদ্ধ। 'আব তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মতো মনোভাব নিয়ে গোয়াকেও আর বাড়তি খাতির করতে রাজি নন। বরং আশিক কুরুনিয়ান পরিষ্কার বলে দিলেন, 'জানি গোয়া দারুণ দল। ওদের সত্যিই খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। তবে আমরাও লড়াই জারি রাখছি। আশা করি একটা দারুণ ম্যাচ হবে। আমরা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরব, এটুকু কথা দিতে পারি।'

আইএসএলে লিগ-শিল্ড জয়ের দৌড়ে দুই দলের মধ্যে ছিল যাকে বলে কাঁটে কা টক্কর। কিন্তু সুপার কাপে ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে তারকাখচিত ও পূর্ণ শক্তির এফসি গোয়া। তাই বাস্তবও তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ছেলেদের হালকা মেজাজে রাখতে চাইছেন। তিনিও জানেন, এই ম্যাচ হেরে গেলে তাঁর দলের বাড়তি কোনও সমালোচনা হবে না। বরং সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছোনোর জন্য প্রশংসাই পাবেন সুহেল আহমেদ বাট-সালাউদ্দিন আদনানরা। সুপার কাপে বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের ছেলেদের জন্য নির্দেশ, 'এটা সবাই জানে যে গোয়া আগের ম্যাচে খেলা কেরালার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল। তাই আমাদের ভাবনা বদলাচ্ছে না। আমাদের কাজ হল, ছেলেদের মোটিভেট করে ফোকাস ধরে রাখা। ওরাও তৈরি। আমি শুধু বলব, মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করো। আর নতুন কিছু নয়।' আগেরদিনের মতোই এই ম্যাচও মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে। যদিও এসব নিয়ে বাড়তি ভেবে নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে রাজি নয় সবুজ-মেরুন শিবির। বরং বাস্তব বলেছেন, 'এই সময়ে খেলতে হবে এটা জেনেই তো আমরা এখানে এসেছি।' দলের সঙ্গে আসা ২৫ জন ফুটবলারই ফিট বলে জানান বাস্তব।

গোয়ার কাছে অবশ্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছেই আইএসএল শিল্ড হারানোর পরে। শিল্ড হারানোর বেদনা যে এখনও আছে একথা বোঝা যায় যখন মোহনবাগান প্রায় পুরো ভারতীয় দল বা জুনিয়ার দল এনেছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মানোলো মার্কুয়েজ বলেছেন, 'ওদের মতো অন্য অনেক দলই এক বা দুই বিদেশি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া মোহনবাগানের হয়ে যারা খেলছে তাদের অনেকেই বেশিরভাগই আইএসএল স্কোয়াডে ছিল। মোটেই সহজ ম্যাচ হবে না আমাদের কাছে।' মোহনবাগান যেখানে খোলা মনে বুধবার বিকেলে নামবে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে তখন গোয়ার সামনে থাকবে ট্রফি জয়ের পাহাড়প্রমাণ চাপ। এখন দেখার সুহেলরা আবারও বাগানে ফুল ফোটান নাকি ট্রফির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যায় মানোলোর দল।

অন্য সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হবে জামশেদপুর এফসি।

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাট। ভুবনেশ্বরে।

জুনেই হয়তো ব্রাজিলের দায়িত্বে আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২৯ এপ্রিল : লা লিগায় আর পাঁচ ম্যাচ বাকি রিয়াল মাদ্রিদের। এই পর্বে মাদ্রিদ জায়েন্টদের কোচ হিসাবেও আর হয়তো ওই পাঁচটা ম্যাচই ডাগআউটে থাকবেন কার্লো আন্সেলোত্তি। ব্রাজিলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় রিয়াল কোচ হিসাবে জোড়া লা লিগা, জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন আন্সেলোত্তি। তবে এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোস শিবিরের সঙ্গী কেবলই হতাশা। লা লিগা জয়ের আশাও ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। তাই আরও এক বছরের চুক্তি থাকলেও রিয়াল ছাড়তেই হচ্ছে আন্সেলোত্তিকে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ২৫ মে লা লিগায় শেষ ম্যাচের পরই মাদ্রিদ ছাড়বেন তিনি। সেক্ষেত্রে নতুন কোচের অধীনেই ক্লাব বিশ্বকাপ খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ব্রাজিল কোচের হটসিটেই বসছেন আন্সেলোত্তি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর রিও ডি জেনেইরো যাওয়ার কথা। সেখানেই হয়তো চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করবেন। ব্রাজিল ফুটবলের ইতিহাসে এতদিন যাঁরা দায়িত্ব সামলেছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেদেশেরই নাগরিক। আন্সেলোত্তির হাত ধরে সেই ধারা ভাঙতে চলেছে। দায়িত্ব নিয়ে ইতালিয়ান কোচ সাম্বার দেশের ফুটবলের গরিমা ফেরাতে পারেন কি না, তাই এখন দেখার।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
অফার চলবে
২৭-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত
৫০% ছাড় মজুরিতে
কোনও শর্তাবলী নেই
প্রতি কেনাকাটায় Lucky Draw-তে জিতে নিন অক্ষয়ডালা
গোল্ড কালেকশন
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK*
SBI card
*Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 24 Apr - 30 Apr 2025. T&C Apply.
আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা):
তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২৯৩৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0424

নারায়ণ-মন্ত্রে বেঁচে নাইটদের স্বপ্ন

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২০৪/৯
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯০/৯

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কী অদ্ভুত মিল দুই দলের!

প্রথম দল দুর্দান্ত শুরুর পরও আচমকা রানের গতি কমিয়ে ফেলেছিল। শেষ চার ওভারে করেছিল ৩৬। অপর দলও একইরকম। শুরুর বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ঠিক যখন মনে হচ্ছিল, তারা ম্যাচের রাশ নিয়ে নিয়েছে। তখনই শুরু হল সুনীল নারায়ণ (২৯/৩) ম্যাজিক। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল নারায়ণ মন্ত্র। দোসর হিসেবে শেষবেলায় উদয় হলেন বরুণ চক্রবর্তীও (৩৯/২)। আর সেই নারায়ণ-বরুণে ভর দিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রইল। ১৪ রানের জয়ের পর ১০ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন আপাতত বেঁচে রইল।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যার মধ্যে মিশে থাকে জীবনের গল্পও। আজ রাতে নারায়ণ তাঁর সেরা উদাহরণ হতেই পারেন। টসে হেরে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে দুর্দান্ত শুরুর পরও শেষ দিকে রানের গতি কমে গিয়েছিল কেকেআরের। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৪/৯-এ থমকে যায় নাইটদের ইনিংস। শুরুতে একটা সময় ভাবা হচ্ছিল, অন্তত ২৩০ হবে আজ। বাস্তবে সেটা হয়নি। রান তাড়ার সময় দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিংয়েও একই ছবি। অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (২৩ বলে ৪৩) ও ফাফ ডুপ্লেসিরা (৪৫ বলে ৬২) যখন ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল অনায়াসে জয় আসবে। কিন্তু নারায়ণ-বরুণ ম্যাজিক শুরু হতেই ঘূর্ণির সাগরে হারিয়ে গেল দিল্লি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ১৯০/৯ স্কোরে থেমে যায় দিল্লি। বাইশ গজে ব্যাট হাতে তেমন ছন্দ দেখাতে না পারলেও বার্থ ডে বয় আন্দ্রে রাসেল মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ ওভার করে বুঝিয়ে দিলেন, বয়স শুধুই একটি সংখ্যা তাঁর কাছে। শুধু কী তাই, কেকেআর আজ তাদের নতুন অধিনায়কও পেয়ে গেল। আজিঙ্কা রাহানে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়ে বাইরে যাওয়ার পর থেকেই দলকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিলেন নারায়ণ।

৩ উইকেট নেওয়া সুনীল নারায়ণকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

দ্রে রাসের ব্যাট যেদিন চলবে, ঘুচে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যাবতীয় কালিমা। কিন্তু কেকেআর টিম টিম ম্যানেজমেন্ট বুঝলে তো! দুই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১২ বলে ২৬) ও নারায়ণ (১৬ বলে ২৭) পাওয়ার প্লে-কে কাজে লাগিয়ে মরশুমে প্রথমবার দারুণ শুরু করেছিলেন। তিন ওভারে হয়ে গিয়েছিল ৪৮। মিচেল স্টার্কের (৪৩/৩) ওয়াইড ইয়র্কারে ঠকে গিয়ে গুরবাজ ফেরার পরও নারায়ণ, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (১৪ বলে ২৬), অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা (৩২ বলে ৪৪) চেষ্টা করেছিলেন শুরুর ঝড়কে রাতের কালবৈশাখীতে পরিণত করার। দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর (২৭/২), কুলদীপ যাদব (২৭/০), ভিপরাজ নিগমদের (৪১/২) ঘূর্ণির মায়াজালের সুবাদে দুর্দান্ত শুরু কাজে লাগেনি নাইটদের।

পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। বাকি পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জিততে হবে, এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে গতবারের আইপিএল জয়ী কেকেআর। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ধারাবাহিকতার পাশে প্রয়োজন ছিল আগ্রাসী ক্রিকেটের। এমন এক ভয়ডরহীন ক্রিকেট, যা দলকে তাতিয়ে দেবে। রাহানের অনুপস্থিতিতে নারায়ণের নেতৃত্বে সেটাই করে দেখাল কেকেআর। ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ফ্লপ শো আজও অব্যাহত ছিল। ৫ বলে ৭ রান করে একরাশ হতাশা উপহার দিয়ে ভেঙ্কি ফেরার পরও কেন রাসেল ডাগআউটকে ব্যাট হাতে বসে রইলেন, কে জানে। রোভমান পাওয়েলের (৫) কথাও ভাবা হল না। বদলে রিঙ্কু সিংয়ের (২৫ বলে ৩৬) উপর আস্থা রাখলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

টস জয়ের পর দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর বলেছিলেন, ১৯০ রানের উইকেট। বাস্তবে দেখা গেল, তাঁর পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ আরও মন্থর হয়ে গিয়েছিল। সেই মন্থর উইকেটে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল কেকেআর। আর সেই জয়ের নেপথ্য নায়ক হিসেবে থেকে গেলেন নারায়ণ। বার্থ ডে বয় রাসেলের হাসি রাতের অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনেক কথা বলে দিচ্ছিল। যদিও নাইট শো-র এখনও অনেক বাকি।

৪৪ রানের ইনিংসে নাইট রাইডার্সকে ভরসা দিলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	নেট রান রেট	পয়েন্ট
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১০	৭	৩	০	০.৫২১	১৪
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১০	৬	৪	০	০.৮৮৯	১২
গুজরাট টাইটান্স	৯	৬	৩	০	০.৭৪৮	১২
দিল্লি ক্যাপিটালস	১০	৬	৪	০	০.৩৬২	১২
পাঞ্জাব কিংস	৯	৫	৩	১	০.১৭৭	১১
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১০	৫	৫	০	-০.৩২৫	১০
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১০	৪	৫	১	০.২৭১	৯
রাজস্থান রয়্যালস	১০	৩	৭	০	-০.৩৪৯	৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৯	৩	৬	০	-১.১০৩	৬
চেন্নাই সুপার কিংস	৯	২	৭	০	-১.৩০২	৪

ফাইনালে স্যাফায়ার্স

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স। মঙ্গলবার প্রথম কোয়ালিফারে তারা ৫ উইকেটে বিএসকে বলরামকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে বলরাম ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। গৌরব প্রধান ৩২ রান করেন। আদিত্য শর্মা ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্যাফায়ার্স ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। সাত্যকি দত্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

পরে এলিমিনেটরে জন্নত রয়্যালস ২ উইকেটে আরএস গ্ল্যাডিয়েটরের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে গ্ল্যাডিয়েটর ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকারের অবদান ৩৫ রান। রাজবীর সিং ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ৮ উইকেটে ১১৪ রানে পৌঁছে যায়। অভিষেক মজুমদার ৪৬ রান করেন। বাবু দে-র শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট।

টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন বোধিসত্ত্ব, সোহম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‌্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বোধিসত্ত্ব চৌধুরী। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রিয়াংশু কর্মকারকে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। রানার্স হুগলির রূপম সর্দার।

ট্রফি নিয়ে বোধিসত্ত্ব চৌধুরী ও প্রিয়াংশু কর্মকার।

NOTICE INVITING E- TENDER
T-Tender is hereby invited by undersigned vide-**NIT No. 03/5th SFC/KUGGP/24-25, Dated : 29.04.2025 (Sl.no 01 & 02)** last date of Tender Paper dropping: **13.05.2025** upto **15.00 Hrs**. Other details are available at www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Kumargram Gram Panchayat

e-Tender Notice
Office of the Malangi GP
Due to lack of quorum NIT No 15/24-25 sl no 1, NIT No 16/24-25 sl no 1 NIT No 17/24-25 sl No 3 NIT No 18/24-25 sl no. 1 dated 06.03.25 1st Call has been cancelled and fresh call be called. For further details following site may be visited **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Malangi GP

NOTICE OF e-NIT (E-Tender)
e-NIT is hereby invited by undersigned vide-
e NIT No.01/PKGP/etender/25-26 Dated : 28/04/2025
Date of sale of Tender Form on any working day from 28.04.25 to 06.05.25 (From 11.00 AM to 5.00 P.M) Last date of dropping of sealed Tender Form on or before : 06.05.2025 (upto 5.00 PM)
Dated of opening of Tender - 08.05.2025 for this tender
Other details are available at Notice Board in Office.
Sd/-
Pradhan
Patlakhawa Gram Panchayat
Alipurduar-I Block

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/01/2025-26, Dt. 29/04/2025, Last date and time for bid submission - 08/05/2025 at 18:00 hours.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I
Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

পথ হারানো ইন্টারকেও সমীহ বার্সেলোনার

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইন্টারের লওটারো মার্টিনেজ (বাঁয়ে)। অনুশীলনের মাঝে গল্পে বার্সার লামিনে ইয়ামাল।

বার্সেলোনা, ২৯ এপ্রিল : কোপা ডেল রে জেতার পর আত্মবিশ্বাসী বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগবে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকও তা মানছেন। তবে প্রতিপক্ষ ইন্টার মিলান যতোই শেষ তিন ম্যাচ হেরে বসে থাকুক, ফ্লিক তাদের বিন্দুমাত্র কম গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

সিরি আ-তে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে বোলোগনা ও রোমার কাছে হার। তারমাঝে কোপা ইতালিয়ার দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালে এসি মিলানের কাছে তিন গোল হজম। অতঃপর বিদায়। নিঃসন্দেহে ইন্টারের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে। মরশুমের শেষবেলায় পথ হারানোয় তাদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করার পথ খুঁজছেন কোচ সিমোনে ইনজাঘি। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নামার আগে যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'বার্সেলোনার প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। তার মানে এই নয় ভয় পাচ্ছি।'

বার্সেলোনা কোচ ফ্লিকের কাছেও অবশ্য পরিসংখ্যানের তেমন গুরুত্ব নেই। বলেছেন, 'ফাইনাল থেকে মাত্র দুই ম্যাচ দূরে রয়েছি আমরা। ক্লান্ত হলে চলবে না। সেমিফাইনালের গুরুত্ব নতুন করে বোঝানোর নেই। ইন্টার ইউরোপের অন্যতম সেরা দলগুলোর একটা। কঠিন প্রতিপক্ষ।' ইনজাঘির দলের রক্ষণ নিয়ে যেমন তিনি আলাদা করে ভাবছেন, তেমন তাদের প্রতিআক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক। বলেছেন, 'ওরা যে শুধু ভালো রক্ষণ সামলায় তা কিন্তু নয়। ইন্টারের প্রতিআক্রমণ যথেষ্ট ভয়ংকর। তার জন্যও তৈরি থাকতে হবে আমাদের।' সেই একই কথা তাঁর অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালের মুখেও। স্প্যানিশ তরুণ বলেছেন, 'ওরা রক্ষণ,আক্রমণ দুই বিভাগেই সমান শক্তিশালী।' দলের বেশ কিছু জায়গায় খামতি চোখে পড়েছে ফ্লিকের। সেগুলো নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন ছেলেদের। বলেছেন, 'চূড়ান্ত প্রস্তুতির আগে বলে দিয়েছি ইন্টার ম্যাচে কোন কোন জায়গায় আমাদের শুধরোতে হবে। মাঝমাঠে অনেক ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম ইন্টার মিলন
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

কাঠমান্ডুতে চার সোনা জয় প্রতীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল প্রতীতি পাল। প্রতীতি টুর্নামেন্টে রাজ্যের একমাত্র প্রতিযোগী ছিল। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্ট, সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস থেকে তার পদক এসেছে। প্রতীতি বলেছে, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সোনা পেলাম আমি। এটা সম্ভব হয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আমার দুই কোচ অমিত দাম ও সৌমেন মালাকারের জন্য। আমার স্বপ্ন একদিন অলিম্পিক থেকে দেশের জন্য পদক আনব। এজন্য যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন আমি পিছিয়ে আসব না।' শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে তার বাড়িতে ভিড় করে প্রতিবেশীরা।

পদক জয়ের পর প্রতীতি পাল।

এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিসের টিম ইভেন্টের ফাইনালে প্রতীতিদের ভারতীয় দল হারিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে। ডাবলসে আরুশি নন্দী ও মিক্সড ডাবলসে অথর্ব নবরঙ্গিকে সঙ্গী করে সোনা জিতেছে। ডাবলসে নেপাল ও মিক্সড ডাবলসে পাকিস্তানকে ৩-০ গেমে উড়িয়ে দেয় তারা। প্রতীতির সিঙ্গলসের সোনাটি এসেছে ফাইনালে আরুশিকে ৩-১ গেমে হারিয়ে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন দীপেশ বর্মন। ছবি : তুষার দেব

জয়ী জিরানপুর ব্রাদার্স

দেওয়ানহাট, ২৯ এপ্রিল : জিরানপুর কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার উত্তর জিরানপুর ব্রাদার্স ২৯ রানে পানিমারা কমান্ডো ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে উত্তর জিরানপুর ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। মনোতোষ বর্মন ২৭ ও রাহুল মিয়াঁ ২৬ রান করেন। জবাবে পানিমারা ৮০ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা দীপেশ বর্মন ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অলোকের ১৫০ রান

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০১৮ ব্যাচ ৫ উইকেটে হারিয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচকে। ১৯৯৩ প্রথমে ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২১২ রান করে। ম্যাচের সেরা অলোক কুণ্ডু ১৫০ রান করেন। ২০১৮ জবাবে ১১.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৩ রান তুলে নেয়। রাহুল দে সরকার ৬২ রান করেন। প্রণয়েন্দু দেব ৫০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

প্রথম পিঙ্কু

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বোলপুরের ভারত সেবাশ্রমে ২৫-২৭ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্যস্তরের ওপেন যোগাসনে জলপাইগুড়ির ২৫ জন অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে পুরুষদের ৪৫-৫৫ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছেন পিঙ্কু সাহা। চতুর্থ প্রশান্ত কর্মকার। পঞ্চম দেবশংকর দাস। মহিলাদের ৩৫-৪৫ বছর বিভাগে তৃতীয় পিঙ্কি বাড়ুই।

করণের দাপট

রায়গঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাব ২-১ গোলে বেণুভারতী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে স্টার বয়েজের করণ হরিজন জোড়া গোল করেন। বেণুভারতীর গোলটি আকাশ মাহাতোর। বুধবার খেলবে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ও বিন্দোল সকার অ্যাকাডেমি।

জয়ী মালবাজার

জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে মঙ্গলবার মালবাজার এটিও টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মালবাজারের অশোক পরজি।